প্রথম প্রকাশ □ বইমেলা, ১৯৮০
প্রচ্ছদ □ অশোক রায়

প্রকাশক :
অভীক রায়
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
সিদ্ধেশ্বরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২১ জি, অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

পোয়ারো

দ্য কর্ণিশ মিস্ট্রি

'মিসেস পেনগিলি এসেছেন,' ল্যাণ্ডলেডী এমনভাবে খবরটা দিলেন যেন তিনি আমাদের আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন ব্যস, এটুকু বলেই সরে গেলেন তিনি।

বাইরে থেকে দেখলে অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক মনে হয় এমন অনেক লোকই এ পর্যন্ত পয়ারোর কাছে এসেছে কিন্তু দরজার ঠিক মুখেই যে মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন. তিনি তাদের সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। মহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছে। রোগা, পাতলা ফ্যাকাশে তাঁর চেহারা। তাঁর পরণে মোটা সুতোয় বোনা সাধারণ স্কার্ট আর কোট, গলায় খুবই পাতলা একটা সোনার হার। মহিলার মাথার চুল বেশীর ভাগই পেকেছে, কিন্তু তার ওপর একটা টুপি তিনি পড়েছেন যা তাঁর পক্ষে খুবই বেমানান। মফস্বল শহরে বা গ্রামের দিকে মিসেস পেনগিলির মত হাজারও মাঝারী মহিলা রোজ চোখে পড়ে কিন্তু ইনি কোন দিক থেকে যেন তাঁদের সবার চাইতে অস্বাভাবিক আর অসাধারণ।

ভেতরে ঢুকবেন কিনা সম্ভবতঃ তা তখনও স্থির করে উঠতে পারেননি মিসেস পেনগিলি আর তা লক্ষ্য করেই পয়ারো এবার এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল. ইশারায় ভেতরে ঢোকবার ইঙ্গিত করে অভ্যর্থনার সুরে বলে উঠল, 'আসুন মাদাম. অনুগ্রহ করে ভেতরে এসে বসুন।' ইশারায় আমায় দেখিয়ে পয়ারো বলল, 'ইনি আমার সহকর্মী ক্যাপ্টেন হেসটিংস।'

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন, চেয়ারে বসে পয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি'ত প্রাইভেট ডিটেকটিভ ম'সিয়ে পয়রো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মাদাম, বলুন কিভাবে আমি আপনার সেবা করতে পারি ?'

কিন্তু মহিলা তাতেও মুখ খুললেন না। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুহাতের আঙ্গুল আপন মনে মোচড়াতে লাগলেন তিনি। তার মুখের রং লাল হয়ে

উঠছে দেখে আন্দাজ করলাম ভেতরে সংকোচ বহু চেষ্টা করেও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

'বলুন মাদাম', পয়ারো আবার বলে উঠল, 'বলুন, আপনার জন্য আমার করার মত কিছু আছে কিনা।'

'ব্যাপারটা হল, ইয়ে—' মিসেস পেনগিলি অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মুখ খুললেন, 'তার আগে বলে রাখি যে আমি এ সম্পর্কে পুলিশকে কিছু জানাতে চাই না। এদিকে পরিস্থিতি এমন অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমার পক্ষে এখন আর চুপ করে থেকে সয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, মাদাম,' সহানুভূতির সুরে পয়ারো বলল, 'পুলিশের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার তদন্ত পুরোপুরি গোপন থাকে।'

'হ্যাঁ, প্রাইভেট', মহিলা বললেন, 'এ নিয়ে খবরের কাগজে কিছু লেখা-লিখি হোক তা আমার ইচ্ছে নয়। যেমন নোংরা ভাবে এসব ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজের লেখালিখি করে যাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা ভবিষ্যতে মাথা তুলে ঘোরাফেরা করতে পারে না। একটু থেমে দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'এমনও হতে পারে যে বেচারা এডওয়ার্ডকে আমি গোড়া থেকেই মিছে সন্দেহ করে আসছি। যে কোন স্ত্রীর পক্ষেই এমন চিন্তাভাবনা করা ভয়ানক তা জানি, কিন্তু ইদানিং এই জাতীয় ভয়ানক সব ঘটনা চারদিকে যে প্রায়ই ঘটছে তাও আপনারা খবরের কাগজে দেখছেন।'

'মাপ করবেন,—আপনি কি আমার স্বামীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ও' দিক থেকে কি বিপদের আশঙ্কা করেছেন?'

'সে কথা আমি নিজেমুখে বলতে চাই না মঁসিয়ে পয়ারো। কিন্তু আমি না বললেও এ ধরনের অনেক ঘটনা যে আজকাল ঘটছে তা ত খবরের কাগজেই আপনারা দেখছেন সেখানে বেচারী বৌয়েরা মারা যাবার আগে পর্যন্ত কিছুই সন্দেহ করতে পারে না।'

'আপনি নির্ভয়ে কথা বলুন, মাদাম,' পয়ারো বলল, 'আপনার সন্দেহ যে

পুরোপুরি ভিত্তিহীন তা যখন আমরা প্রমাণ করব তখন আপনি কি আনন্দ পাবেন তা একবার ভেবে দেখুন ত।'

'সে ত একশোবার, এরকম অনিশ্চয়তায় ভোগার চাইতে তা অবশ্য ভাল।' ম'সিয়ে পয়ারো, আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে এমন একটা সাংঘাতিক ভীতি দিনরাত আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে।'

মিসেস পেনগিলি উত্তর না দিয়ে আবার মৌনীভাব অবলম্বন করলেন।

'খাওয়াদাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন নিশ্চয়ই কেমন?' পয়ারো জানতে চাইল, 'আর সেই সঙ্গে ব্যাথা বেদনা? আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন, মাদাম? তিনি কি বলছেন?'

'দেখিয়েছি ম'সিয়ে পয়ারো।' মিসেস পেনগিল আবার মুখ খুললেন, 'তিনি বলেছেন আমি প্রচণ্ড বদহজমে ভুগছি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখছি আমার অসুখ কি না উনি নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না। আর এ সম্পর্কে আমায় খুলে বলতে দ্বিধা বোধ করছেন। আমার ডাক্তার বাববার ওষুধ পাল্টে দিচ্ছেন, কিন্তু তাতে কোনও সুফল হচ্ছে না।'

'আপনার ভীতি সম্পর্কে আপনি ওঁকে কিছু জানিয়েছেন?'

'অবশ্যই না ম'সিয়ে পয়রো, হয়ত তাতে লোক জানাজানি হবে। হয়ত ডাক্তারের সিদ্ধান্তই ঠিক, আমি সত্যিই বদ হজমে ভুগছি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল, এডওয়ার্ড উইক এণ্ডে কোথাও চলে গেলে আমি আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠি। এই ব্যাপারটা আমার ভাগ্নি ফ্রেডাও লক্ষ্য করেছে। আমার সন্দেহ অমূলক নয় তার আরও একটি প্রমাণ হল এক বোতল অ্যাসিড, বাগানের আগাছা পরিষ্কারের কাজে যা ব্যবহার করা হয়। বোতলের অর্দ্ধেক এর মধ্যে খালি হয়ে গেছে, অথচ মালি বলছে কেনার পরে সে এখনও পর্যন্ত একবারের জন্যও ঐ বোতলে হাত দেয় নি।'

'আপনি কোথায় থাকেন মাদাম?'

'কর্ণওয়ালের ছোট একটা শহরে আমরা থাকি ম'সিয়ে পয়ারো, জায়গাটার নাম পোলগাব উইথ।'

'কতদিন আপনারা আছেন ওখানে?'

'চৌদ্দ বছর।'

'বাড়িতে লোক বলতে ত আপনারা দুজন--আপনি আর আপনার স্ত্রী। ছেলেমেয়ে আছে ?'

'না।'

'একজন ভাগ্নী থাকে এইমাত্র বললেন না ?'

'হ্যাঁ, ফ্রেডা স্ট্যানটন, আমার একমাত্র ননদের মেয়ে। গত আট বছর হল ফ্রেডা আমাদের কাছে আছে' অর্থাৎ এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত ছিল।'

তার মানে ?' পয়ারো জানতে চাইল।

'ফ্রেডাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেশ কিছুদিন হল খুব অশান্তি শুরু হয়েছে। মেয়েটা আগে খুব শান্তশিষ্ট ছিল, কিন্তু হঠাৎ যে কি হল, ফ্রেডার স্বভাব রাতারাতি গেল পাল্টে, ও বাড়ির সবার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। সবসময় ঠেস দিয়ে কথা বলা, যাকে যে কথা বলা উচিত নয় তাই বলা, এইরকম। বলতে বাধা নেই ফ্রেডার সঙ্গে রোজ রোজ আমার ঝগড়া বাধত। তারপর একদিন অবস্থা গিয়ে উঠল চরমে, অনেক অকথা কু-কথা শুনিয়ে ফ্রেডা আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, শহরের ভেতর আলাদা ঘর ভাড়া নিল সে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ফ্রেডার সঙ্গে দেখা হয় নি। মিঃ র্যাভনর বলেছেন, ওকে এখন নিজের মত কিছুদিন থাকতে দিন, আগে ঠাণ্ডা হোক, কি করছে তা বুঝুক, তারপর ওকে নিয়ে কি করবেন তা স্থির করবেন।'

'মিঃ র্যাভনর কে ?'

'ওঃ উনি আমাদের একজন বন্ধু, বয়স খুবই কম, গোড়ায় যে দ্বিধা আর সঙ্কোচ মিসেস পেনগিলির মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম তা যেন আবার ফিরে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।'

'আপনার ভাগ্নীর আর এই বন্ধুটির মধ্যে কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কি ?'

'না তেমন তেমন কিছু নয়,' সামান্য জোর দিয়ে বললেন মিসেস পেন-গিলি। আশাকরি আপনাদের অর্থাৎ আপনার আর আপনার স্বামীর মধ্যে কোনরকম অশান্তি নেই ?

'না আমরা এমনিতে শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছি।' 'টাকাকড়ি যা আছে তার মালিক কে, আপনি, না আপনার স্বামী?'

'টাকাকড়ি সবই এডওয়ার্ডের, আমার নিজের বলতে কিছু নেই।'

'শুনুন মাদাম, সব অপরাধের পেছনেই কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকে। এই নিয়ম মেনেই বলছি আপনার স্বামীর এমন কোনও উদ্দেশ্য জানা আছে কি যে কারণে তিনি আপনাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে চিরদিনের মত দূর করে দিতে চাইছেন?'

'মঁসিয়ে পয়ারো, আমার স্বামী একজন ডেন্টিস্ট। ওঁর এক স্বর্ণকেশী যুবতী সহকারিণী আছে। এডওয়ার্ডের খুব সাধ ওর কাছে যে মেয়ে কাজ করবে সে হবে খুব চট চটপটে আর চালাক চতুর, তার পরণে থাকবে সাদা এপ্রণ, মাথার চুল হবে বব করা। কানাঘুঁষায় জেনেছি এডওয়ার্ডের সঙ্গে এই মেয়েটির প্রেম পীরিত চলছে বেশ কিছুদিন ধরে যদিও এডওয়ার্ড শপথ করে বলছে তেমন কিছুই ঘটেনি।'

'আপনি একটু আগে বাগানের আগাছা সাফ করার বিষাক্ত রাসায়নিকের কথা বলছিলেন না, ওটা কে আনিয়েছিলেন?'

'আমার স্বামী—প্রায় বছর খানেক আগে।'

'একটু আগে আপনি বলেছেন যে আপনার ভাগ্নি ঝগড়াঝাটি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ওর নিজের হাতে টাকাকড়ি কেমন আছে?'

'টাকাকড়ি বলতে বছরে মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড আয় করে ফ্রেডা। আমি এডওয়ার্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে ফ্রেডা হাসিমুখে এই মুহূর্তে ফিরে আসবে, ঘরসংসার দেখাশোনার সব দায়িত্ব ও নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে।'

'তাহলে মাদাম, আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা ইতিমধ্যেই ভেবেছেন?'

'আমার অবস্থাটা অনুগ্রহ করে বোঝার চেষ্টা করুন। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার সর্বনাশ করে আমার স্বামী দিব্যি পার পেয়ে যাবে তা কিন্তু আমার ইচ্ছে নয়। একসময় মেয়েরা ছিল পুরুষদের পদদলিত ক্রীতদাস বিশেষ।

কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টেছে, এখন তাদের ন্যায়বিচার দাবী করার দিন এসেছে।'

'আপনার স্বাধীনচেতা মানসিকতার জন্য অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। মাদাম ঃ কিন্তু আসুন, কাজের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আপনি কি আজই পোলগারউইথে ফিরে যাবেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। আজ সকাল ছ'টায় ট্রেন ছেড়েছিল, আবার আজ বিকেল পাঁচটায় ফেরার ট্রেন ছাড়বে।'

'আপনার কেস আমি নিলাম, মাদাম, আগামীকাল আমরাও পোলগার-উইথ যাচ্ছি। ওখানে আশাকরি আমার সহপাঠী ক্যাপ্টেন হেসটিংসকে আপনার দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের ছেলে হিসেবে পরিচয় দিতে আপনার কোনও অসুবিধে হবেনা। আমি হব তার পাগলাটে ভিনদেশী বন্ধু। তার আগে খাবারদাবার সব নিজে হাতে তৈরী করে খাবেন, অথবা রান্নাবান্না যেখানে হবে সেখানে কড়া নজর রাখবেন। আপনার কাজের মেয়েটি খুব বিশ্বাসযোগ্য ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মেয়েটির নাম জেসি, ও খুব ভাল মেয়ে, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।'

'তাহলে আজ আপনি আসুন মাদাম, সাহস একদম হারাবেন না।'

মিসেস পেনগিলি বিদায় নিয়ে চলে যেতেই আমার গোয়েন্দা বন্ধু এরকুল পয়ারো তার চেয়ারে বসে ভাবতে শুরু করল। কিছুক্ষণ বাদে মুখ তুলে সে বলল, 'কি হে হেষ্টিংস, এ কেসটা সম্পর্কে তোমার নিজের অভিমত কি?'

"আমার মতে এটা খুবই এক নোংরা ব্যাপার।"

'আমারও সেইকথা', পয়ারো সায় দিয়ে বলল, 'অবশ্য ভদ্রমহিলা যা বলে গেলেন তা যদি সত্যি হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এক ভদ্রলোক তাও আবার যে সে লোক নয়, পেশায় ডাক্তার, নিজের সুন্দরী যুবতী সেক্রেটারীর সঙ্গে কেচ্ছা করে বেড়াচ্ছেন আর বৌয়ের মুখ বরাবরের মত বন্ধ করে দেবার

উদ্দেশ্যে বাগানের মালিকে দিয়ে আগাছা মারার অ্যাসিড আনিয়ে রোজ তা মিশিয়ে দিচ্ছেন বৌয়ের খাবারে, একথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ? ভদ্রমহিলা যদি সত্যিই বদহজমের রুগী হন আর তাঁর স্বভাব যদি পাগলাটে হয়ে থাকে তাহলে ত আর কথাই নেই, আগুনে তেল বা চর্বি পড়লে যা হয় এ ঠিক সেরকম।'

'তাহলে তুমি এতক্ষণ তবে এই সিদ্ধান্তে এলে ?'

'সিদ্ধান্ত নয়, হেস্টিংস, এ আমার অনুমান। তাহলেও এ কেস সম্পর্কে আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের সোজা উত্তর দাও ত, নিজের স্বামীকে মিসেস পেনগিলি কি চোখে দেখেন ?'

'প্রশ্নটি যত সোজা বলছ তত সোজা নয়, বন্ধু,' আমি বললাম, 'স্বামীর প্রতি আনুগত্য এখনও মিসেস পেনগিলির মন থেকে মুছে যায় নি, একইসঙ্গে তিনি তাঁকে ভয় পান। সাধারণভাবে কোনও বিবাহিতা মেয়েই তার স্বামীকে কখনও কোনও কারণে দোষারোপ করে না। কিন্তু এখানে যে তৃতীয় আরেকটি মেয়ের আবির্ভাব ঘটেছে যে ডাক্তার পেনগিলির সঙ্গে কেচ্ছা করে বেড়াচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' পয়ারো জবাব দিল, 'এসব ক্ষেত্রে কোনও বিবাহিতা মেয়েরই তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য বা ভালবাসা কিছুই বজায় থাকে না, ভালবাসা তখন ঈর্ষ্যায় পরিণত হয়, আনুগত্য ঘৃণায় পরিণত হয়। কিন্তু তা হলেও ভেবে দেখো। ঘৃণা আর ঈর্ষ্যার তাড়নায় তাঁর থানায় গিয়ে পুলিশের শরণ নেবার কথা। তাঁর কোনমতেই আমার কাছে আসার কথা নয়। কারণ তিনি তাঁর স্বামীর স্ক্যাণ্ডাল সত্যিই জানুক এটাই চান, আর এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। ভদ্রমহিলা আমার কাছে কেন এলেন বলোত ? তাঁর মনে যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে তা ভুল এটা প্রমাণ করতে, নাকি তা ঠিক তা প্রমাণ করতে নাকি তিনি যা যা বলে গেলেন তার কাছে অন্য কোনও উপাদান আছে ? হেস্টিংস, মিসেস পেনগিলি আর যাই হোন না কেন তিনি যে আমার সামনে অভিনয় করেননি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যাক,

অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এবার ভাখো ত পোলগারউইথ যাবার ট্রেন কটা নাগাদ ছাড়বে ?'

প্যাডিংটন থেকে ট্রেন ছাড়ল ছুপুর দেড়টায়, পোলাগারউইথে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যে সাতটা সবে বেজেছে। আমরা দুজন ডাচি হোটেলে উঠলাম, হালকা ডিনার খাবার পরে পয়ারোকে সঙ্গে নিয়ে আমার পাতানো আত্মীয় মিসেস পেনগিলির সঙ্গে দেখা করব বলে বেরিয়ে পড়লাম।

বড় রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ডঃ এডওয়ার্ড পেনগিলির বাড়িটা কিছু সেকেলে ধাঁচের, সন্ধ্যের ফুরফুরে হাওয়ায় বাগানের দিক থেকে নানারকম ফুলের গন্ধ আসছে। এমন সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে বিশ্বাসই হয় না যে এই বাড়ির বাসিন্দারা কোনরকম অশান্তিতে ভুগছেন। পয়ারো এগিয়ে এসে দরজার কলিংবেলের বোতাম টিপল কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পয়ারো আবার দরজায় ঘা দিল। এবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন যুবতী পরিচারিকা, তার দুচোখ ফুলে টুকটুকে লাল হয়ে আছে। থেকে থেকে যেভাবে সে নাক মুছছে তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এতক্ষণ সে কান্নাকাটি করছিল।

'আমরা মিসেস পেনগিলির সঙ্গে দেখা করব বলে এসেছি। পয়ারো বলল, 'ভেতরে যেতে পারি ?'

যুবতী পরিচারিকাটি কয়েক মুহূর্ত পয়রোকে দেখল। তারপর বলল, 'সে কি, আপনারা খবর পান নি তাহলে ? গিন্নি মা আর বেঁচে নেই, আজ সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পরেই উনি মারা গেছেন, তা ধরুন আধ ঘণ্টা আগে ত হবেই।'

মিসেস পেনগিলি মারা গেছেন, আজই, এখবর আমাদের কাছে অভাবিত কি বলব বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, বুঝতে পারলাম পয়ারো কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষকালে আমিই বললাম, 'তা উনি কিসে মারা গেলেন ?'

'জানি শেষপর্যন্ত আমার মুখ খুলতেই হবে, 'কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে

এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে সেই যুবতী বলতে লাগল, 'আমি আজ এখনই আমার বাক্সপেঁটরা নিয়ে বাড়ি চলে যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কবর দেবার আগে মরার লাশ ছেড়ে নড়তে নেই তাই আমার যাওয়া হবে না। আমি মুখ খুলতে যাব না, আর নতুন করে মুখ খোলারই বা কি আছে— এ বাড়িতে এতদিন কি ঘটেছে তা কারও জানতে বাকি নেই, বাইরে ঢি ঢি পড়ে গেছে। মিঃ র‍্যাভনর নিজে না লিখলেও আর কেউ ঠিকই হোম সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেবে। ডাক্তার এবাড়ির মালিকের পক্ষে যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু আমার নিজের চোখ দুটোকে আমিই বা অবিশ্বাস করব কি করে? আজ সকালে ত দেখলাম এবাড়ির কর্তা তাক থেকে আগাছা সাফ করার অ্যাসিডের বোতলখানা নিজে হাতে তুলছেন, হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়তেই থেমে যান উনি? তার কিছু আগেই ত গিন্নিমার গরম সুরুয়া খাবার টেবলে আমি রেখেছিলাম; নিয়ে গিয়ে ওঁকে খাওয়াব বলে। নাঃ ঢের হয়েছে, এখানে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ এ বাড়ির এক ফোঁটা খাবার জলও মুখে দেব না আমি।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম পয়ারো একমনে গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবছে, এবার সে পরিচারিকাটিকে প্রশ্ন করল, 'তোমার গিন্নিমার চিকিৎসা যিনি করতেন সেই ডাক্তার কোথায় থাকেন?'

'আজ্ঞে, ডঃ অ্যাডামস থাকেন হাইস্ট্রীটে ঠিক মোড়ের মাথায় দুনম্বর বাড়ি।'

'মেয়েটা ত যা বলার সবই বলে দিল, নিজের গলা আমার নিজের কানেই বড্ড শুকনো শোনাচ্ছে।'

"নিজেকে এই মুহূর্তে এক অক্ষম অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, হেস্টিংস' বাঁ হাতের মুঠো শক্তভাবে ডানহাতে চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় পয়ারো বলল, 'এতদিন আমি নিজের বুদ্ধির বড়াই করে এসেছি এদিকে আমার মক্কেল যে এভাবে খুন হবে তা টেরও পাইনি। আসলে ভুল আমি করেছিলাম, ভেবেছিলাম মিসেস পেনগিলি বানিয়ে বানিয়ে মনগড়া গল্প আমায় শুনিয়ে গেলেন। যাক, চলো এবার ডঃ অ্যাডামসের সঙ্গে একবার

দেখা করে আসি, দেখি উনি আমাদের কিছু বলতে পারেন কিনা।'

সাধারণতঃ গল্পের বইয়ে যেসব গ্রাম্য ডাক্তারদের চেহারার বর্ণনা থাকে ডঃ অ্যাডামসকেও দেখতে তার চাইতে আলাদা নয়।

'যে যাই বলুক সবই আমি জানি মিসেস পেনগিলির মৃত্যু বিষপ্রয়োগে হয়নি, ওঁর মৃত্যুর মূলে যে অসুখ তা হল বদহজম। আসলে এসব মেয়েদের রটনো গুজব, খবরের কাগজে আর ম্যাগাজিনে যেসব গাদাগুচ্ছের সত্যি-কাহিনী বেরোয় তাই পড়ে পড়ে ওরা একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরে বাবা, বাড়ির তাকে আগাছা সাফ করার অ্যাসিড থাকলেই কি ধরে নিতে হবে যে বাড়ির কর্তা তাঁর বৌকে ঐ অ্যাসিড খাইয়ে মেরে ফেলেছেন? ডঃ এডওয়ার্ড পেনগিলিকে আমি বহুদিন ধরে জানি, কুকুর বেড়াল এমনকি টিকটিকিকে বিষ খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই যার সে যে নিজের বৌকে বিষ খাওয়াতে যাবে কেন? সে কথার জবাব দিন!'

খুব শান্তভাবে পয়ারো মিসেস পেনগিলির তার সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে দেখা করেছিলেন তার বিবরণ সংক্ষেপে দিল। সব শুনে ডঃ অ্যাডামসের দুচোখ কপালে উঠল, উত্তেজিত ভাবে তিনি বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর" এসব কথা ত আগে কখনও শুনি নি, "মিসেসস পেনগিলি এসব কথা আগে আমায় জানান নি কেন তা ত ভেবে পাচ্ছি না!"

ডঃ অ্যাডামসের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পয়ারো মুচকি হাসল, কোনও জবাব দিল না। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসার পরে পয়ারো বলল, ভদ্রলোক একই মুখে বলছেন বদহজম, পেটের রোগ আবার সবকথা শোনার পরে ওঁর মনেও দেখা দিয়েছে সন্দেহের মেঘ।' 'ঐ তা ত হল, এবারে কি করবে?' "আপাততঃ সরাইখানায় ঢেরা, তারপরে বিছানায় গা ঢেলে রাতটা কাটিয়ে দেয়া। তোমাদের ইংরেজদের শহরতলী এলাকায় যাইহোক বিছানায় শুয়ে রাত কাটানো ত এক ভয়ের ব্যাপার। সস্তা হলেও সেগুলো এত জঘন্য যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না!'

পরদিন সকালবেলা সেখানে যাবার আগে পয়ারোকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলাম মিসেস পেনগিলির ভাগ্নী ফ্রেডার ভাড়া বাড়িতে। ফ্রেডা

স্ট্যানটন তখন বাড়িতে ছিল। লম্বা, কালো রংয়ের এক অল্পবয়সী যুবকের সঙ্গে। ফ্রেডার মুখ থেকে জানলাম ঐ যুবকটি জ্যাকব র‍্যাভনর, তার সঙ্গে সে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

'বেচারা মামীমা,' মিসেস পেলগিলির মৃত্যুর প্রসঙ্গে ফ্রেডা মন্তব্য করল, 'কে জানত যে উনি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে যাবেন? খবরটা পাবার পরে গতকাল রাতে আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি, আজ সকালবেলা মনে হচ্ছিল ওঁর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে এভাবে চলে না এলেই বোধহয় ভাল করতাম। কেন যে আমি সেদিন এভাবে ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম'—'শুধু শুধু এসব ভেবে মনকে দুর্বল কোর না, ফ্রেডা' জ্যাকব ফ্রেডার পাশ থেকে বলে উঠল, 'মামীমার সঙ্গে যখন ছিলে তখন তোমার ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপটা যায়নি, অনেক সয়েছো তুমি!'

'ঠিকই বলেছ, জ্যাকব,' ফ্রেডা বলল, 'কিন্তু রেগে গেলে যে আমার হুঁশ থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলে বসি, তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, তবে আমার মামীমাও কম বোকা ছিলেন না, দিনরাত শুধু ত, ভাবছেন মামা ওঁর খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন।'

'আচ্ছা, মাদমোয়াজেল,' পয়ারো জানতে চাইলো 'মামীমার সঙ্গে আপনার হঠাৎ কি নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছিল বলতে পারেন?'

পয়রোর কথা শেষ হবার আগেই ফ্রেডা তাকাল জ্যাকবের দিকে, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এখন আমি যাচ্ছি, ফ্রেডা, সন্ধের দিকে আবার আসব। আচ্ছা মশায়েরা আমি তাহলে আপনাদের কাছ থেকেও এখনকার মত বিদায় নিচ্ছি, হায় আপনারা ত স্টেশনের দিকে যাবেন, তাই না?' পয়ারো উত্তর না দিয়ে ঘাড় নাড়ল, র‍্যাভনর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 'আপনি এঁর প্রেমে পড়েছেন, তাই না?' র‍্যাভনর বেরিয়ে যাবার পরে মুচকি হেসে পয়ারো তাকাল ফ্রেডার দিকে।

কোনও উত্তর না দিয়ে ফ্রেডা চুপ করে রইল, তার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে বাকি রইল না যা পয়রোর অনুমান নির্ভুল। 'মামীমার সঙ্গে এই নিয়েই ত যত অশান্তি,' ফ্রেডা এবার বলল।

'তার মানে এব্যাপারে আপনার মামীমার মত ছিল না ?' পয়ারো জানতে চাইল।

"না ঠিক তা নয়' ফ্রেডা ইতস্ততঃ করতে লাগল, 'আসলে—' কথা শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেল সে।

'কি বলতে চাইছেন, বলুন।" পয়ারো তাড়া দিল ফ্রেডাকে, 'কথাটা শেষ করুন. কি বলতে চাইছেন আপনি ?'

আমি যা বলতে চাইছি তা খুব বিশ্রী আর নোংরা শোনাবে বিশেষতঃ মামীমা যেখানে বেঁচে নেই। কিন্তু আমি না বললে ব্যাপারটাও আপনার জানা হবে না। শুনুন. ম'সিয়ে পয়ারো বলতে বাধা নেই, আমার মামীমা হঠাৎই জ্যাকবের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'সত্যি বলছেন ?'

'হ্যাঁ, জানি, বিশ্বাস করতে আপনার মন চাইছেনা, না চাইবারই কথা, বিশেষতঃ যেখানে মামীমার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে, আর জ্যাকবের এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। তা সত্ত্বেও জেনে রাখুন. আমি যা বলছি তাতে এতটুকু ভুল বা মিথ্যে নেই। বোকার মত উনি জ্যাকবের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। শেষকালে একসময় আমার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, মুখ ফুটে মামীমাকে বলেই ফেললাম যে আমি জ্যাকবকে ভালবাসি, আর সে কথা শুনেই রাগে ওঁর মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠল, যাকে বলে হিংসের আগুন। এমন নোংরা ভাষায় মামীমা আমায় অপমান করলেন যে আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না, আমিও ওঁকে যা নয় তাই বলে অপমান করলাম। এমন কি জ্যাকবের সঙ্গেও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। জ্যাকব নিজেই বলল, আমার পক্ষে সবচাইতে ভাল কাজ হবে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসা, অন্ততঃ মামীমার মাথা যতদিন না ঠাণ্ডা হয় ততদিন পর্যন্ত। আহা ? বেচারী! কি করছেন তা বোধহয় মামীমা বেঁচে থাকতে একবারও বুঝতে পারেন নি।'

আপনি ঠিকই বলেছেন, মাদমোয়াজেল গোটা ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলার জন্য আপনাকে সত্যিই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে

আজকের মত আমরা বিদায় নিচ্ছি।

ফ্রেডার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে তা সত্যিই আমি আশা করিনি—জ্যাকব র‍্যাভনর কাছেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, হাসিমুখে এগিয়ে এসে সে বলল, 'ফ্রেডা এতক্ষণ ধরে আপনাদের কি বলেছে তা আমি অনুমান করতে পারছি। বুঝতেই পারছেন, গোটা ব্যাপারটা যেমন দুঃখজনক তেমনি অস্বস্তিকর ছিল আমার কাছে। এও জানবেন যে এর পেছনে আমার নিজের কোনও হাত ছিল না। গোড়ায় আমি ধরে নিয়েছিলাম ফ্রেডা আর মামার মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠছে, ভদ্রমহিলা তাকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করতে চান, কিন্তু অল্প কিছুদিন বাদে যখন তাঁর আসল মনোভাব টের পেলাম তখন আমার নিজেরই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।'

'আপনি ফ্রেডাকে কবে নাগাদ বিয়ে করছেন?' পয়ারো প্রশ্ন করল।

'আশা করছি খুব শীগগিরই কাজটা সুসম্পন্ন হবে' জ্যাকব বলল, 'এবার, মঁসিয়ে পয়ারো, স্পষ্টভাবে আপনাকে একট কথা বলতে চাই। ফ্রেডা ওর মামাকে নির্দোষ মনে করছে বটে, কিন্তু আমি তা করিনা। তবে একটি আশ্বাস আমি দিচ্ছি তাহল, আমি যা যা যতটুকু জানি তা আর কাউকে জানাব না। আমার ভাবী স্ত্রীর মামা তাঁর স্ত্রীকে খুন করার দায়ে ফাঁসী চান এটা আর যেই চান না কেন আমি চাই না।'

'এসব কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন আপনি?' পয়ারো প্রশ্ন করল।

'কারন আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি, আপনি যে সত্যিই একজন বুদ্ধিমান লোক সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এডওয়ার্ড পেনগিলিকে কোনভাবে মামলায় জড়িয়ে দেয় হয়ত আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কিন্তু নিজেই ভেবে দেখুন—এখন আর এসব করে কোন লাভ হবে কি? যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড ফ্রেডার সেই মামীমা ত সব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। তাছাড়া বেঁচে থাকতে যে জিনিসটা উনি সবসময় এড়িয়ে চলতেন তা হল স্ক্যাণ্ডাল, এখন সত্যিসত্যিই তেমন কিছু শুরু হলে ওঁর আত্মা শান্তি পাবে না।'

'এটা হয়ত ঠিকই বলেছেন, 'পয়ারো গলা নামিয়ে বলল, 'তাহলে আমি এ ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে যাই এটাই চাইছেন আপনি তাই ত?'

'ঠিকই ধরেছেন,' জ্যাকব হেসে বলল, 'আপনি যদি আমায় স্বার্থপর বলেন ত আমি তাও মেনে নেব। আর কিছু না হোক, আমাকে আমার নিজের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে হবে, যখন ইতিমধ্যে আমি জামাকাপড় তৈরী করার একটা ছোটখাটো কারবার শুরু করেছি।'

'শুধু আপনি একা নন, মিঃ র‍্যাভনর,' পয়ারো বলল, 'আমরা সবাই কমবেশী স্বার্থপর, তবে সবাই আপনার মত অকপটে সেকথা মুখ ফুটে বলে না। যাক, আপনি যা বলছেন আমি তা করব—তবু খোলাখুলি বলছি, এ ব্যাপারটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপা থাকবে না। জানাজানি ঠিকই হবে।'

'কেন থাকবেনা?'

'কারণ মানুষের মুখ কখনও চাপা থাকে না। আমি না বললেও আর তাই থেকে ব্যাপারটা পাচ কান হবে, আচ্ছা, চলি, মিঃ র‍্যাভনর এখুনি পা চালিয়ে না গেলে ট্রেন ধরতে পারবনা।'

'কি হে হেস্টিংস,' ট্রেন স্টেশন ছাড়তেই পয়ারো পকেট থেকে ছোট একটা আয়না আর চিরুণি বের করল, আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে চিরুণির দাঁড়া দিয়ে নিজের খোঁচা খোঁচা গোফ আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে উঠল, 'কেসটা সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং তাই না? তোমার নিজের কি অভিমত?'

'তুমি ওকথা ভাবতে পারো,' আমি বললাম, 'কিন্তু আমার কাছে এটা খুবই নোংরা একটা ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়! সবচাইতে বড় কথা, এর মধ্যে রহস্যের কোনও নামগন্ধ নেই।'

'হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত,' পয়ারো বলল, 'আমি নিজেও এই কেসের মধ্যে কোনও রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ফ্রেডা ওর মামীমার অস্বাভাবিক প্রেমের যে ঘটনা যোগাল সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি? এমন এক সম্ভ্রান্ত মাঝবয়সী মহিলা, তিনি কি সত্যিই—'

'অস্বাভাবিক হতে যাবে কেন,' 'পয়ারো জবাব দিল, 'এটা খুবই স্বাভাবিক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়লে মাঝেমাঝে এমন ধরণের অনেক ঘটনার কথা জানতে পারবে—পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলা স্বামীর সঙ্গে একটানা কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পরে নিজের ছেলের বয়সী কোনও যুবকের মোহে পড়ে স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তার হাত ধরে। যৌবনের শেষভাগে মেয়েরা সাধারণতঃ খুব অসহায় হয়ে পড়ে, একটু প্রেম, ভালবাসা অ্যাডভেঞ্চার, এসবের স্বাদ শেষবারের মত পাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে তারা। সেখানে ডঃ পেনগিলির মত মফঃস্বল শহরের এক নামী দাঁতের ডাক্তারের বৌকে যে ঐ একই রোগে ধরেনি সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হবে কি করে?'

'তাহলে তুমি বলতে চাও—'

'এটাই বলতে চাই যে একজন চতুর লোকের পক্ষে ঐরকম এক মুহূর্তের সুযোগ নেয়া সেটাই অস্বাভাবিক নয়।'

'ডঃ পেনগিলি অত চতুর নন,' আমি বললাম, তাহলে বাকি রইল শুধু জ্যাকব র‍্যাডনর। এরা দুজনেই চায় গোটা ব্যাপারটা যেন পাঁচ কান না হয়।'

আহা, ডঃ পেনগেলির মুখখানা এত কাছাকাছি গিয়েও দেখবার সুযোগ পেলাম না! এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

বেঁচে থাকতে মনে এমন কোনও দুঃখ রেখোনা, হেস্টিংস,' পয়ারো হাসল, 'এক্ষুণি পরের কোনও ট্রেন ধরে আবার ফিরে যাও ওখানে, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে বলো তোমার আক্কেল দাঁত তোলাতে চাও, তাহলেই চলবে।'

'বেশী পেঁয়াজী না মেরে সোজাসুজি বলো দেখি মিসেস পেনগেলির এই মৃত্যু তোমার কাছে ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে কেন?'

'মিসেস পেনগেলির বাড়িতে কাজের মেয়েটি যে অনেক কথাই ফাঁস করে দিয়েছে তা আশাকরি মনে পড়ে। পয়ারো বলল, 'মনে পড়ে, ঐখানে দাঁড়িয়েই তুমি মন্তব্য করেছিলে, "মেয়েটা যা বলার সবই বলে দিল?" এর বেশী আর কিছুই আমার বলার নেই।'

'তুমি নিজে ডঃ পেনগিলির সঙ্গে একবারও কেন দেখা করতে চাইলে না এই ব্যাপারটাও আমার মাথায় ঢুকছেনা।'

'ধৈর্য্য ধরো, হেস্টিংস,' পয়ারো হাত তুলে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'তিনটে মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো. তারপর যতদিন ইচ্ছে আমি ওঁকে দেখব দুচোখ ভরে—আদালতের কাঠগড়ায়।'

পয়রোর ভবিষ্যদ্বাণী যে এমনভাবে বাস্তবে পরিণত হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মাস তিনেক বাদে খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলাম কবর খুঁড়ে মিসেস পেনগিলির মৃতদেহ পোস্টমর্টম করার নির্দেশ পুলিসকে দিয়েছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব। তার অল্প কয়েকদিন বাদে কর্ণিশ রহস্য হয়ে দাঁড়াল সব জাতীয় সংবাদপত্রের আলোচনার বিষয়। খবরের কাগজ পড়েই জানলাম ডঃ পেনগিলি তাঁর যুবতী সেক্রেটারী মিস মার্কসকে বিয়ে করবেন এটা জানাজানি হতেই বাঁধল যত গণ্ডগোল। যুবতী সেক্রেটারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ডঃ পেনগিলি তাঁর স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন এই জাতীয় গুজব পৃথিবীর যেকোন মফঃস্বল শহরে রটানোর লোকের অভাব হয় না, তাদেরই মধ্যে কেউ প্রতিকার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে; যাক পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে মিসেস পেনগিলির গলিত মৃতদেহের তলপেট থেকে প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেল এবং তারই ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর স্বামী ডঃ পেনগিলিকে গ্রেপ্তার করল, এবং খুনের মামলা দায়ের করে তাঁকে সত্যিই এনে হাজির করল ফৌজদারী আদালতের কাঠগড়ায়।

মামলার গোড়ার দিকে পয়ারো আর আমি পরপর কয়েকদিন আদালতে গেলাম। মৃত মিসেস পেনগিলির চিকিৎসক ডঃ অ্যাডামস সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বললেন, কঠিন বদহজম বা ঐ জাতীয় কোনও পেটের রোগে বহুদিন ভুগে যারা মরে, তাদের তলপেটে যেসব লক্ষণ পাওয়া যায় আর্সেনিক বিষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। সরকারী ডাক্তার যিনি পোস্টমর্টেম করেছেন আদালত তাঁর সাক্ষ্যও গ্রহণ করল। বাড়ির জেসি নামে মিসেস পেনগেলির

পুরোনো কাজের মেয়েটিও এল সাক্ষ্য দিতে, এমন অনেক উল্টোপাল্টা আর আজেবাজে কথা সে বলে গেল। ফ্রেডা স্ট্যানটন জানাল, ডঃ পেনগিলির নিজের হাতে তৈরী খাবার পেলেই তার মামীমা অর্থাৎ মিসেস পেনগিলির পেটে যন্ত্রণা শুরু হত। জ্যাকব র‍্যাভনর জানাল মিসেস পেনগেলি যেদিন মারা যান সেদিন সে ঘটনাচক্রে ঐ বাড়িতে গিয়েছিল। ডঃ পেনগেলি আগাছা সাফ করার অ্যাসিডের বোতল রান্নাঘরের তাকে রাখতেন এদৃশ্য সে নিজের চোখে দেখেছে। সরকারপক্ষ ডঃ পেনগিলির সেক্রেটারী মিস মার্কসকেও ডেকেছিল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি শুধু ভেউ ভেউ করে কেঁদেই গেলেন আর তারই ফাঁকে স্বীকার করলেন যে তাঁর মনিবের সঙ্গে তাঁর প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। ডঃ পেনগিলি আগাগোড়া নির্দোষ বলে গেলেন, মামলা চলতে থাকল।

আদালতের কাজ সেদিনের মত শেষ হতে পয়ারো আর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। জ্যাকব র‍্যাভনর নিজেও সেদিন আদালতে হাজির হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে সেও বেরিয়ে এল। ফুটপাতে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পয়ারো বলল, 'দেখলেন ত মিঃ র‍্যাভনর, শেষকালে আমার কথাই কি সত্যি হল। মানুষের মুখ কখনও চাপা দিয়ে রাখা যায় না, একদিন না একদিন যেকোন গোপন ব্যাপার ঠিক জানাজানি হয়ে যায়।'

'তাই, দেখছি!' সায় দিয়ে মিঃ র‍্যাভনর বললেন, 'আচ্ছা, আপনার নিজের কি ধারণা? ফ্রেডার মামার বেকসুর খালাস পাবার কোনও সম্ভাবনা আছে?'

'দেখুন, এত বিরোধিতা সত্ত্বেও ডঃ পেনগেলি এতটুকু ভেঙ্গে পড়েননি। আগের মতই তিনি নিজেকে নির্দোষ বলছেন। কে জানে, হয়ত ওঁর নিজের কাছেও এমন কোনও তুরুপের তাস আছে যা প্রমাণ করবে উনি সত্যিই নির্দোষ। আসুন না, আমাদের সঙ্গে একটু গলা ভিজিয়ে নেবেন।'

আদালতের কাছেই একটি হোটেলে আমরা উঠেছি, র‍্যাভনর কোনও আপত্তি না করে আমাদের সঙ্গে এল। নিজের আর আমার জন্য হুইস্কি

আর সোডা আনল। পয়ারো র‍্যাভনরের জন্য শুধু এককাপ দুধ মেশানো চকোলেট। কেন কে জানে, এটুকু দেখেই এক আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল জ্যাকব র‍্যাভনদের চোখেমুখে।

'ভাবনার কিছু নেই', পয়ারো হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'এই ধরণের অনেক মামলা আমি আগেও দেখেছি আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ফ্রেডার মামা ডঃ পেনগিলিকে বাঁচানোর একটি পথই এখন খোলা আছে।'

'সেটা কি?'

'এই যে', বলে একটি সাদা কাগজ পকেট থেকে বের করে পয়ারো র‍্যাভনরের সামনে রেখে বলল, 'এতে একটা স্বীকারোক্তি লেখা আছে তার নীচে আপনি শুধু একটা সই করে দেবেন, তাহলেই ডঃ পেনগিলি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন।'

'কিসের স্বীকারোক্তি?' জ্যাকব র‍্যাভনর জানতে চাইল, 'কি লেখা আছে এতে?'

'লেখা আছে যে আপনিই মিসেস পেনগিলিকে খুন করেছেন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল র‍্যাভনর, তারপর গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল, হাসি থামলে বলল, 'মসিয়ে পয়ারো, আপনি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন!'

'না বন্ধু, আপনি বুঝতে ভুল করেছেন', পয়ারো বলল, 'আমি মোটেই পাগল হইনি। আপনার বিরুদ্ধে যে মোটিভ গড়ে তোলা যায় তা আগে মন দিয়ে শুনুন। আপনি স্বাধীন ব্যবসা শুরু করবেন বলে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু ব্যবসা শুরু করার মত টাকা আপনার হাতে ছিল না। ডঃ পেনগিলির আর্থিক অবস্থা খুব ভাল সে খবর পেয়ে গেলেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে আলাপও হয়ে গেল আপনার। ঘটনাচক্রে তাঁর ভাগ্নীর আপনাকে খুব ভালো লেগে গেল। আপনারও খুব পছন্দ হলো তাঁকে, আপনি ফ্রেডাকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিলেন। মুসকিল হল ফ্রেডা তার মামার কাছ থেকে হাতখরচ বাবদ যে টাকা পেত তা এত অল্প যে তার ওপর ভরসা করে সংসার পাতা যায় না। আপনার নিজের ব্যবসাও এখনও পর্যন্ত দাঁড়ায়নি আর এইসব কারণেই একটা অপরাধের ষড়যন্ত্র দেখা

দিল আপনার মাথায়। আপনি ভেবে দেখলেন ডঃ পেনগেলি আর তাঁর স্ত্রী দুজনকেই খতম করতে পারলে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সব বিষয় আমাদের মালিক হবে ফ্রেডা একা। তখনই আপনি সুপরিকল্পিতভাবে হঠাৎ মিসেস পেনগিলির সঙ্গে এমন প্রেম ভালবাসার অভিনয় শুরু করলেন যার ফলে তিনি আপনার একান্ত অনুগত হয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন আপনি। আপনি খুব কৌশলে মিসেস পেনগেলির মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করলেন যে তাঁর স্বামী তাঁব খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করতে চাইতেন। আপনি ফ্রেডার সঙ্গে মেলামেশা করার সূত্রে প্রায়ই ওদের বাড়িতে যেতেন, সুযোগ পেলেই আপনি মিসেস পেনগিলির খাবারে তীব্র আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে দিতেন। কিন্তু ডঃ পেনগেলি বাইরে গেলে আপনি একাজটি করতেন না। মিসেস পেনগিলির মনে মারাত্মক সন্দেহ দেখা দিল তাঁর স্বামীর সম্পর্কে। ফ্রেডার সঙ্গে এবিষয়ে তিনি আলোচনাও করলেন, হয়ত স্থানীয় অন্যান্য মহিলাদের বাড়িব সঙ্গেও আলোচনা করেছেন তিনি। আপনার নিজের শুধু একটাই মুশকিল ছিল—একদিকে ফ্রেডা, অন্যদিকে তার মামীমা, একইসঙ্গে দুজন নারীর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা চালিয়ে যাওয়া, কিন্তু আপনি অত্যন্ত চতুর তাই এমনভাবে মিসেস পেনগিলির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতেন যাতে ফ্রেডার মনে এমন সন্দেহ না জাগে যে আপনি ভালবাসার নামে তাকে ঠকাচ্ছেন। আসলে আপনি কাত করতে চান তাব মামীমাকে। ফ্রেডাকে এমনভাবে আপনি হাত কবলেন যার ফলে সে একবারের জন্যও তার মামীমাকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবল না।

তবু মিসেস পেনগিলির মনে কোথাও খটকা লেগেছিল আর তখনই তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা চলে এলেন আমার কাছে। স্বামী তাঁকে খুন করার উদ্দেশ্যে খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে তিনি স্বামী সংসার সব ছেড়ে আপনার হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এতে আপনার সামনে দেখা দিল সমস্যা। কারণ সত্যিই ত আপনি তাঁকে ভালবাসেননি, তাছাড়া কোনও

অসতর্ক মুহূর্তে মিসেস পেনগিলি হয়ত মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন যে তিনি আমার শরণ নিয়েছেন। আপনি ভেবে দেখলেন আর দেরী করা ঠিক হবে না, তাই একদিন ডঃ পেনগেলি তাঁর স্ত্রীর খাবার নিজহাতে তৈরী করার পরে আপনি তাতে আর্সেনিকের সেই পরিমাণটুকু মিশিয়ে দিলেন যা পেটে যাবার ফলে মিসেস পেনগেলি সেদিনই মারা গেলেন। কিন্তু আমি কতবড় গোয়েন্দা তা আপনার তখনও জানা হয়নি। এবার বলুন, মিঃ র‍্যাভনর, এতক্ষণ যা বললাম মিসেস পেনগিলিকে আর্সেনিক খাইয়ে খুন করার পেছনে আপনার মোটিভ হিসেবে কাজ করেছে কিনা?'

জ্যাকব র‍্যাভনর জবাব দেবে কি, তার মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে! বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে, দুচোখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আতঙ্কের ছাপ। কিন্তু ধরা পড়েও হার মানতে রাজী নয় সে, তাই বলে উঠল,

'এসব আপনার মনগড়া গপ্পো। সত্যি হলেও আপনি আমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'তাই নাকি? তাহলে আমাকে চিনতে আপনার এখনও কিছু বাকি আছে মিঃ র‍্যাভনর', পয়ারো হঠাৎ গলা ছড়িয়ে বলল, "আমার নাম এরকুল পয়ারো, চেয়ার থেকে উঠে সামনের জানালার দিকে যান, বাইরের দিকে একবার তাকান দেখবেন ওপাশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দুজন লোক তাকিয়ে আছে এদিকে। ওরা যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা, ওরা যে আপনার ওপর নজর রাখতেই এসেছে আমার কাছে, নতুন করে বলে দেবার দরকার নেই। এখান থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ওরা গ্রেপ্তার করবে আপনাকে। তার চাইতে এখনও সময় আছে, এই কাগজটায় সই করে যতদূরে পারেন পালিয়ে যান, কথা দিচ্ছি চব্বিশ ঘণ্টা সময় আপনাকে দেব, তারপরে এই সইকরা কাগজটা আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

র‍্যাভনর চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল সামনের জানালার কাছে বাইরের দিকে একবার তাকাল সে তারপর ফিরে এসে আবার সে চেয়ারে বসে পড়ল।

'কি স্থির করলেন ?' পয়ারো ভয় দেখানোর স্বরে বলে উঠল, আমার কথামত এই কাগজে সই করবেন ?'

র‍্যাভনর আর দেরী না করে সেই কাগজে সই করে দিল, পয়ারো বহুকষ্টে নিজের হাসি চেপে বলল, 'বাঃ, এই ত লক্ষ্মী ছেলে। যান মশাই, বেঁচে গেলেন এবারের মত, আর কেউ আপনাকে ছুঁতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনি যে এই স্বীকারোক্তি কাজে লাগিয়ে আমার ক্ষতি করবেন না তার গ্যারান্টি কি ?' জ্যাকব র‍্যাভনর আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল পয়ারোর দিকে।

'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ?' পয়ারো বলে চলল, 'আমার নাম এরকুল পয়ারো সেকথা আগেই ত বললাম, আচ্ছা এক কাজ করোত হেস্টিংস জানলার সামনে গিয়ে বাইরে হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলো, তাহলেই হবে।'

একটা জঘন্য খুনীকে হাতের মুঠোর ভেতর পেয়ে পয়ারো কেমন নাচাচ্ছে তাকে তা দেখে আমিও চমৎকৃত না হয়ে পারলাম না। জ্যাকব র‍্যাভনরের করুণ অবস্থা দেখে বেদম হাসিতে আমার নিজেরও পেট ফেটে যাচ্ছে তবু পরিস্থিতি সামাল দিতে আমি জানালার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাত নাড়লাম যেন সত্যিই কাউকে চলে যাবার জন্য সঙ্কেত করছি। সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাতেই দেখলাম র‍্যাভনর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এগিয়ে যাচ্ছে সদর দরজার দিকে। সে বাইরে বেরোতেই আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল পয়ারো। হাসি থামতে নিজের মনেই বলে উঠল, হতভাগা যে এমন কাপুরুষ তা আগে জানতাম না, ফ্রেডার কপালে অনেক দুঃখ আছে হেস্টিংস একথা জেনে রেখো। বেচারী প্রেম করার আর লোক খুঁজে পেল না—'

'তা না হয় হল,' রেগেমেগে বললাম, 'কিন্তু তুমি এটা কি করলে বলো ত ? তুমি নিজে এতদিন ভাবাবেগ, অনুভূতি এসব সূক্ষ্মবোধের বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছো, আর আজ সেই তুমিই স্রেফ ভাবাবেগের ফলে জ্যাকব র‍্যাভনরের মত এক জঘন্য খুনীকে একটা আজেবাজে কাগজে সই করিয়ে ছেড়ে দিলে ?'

'ভুল করলে বন্ধু', পয়ারোর গলায় তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস ফুটে

বেরোল, 'ভাবাবেগের ব্যাপার নয়। তুমি বুঝতে পারছোনা যে ওর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন প্রমাণ পুলিশ, বা আর কেউ যোগাড় করতে পারেনি, তাই এইভাবে আমি সেই প্রমাণ যোগাড় করে নিলাম। ওকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে এই এলেবেলে স্বীকারোক্তিতে সই করিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। বাইরে যে দুটো লোক দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে তাদের একজনকেও যে আমি চিনিনা সেকথা কি তোমাকে নতুন করে বলতে হবে? তবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও বসে থাকবে না। ওদের হাতে র‍্যাভনর হতভাগা ঠিকই ধরা পড়বে, আর তা হয়ত চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই ঘটবে। মাঝখান থেকে ডঃ পেনগিলিকে কিছু দুর্ভোগ পোয়াতে হল। ঠিকমতই হয়েছে, আমি বলব, কারণ উনি নিজের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে নিজের যুবতী সেক্রেটারীকে ভাল বাসতেন।'

দ্য ভেইল্ড লেডী

'ওরা আমায় ভয় পায়, বুঝলে হেস্টিংস, গোটা ইংল্যাণ্ডে তাবড় তাবড় যত ক্রিমিন্যাল আছে তারা সবাই আমাকে যমের মত ভয় পায়। বেড়াল যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ ইঁদুর পনীরের বাটির ধারে কাছে আসবার সাহস পায় না।'

'ওকথা ভেবে তুমি মনে মনে খুব খুশি হয়ত হও।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি বলব যে অধিকাংশ ক্রিমিন্যাল ভয় পাওয়া দূরে থাক এখনও পর্যন্ত তোমার নাম শোনেনি।'

আমার মন্তব্য শুনে পয়ারো খুব খুশি হল না, বড়রা যেভাবে রাগরাগ চোখে বাচ্চাদের দিকে তাকায়, ঠিক সেইভাবে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কিছুদিন হল লক্ষ্য করছি আমার গোয়েন্দা বন্ধু এরকুল পয়ারো কেমন যেন হতাশ আর অধৈর্য্য হয়ে উঠছে সবকিছুর ওপর। এর কারণ একটাই, ভালভাবে মাথা খাটিয়ে সমাধান করার মত কোনও কেস বহুদিন হল পয়ারোর হাতে আসছেনা। 'এই যে সেদিন বণ্ড স্ট্রীটে দিনের বেলায় জুয়েলারীর দোকানে ডাকাতি হয়ে গেল, তার কি হল,' আমি প্রশ্ন করলাম, "এ কেস সম্পর্কে তোমার নিজের অভিমত কি?"

'কোন কেস বলোত,' পয়ারো একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ওহো মনে পড়েছে। হাতের লাঠির এক ঘায়ে জনৈক পথচারী একটি জুয়েলারীর দোকানের শোকেসের কাঁচ ভাঙ্গল, তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মনিরত্ন সামনে যা রাখা ছিল সব তুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরল। আশেপাশে যারা ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বামাল সমেত গ্রেপ্তার করল, তারাই তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারল শোকেসের ভেতর থেকে যেসব মণিরত্ন লোকটি তুলে নিয়েছে, সে সবই নকল, আসলগুলো লোকটি আগেই পাচার করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে লোকটির জেল হয়ত হবে

ঠিকই, কিন্তু জেল থেকে খালাস পেয়ে সে প্রচুর টাকার মালিক হবে। এটা ঠিক আমার মনঃপুত নয়, হেস্টিংস। আসলে আমি লোকটা বড্ড নীতিবাগীশ, সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে মুশকিল। এমন একটা কেস হাতে এলে বেশ মুখ বদলানো যেত যেখানে আমার আইনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বলো হাতে তেমন কোনও কেস আছে?'

'মন খারাপ করার কিছু নেই, পয়ারো,' আমি খবরের কাগজটা মেঝে থেকে তুলে নিলাম একটা খবরে চোখ বুলিয়ে বললাম, 'আছে একটা খবর— হল্যাণ্ডে জনৈক ইংরেজকে রহস্যজনকভাবে খুন করা হয়েছে।'

'গোড়ায় সবাই ওসব লেখে বটে।' পয়ারো একটা বিরক্তিসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলল, 'আবার পরে এরাই লেখে যে লোকটির মৃত্যু সম্পুর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে।' বলতে বলতে পয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, খোলা জানালার সামনে এসে বাইরের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'দাঁড়াও, নাটকে নভেলে মুখে ঘোমটা বা ওড়না পরা যেসব রহস্যময়ী নারীচরিত্রের উল্লেখ থাকে ঠিক সেরকম ওড়নায় মুখ ঢাকা এক মহিলা বাড়িতে ঢুকছেন, নিশ্চয়ই উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মনে হচ্ছে এবার সত্যিক একটা ইন্টারেস্টিং কেস হাতে এল।'

একটু পরেই লেসের ওড়নায় মুখ ঢাকা জনৈক মহিলা খোলা দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরের ভেতরে, ওড়না খুলে ফেলতে দেখলাম তিনি এখনও যুবতী, এক কথায় তাঁকে অসাধারণ রূপসী বলা যায়। নাক আর চোখের গড়ন দেখে বুঝলাম তিনি ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে।

'বলুন মাদাম,' পয়ারো বলল, 'আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'ম'সিয়ে পয়ারো,' যুবতী মিহি সুরেলা গলায় বললেন, 'খুব বিপদে পড়ে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি আমায় সত্যিই বাঁচাতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবু আপনার সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা আগে শুনেছি বলেই এসেছি শেষ আশায়। আপনি আমাকে বাঁচালে বুঝব সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছেন।'

"অসাধ্য, অসম্ভব এইসব শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে লড়াই করে

তাদের হারিয়ে দিতে আমি খুব ভালবাসি, পয়ারো বলল, 'আপনি কোনও সংকোচ না করে আপনার যা বলার তা বলে যান।

'মসিয়ে পয়ারো,' যুবতী বললেন, 'আশাকরি আপনি লেডি মিলিসেন্ট ক্যাসল ভগানের নাম শুনেছেন?"

মহিলার ঐ কথা শুনে আমি সত্যিই কৌতূহলী হলাম। কারণ অল্প কয়েকদিন আগেই কাগজে লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে ডিউকঅফ সাউথশায়ারের এনগেজমেণ্টের খবর পড়েছি। যতদূর জানি, লেডি মিলিসেন্ট এমন একজন আইরিশ জমিদারের মেয়ে যিনি ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ ধন সম্পত্তি সবকিছু খুইয়ে নিঃস্ব, অন্যদিক ডিউক অফ সাউথশায়ার হলেন বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের জমিদার ও ধনী সমাজে অত্যন্ত সুপাত্র।

'আমিই সেই লেডি মিলিসেন্ট, ম'সিয়ে পয়ারো,' 'যুবতী বললেন, 'আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি। খুব লজ্জা আর সংকোচের সঙ্গেই জানাচ্ছি, আমার বয়স যখন মাত্র ষোল সেইসময় ল্যাভিংটন নামে এক জঘন্য লোককে ভুল করে কিছু না বুঝে একটা চিঠি লিখেছিলাম।'

'চিঠিটা কাকে লিখেছিলেন,' পয়ারো প্রশ্ন করল 'ঐ ল্যাভিংটনকে?'

'না, ম'সিয়ে পয়ারো,' যুবতী বললেন, 'চিঠিটা লিখেছিলাম সেনাবাহিনীর এক অল্পবয়সী অফিসারকে, তিনি যুদ্ধে মারা যান।'

'বুঝতে পেরেছি, আপনি না থেমে বলে যান,' পয়ারো বলল।

'ষোল বছরের এক কিশোরীর লেখা ঐ চিঠি যে নিছক অবিবেচনা প্রসূত ছিল, আশাকরি তা বুঝতে পারছেন, ম'সিয়ে পয়ারো কিন্তু ঐ চিঠিতে কয়েকটি জায়গায় এমন কয়েকটি শব্দ আমি ব্যবহার করেছিলাম যার অর্থ অন্যরকম দাঁড়াতে পারে।'

'তাহলে আপনার লেখা সেই চিঠিটা এখন মিঃ ল্যাভিংটনের হাতে এসেছে, এই ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' যুবতী বললেন, 'সে এই বলে আমায় হুমকি দিয়েছে যে মোটা টাকা না দিলে ঐ চিঠি সে ডিউক অফ সাউথশায়ারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা সে দাবী করেছে তা দেয়া আমার পক্ষে এখন

কোনমতেই সম্ভব নয়।'

'শুয়োরের বাচ্চা!' গালিটা দিয়েই আমি সংযত হলাম, বললাম, মাপ করবেন, লেডি মিলিসেণ্ট, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম!'

'সেটা খুবই স্বাভাবিক, হেস্টিংস বলেই', পয়ারো আবার তাকাল যুবতীর দিকে, বলল, 'তা এই ব্যাপারটা আপনার ভাবী স্বামীকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখলে কি ভাল হত না?'

'না, মঁসিয়ে পয়ারো', লেডি মিলিসেণ্ট বললেন. 'অত সাহস আমার নেই কারণ যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে তিনি এক অদ্ভুত মানুষ। আধুনিক যুগে জন্মেও তিনি আগেকার দিনের লোকেদের মতই ঈর্ষাকাতর, সন্দেহ প্রবণ ও কানপাতলা। আমার কথা শোনার পরে তিনি যদি এ বিয়ে ভেঙ্গে দেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ঘটবেনা।'

'তাহলে ত সত্যিই মুশকিলের ব্যাপার দেখছি,' পয়ারো বলল,' যাক, আপনি আমার কাছ থেকে কি ধরণের সাহায্য চান বলুন।'

'আমি ভেবেছিলাম মিঃল্যাভিংটনকে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলব, আপনি হয়ত কথা বলে ওর দাবীর পরিমাণ কিছুটা কমাতে পারবেন।'

'ও কত দাবী করেছে?'

'কুড়ি হাজার পাউণ্ড—এ অসম্ভব দাবী: এক হাজার পাউণ্ড দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।'

'আপনি এক কাজ করতে পারেন, বিয়ের কারণ দেখিয়ে টাকাটা আপনি কোনও জায়গা থেকে ধার নিতে পারেন—কিন্তু তাতেও ঐ দাবীর অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা আপনি পাবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আমার মনে। তার চাইতে হ্যাঁ, মাদাম, আপনি ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন। যে চিঠির ভিত্তিতে ও আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে সেটাও সঙ্গে আনবে কি।'

'মনে হয় না', ঘাড় নেড়ে লেডি মিলিসেণ্ট বললেন, 'ও ভয়ানক হুঁশিয়ার।

'চিঠিটা সত্যিই ওর কাছে আছে কি?' 'আছে, মঁসিয়ে পয়ারো আমি

যেদিন ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম সেদিন ও নিজে সেটা বের করে ঐ সময় দেখিয়েছিল।'

'সে কি! আপনি ওর বাড়িতেও গিয়েছিলেন, না, মাদাম, এমন হঠকারিতা করা আপনার উচিত হয়নি।'

'কি করব বলুন, আমি তখন বাঁচবার জন্য এমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম যে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ভেবেছিলাম আমি নিজে গিয়ে দেখা করলে ও হয়ত নরম হবে।'

'ভুল করেছেন, মাদাম, এইসব জানোয়ারদের ঐভাবে কখনও নরম করা যায় না। আপনি নিজে ওর কাছে যাবার ফলে ও এটাই বুঝতে পারল যে চিঠিটা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার পক্ষে সত্যিই এক গুরুত্বপূর্ণও অপরিহার্য। তা এ লোকটা থাকে কোথায়?'

'উইম্বলডনে, বুয়োনা ভিস্টয়া, ম'সিয়ে পয়ারো, আমি সন্ধের পরে সেখানে গিয়েছিলাম, পুলিশের কাছে যাবএমন ভয়ও দেখিয়েছিলাম, শুনে লোকটা হেসেছিল, হাসতে হাসতে বলেছিল, ইচ্ছে হলে আপনি পুলিশের কাছে যেতে পারেন, লেডি মিলিসেণ্ট দেখুন ওরা কিছু করতে পারে কিনা।'

'একদিক দিয়ে সে ঠিকই বলেছে,' পয়ারো মন্তব্য করল, 'এসব ঝামেলা মেটানো পুলিশের কাজ নয়।'

'ল্যাভিংটন আমাকে সেদিন চিঠিটা দেখিয়েছিল,' লেডি মিলিসেণ্ট বললেন, 'যেটা আমি ষোল বছর বয়সে লিখেছিলাম। আমি চিঠিটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি, ম'সিয়ে পয়ারো বলুন ত, আপনি সত্যিই আমায় সাহায্য করতে পারবেন?'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন, মাদাম,' পয়ারো বলল, 'আমি একটা উপায় ঠিকই বের করব।'

লেডি মিলিসেণ্ট আর অপেক্ষা করলেন না, তখনকার মত বিদায় নিলেন তিনি। পয়ারো যেভাবে কুর্ণিশ করার ভঙ্গিতে ঘাড় নিচু করে তাঁকে খানিকটা এগিয়ে দিল তা দেখে মনে হল সেরাজা আর্থারের নাইটদের একজন যাঁরা সুন্দরী সম্ভ্রান্ত নারীদের মর্যাদা রক্ষা করতে নিজেদের জীবন পর্যন্ত

বিসর্জন দিতে তৈরী থাকতেন। আমার কেন জানিনা, বারবার মনে হতে লাগল যে যত সহজে পয়ারো লেডি মিলিসেন্টকে আশ্বাস দিল, মিঃ ল্যাভিংটন নামে এই ব্ল্যাকমেলারকে দমন করা তার পক্ষে এত সহজ হবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে পয়ারো ফিরে এল, আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি কি ভাবছ। ঠিকই—এই মুহূর্তে লেডি মিলিসেণ্টের সমস্যার সমাধান করার কোনও পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। মিঃ ল্যাভিংটনকে কি ভাবে বোকা বানিয়ে চিঠিটা তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেব তা ভেবে পাচ্ছি না।'

সেদিন বিকেলের দিকেই এসে হাজির হল মিঃ ল্যাভিংটন। লোকটা ঘরের ভেতরে ঢোকার পর থেকেই আমার পা তুটো জুতোর ভেতর সুড়সুড় করে উঠতে লাগল থেকে থেকে—জুতোসমেত তার মুখে একটা জোর লাথি কসানোর বাসনা বহুকষ্টে দমন করতে হল আমাকে।

'ঠিক আছে,' পয়ারোর অনুরোধ শুনে লোকটা বলল, শুধু 'আমার একদর, তবু শুধু আপনার কথায়, লেডি মিলিসেণ্টের বেলায় দাবী কিছুটা কমাতে রাজী হলাম, কুড়ির বদলে উনি আঠারো হাজার পাউণ্ড দিলেই চলবে। আমায় আজ ব্যবসার কাজে প্যারিসে যেতে হচ্ছে, আমি ফিরে আসব মঙ্গলবার দিন। মঙ্গলবার সন্ধের ভেতর ঐ টাকাটা যদি উনি দেন ত ভাল। নয়ত চিঠিটা আমি সোজা পাঠিয়ে দেব ওর ভাবী বর ডিউক অফ সাউথশায়ারের কাছে। না মশাই, লেডি মিলিসেণ্টের হাতে এত টাকা নেই একথা বললে আমি মানব না।'

'ওঁর ত গাদা গাদা পুরুষ বন্ধু রয়েছে, তাঁরা চাঁদা তুলে তাঁর জন্য টাকাটা যোগাড় করতে পারেন অনায়াসে, ওঁর মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারলে ওঁরা ত উদ্ধার হয়ে যান। লেডি মিলিসেণ্টের ইজ্জৎ বাঁচলে ওঁদের লাভ বই লোকশান নেই।' কথাটা বলেই ল্যাভিংটন আর দাঁড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'হা ঈশ্বর। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কিছু ত করতেই হবে, পয়ারো মাথা খাটিয়া যাহেকে একটা উপায় বের করো বন্ধু।'

'তোমার হৃদয় খুবই উদার, মানছি হেস্টিংস,' পয়ারো এমনভাবে মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিল যে দেখে আমার মনে হল এ ব্যাপারে আর কোনও দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা তার মনে নেই।

'কিন্তু তোমার মগজের ঘিলু গেছে শুকিয়ে,' পয়ারো মুচকি হেসে বলল, মাথা না ঘামানোর যা অনিবার্য পরিণতি। আমার ক্ষমতার দৌড় কত, তা আমি ঐ পাপিষ্ঠ ল্যাভিংটনকে আগে থেকে বুঝতে দেব কেন? ও আমায় যত দুর্বল আর বোকা ভাববে আমার পক্ষে তা ততই ভাল!'

'কেন?'

'সে কি, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? লেডি মিলিসেন্ট এখানে আসার কিছুক্ষণ আগে তোমায় কি বলেছিলাম—বে আইনী কাজ করার সাধ হয়েছে বলেছিলাম তা মনে আছে?'

'তার মানে?' অবাক হয়ে বললাম,' ঐ ব্ল্যাকমেলার যখন থাকবে না সেই সময় ওর ডেরায় হানা দেবে, এই ত, ঐ ফাঁকে সেখান থেকে চিঠিটা চুরি করে আনবে?'

'হাঁ' ঃ পয়ারো হেসে বলল, 'না ঃ তোমার মাথার সব কিছু এখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি দেখছি।'

'কিন্তু ধরো ও যদি বিদেশে যাবার সময় চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে যায়, তাহলে?

'সাধারণতঃ এই ধরনের ঘটনা ঘটেনা বললেই চলে,' পয়ারো বলল. 'যাবার আগে চিঠিটা নিশ্চয়ই ও বাড়িতেই রেখে যাবে কোনও সুরক্ষিত জায়গায়।'

'তাহলে ওর ডেরায় আমরা কবে চুরি করতে যাচ্ছি?'

'আগামীকাল রাতে,' পয়ারো বলল, 'আমরা খেয়েদেয়ে ঠিক এগারোটায় রওনা হব।'

পরদিন রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে রাত এগারোটা নাগাদ পয়ারো আর আমি রওনা হলাম স্মাগলার মিঃ ল্যাভিংটনের ডেরার উদ্দেশ্যে। উইম্বলডনে বুয়োনা ভিস্তায় যখন দুজনে এসে হাজির হলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। ল্যাভিংটনের বাড়ির পেছন দিকে এমন সহজভাবে পয়ারো আমায়

নিয়ে এল যে দেখে মনে হল এখানে সে আগেও এসেছে। বাড়ির পেছন দিকের জানালার কাঁচে চোখ রেখে দেখতে পেলাম ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোনও সাড়া শব্দ ও পেলাম না। পয়ারো এক অদ্ভুত কৌশলে সেই জানালার একটা পাল্লা এমনভাবে বাইরে থেকে একটানে খুলে ফেলল যে আমি চমৎকৃত না হয়ে পারলাম না। কৌতূহল চাপতে না পেয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, জানালাটা যে বাইরে থেকে ওভাবে খোলা যায় তা তুমি আগে থেকে জানলে কি করে?'

'খুব সহজে, 'পয়ারো জবাব দিল, 'আজ সকালে আমি এখানে একবার এসেছিলাম, তখনই চোরের জানালা খোলার এই কৌশল রপ্ত করেছি।'

'কি ভাবে?'

'আমি ছদ্মবেশে এসেছিলাম তা বুঝতেই পারছো, কাজেই ঐ শয়তানের বাচ্চা ল্যাভিংটনের মনে সন্দেহ জাগেনি। আমি একটা বাজে পুলিশী আইডেন্টিটি কার্ড বের করে তাকে দেখালাম, নিজেকে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর টি জ্যাপের সহকারী হিসেবে পরিচয় দিলাম আর এও বললাম যে শহরতলী এলাকায় ব্যাপক চুরি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা কয়েকটি নতুন ধরনের ছিটকিনি চালু করার কথা ভাবছেন আর কয়েকটি বড় কোম্পানী ইতিমধ্যেই ঐ ধরনের ছিটকিনি তৈরী করতে শুরু করেছে, কিন্তু সেগুলো বাজারে চালু হবার আগে ওপরওয়ালারা বাড়ির লোকেদের এ সম্পর্কে সচেতন করতে চাইছেন আজ তাই আমি এসেছি। ল্যাভিংটনের মনে কোনও সন্দেহ হল না। সহজেই সে আমার টোপ গিলে ফেলল, আর তখনই তার বাড়ির জানালাগুলো পরীক্ষা করার ছুতোয় এখানে এলাম আর সেইফাঁকে নিজে চোখে দেখলাম সে নিজেও কিভাবে বাইরে থেকে জানালার পাল্লা খুলে ফেলে।'

'ওঃ পয়ারো, সত্যিই তোমার তুলনা হয় না বন্ধু!' এর চাইতে বেশী আর কিছু তখন বলতে পারলাম না।

'আমার প্রশংসা করার সময় অনেক পাবে, পয়ারো বলল, 'এখন দাঁড়িয়ে না থেকে এসো কাজে লেগে পড়ি। শোন, এবাড়ির ওপরতলায় চাকর

বাকরেরা থাকে, কাজেই ভেতরে এমনভাবে ঢুকবে যাতে খুব কম শব্দ হয়, ভেতরে ঢুকেও পা টিপে টিপে হাঁটবে।'

বলেই আমার চোখের সামনে এমন এক কৌশলে পয়ারো সেই বন্ধ জানালার একটি পাল্লা অনায়াস খুলে ফেলল যার বর্ণনা এখানে দিলে এদেশের চোর ডাকাতেরা তা শিখে নেবে। পয়ারোর পেছন পেছন আমিও সেই দরজাহীন খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও আমরা তেমন কোন সিন্দুক বা অন্য কোনও গোপন জায়গার হদিশ পেলাম না।

'এতদূর এসে হেরে যাব?' পয়ারো নিজের মনে বলে উঠল, তাও একটা ছিঁচকে ব্ল্যাকমেলারের কাছে? কভি নেহি! আমার নাম এরকুল পয়ারো, আমি শয়তানের যম! একটু ভাবতে দাও, হেস্টিংস শয়তানের সঙ্গে লড়তে গেলে শয়তানী বুদ্ধি খেলাতে হয়। আগে মাথায় সেটা একটু খেলিয়ে নিই।'

পাঁচ মিনিট চুপ করে কি যেন ভাবল সে নিবিষ্টভাবে, তারপরে বলে উঠল, 'পেয়েছি! রান্নাঘরে একবার চলো ত, আমার মন বলছে চিঠিটি ওখানেই লুকিয়ে রেখেছে ল্যাভিংটন!'

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, হেস্টিংস,' পয়ারো আবার বলল, 'রান্নাঘরে যাই চলো।'

'রান্নাঘরে!' আমি অবাক হলাম, 'ওখানে এ বাড়ির চাকর-বাকরদের ছাড়া আর কাকে পাবে তুমি? তাছাড়া তোমার কি খিদে পেয়েছে? এতরাতে রান্নাঘরে একপ্লেট স্যুপও তুমি পাবে কিনা সন্দেহ!'

'তোমার অনুমান ভুল, হেস্টিংস, পয়ারো জবাব দিল, 'আমার একটুও খিদে পায়নি। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে কেন জানিনা অনুভব করছি আমরা যে জিনিসের খোঁজে এসেছি তা লুকোনো আছে ঐ রান্নাঘরে। একবার গিয়েই দেখা যাক না।'

পয়ারোর সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছি, বহু জটিল রহস্যের সমাধানে আমি তাকে সাহায্য করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতখানি আত্মপ্রত্যয় আজও আমার ভেতরে গড়ে ওঠেনি। আর কথা না বাড়িয়ে পয়ারোর পেছন পেছন এসে

হাজির হলাম রান্নাঘরে। পয়ারো কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল না, যাতে জুতোর কোন রকম শব্দ না হয় এইভাবে পা টিপে টিপে সে হেঁটে পায়চারী করতে লাগল রান্নাঘরের ভেতরে, পাঁউরুটি আর সবজি রান্নার ঝুড়ি, হাঁড়িকুড়ি, ডেকচি, প্লেট, গ্লাস, বাটি এসব কিছুই খানা তল্লাসী করল সে, এমন কি ফ্রীজ, নর্দমার মুখ, খাবার জলের ফিল্টার আর গ্যাসের চিমনিও বাদ দিল না। পয়ারো শুনলে রাগ করলেও এটা সত্যি যে ঐসময় তাকে দেখে ঠিক একটা হুলো বেড়ালের মত দেখাচ্ছিল যে প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় ঐ রান্নাঘরে এসে একফাঁকে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে পেট ভরে কিছু না খেয়ে যে কিছুতেই সরবে না। কিন্তু এত খোঁজাখুঁজি করেও পয়ারো তার আকাঙ্খিত জিনিসটি কিছুতেই বের করতে পারল না। আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত চারটে, ভোরের আলো ফুটতে খুব বেশী দেরী নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল পয়ারো এসে দাঁড়িয়েছে কাঠ কয়লা রাখবার চৌবাচ্চার সামনে। আমি বাধা দেবার আগেই সে তার দুহাত ডুবিয়ে দিল সেই চৌবাচ্চার ভেতরে কাঠ-কয়লার গাদায়। বেশ কিছুক্ষণ হাতড়ে কি একটা বস্তু তুলে আনল সে, তাকিয়ে দেখি সেটা একটা ছোট কাঠের কৌটো। এ ধরনের কাঠের কৌটো সাধারণতঃ চীনে তৈরী হয়, অনেক শৌখীন নারীকেই এইজাতীয় কাঠের কৌটোর ভেতরে সুগন্ধী পাউডার বা ক্রীম রাখতে দেখেছি। এবার পয়ারো হাত বাড়িয়ে আমার পকেটর ছুরিটা নিল। তার ধারালো ফলার সাহায্যে কৌটার ঢাকনা খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি ভাঁজ করা বহু পুরোনো কাগজ। চোখ বোলাতেই দেখলাম সেই কাগজ যে কাগজে চিঠির মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করা হয়েছে! চিঠির ভাষা খুবই কাঁচা, পড়লে বোঝা যায় লেখিকার বয়স কোনমতেই ষোল সতোরার বেশী নয়। সেই চিঠির ভাষায় এমন কিছু সত্যিই আছে যা অশ্লীল না হলেও আপত্তিকর এবং ঐ চিঠি একবার যে পড়বে চিঠির লেখিকা যদি তার ভাবী পাত্রী হয় ত তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সেই পুরুষের মনে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক।

'অভিনন্দন, পয়ারো!' ভেতরের উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে বলে উঠলাম, 'গোয়েন্দা যে চোরের ওপরে বাটপাড়ি করতে পারে আজ নিজের চোখে তা

দেখলাম। এবার তাহলে চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

'নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন, পয়ারো জবাব দিল, 'আমার গা ঘিনঘিন করছে, এবার বাড়ি ফিরে গরম জলে স্নান করে ভাল করে ঘুমোবো।' লেডি মিলিসেণ্টের কৈশোরে নিজের হাতে লেখা সেই প্রেমপত্র কাঠের কৌটোয় ঢুকিয়ে আগেই আমার পকেটে রেখেছিলাম, এবার তুজনে আবার পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম সেই চোরের ডেরা থেকে, বাড়ির চাকরবাকরদের ঘুম তখনও ভাঙ্গেনি।

পরদিন তুপুর প্রায় একটা পর্যন্ত একটানা ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠে চোখমুখ ধুয়ে বসার ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলাম বন্ধুবর পয়ারো অর্থচেয়ারে গা এলিয়ে বসে, গতকাল রাতে লেডি মিলিসেণ্টের নিজের হাতে লেখা প্রেম পত্রটি মন দিয়ে পড়ছে সে। চীনে মিস্ত্রীর তৈরী কাঠের কৌটোটি আর্ম চেয়ারের হাতলে রাখা।

'মহিলা অর্থাৎ ঐ লেডি মিলিসেণ্ট ঠিকই বলেছিলেন, হেস্টিংস,' পয়ারো চিঠিটা পড়তে পড়তে বলল, 'এ চিঠি হাতে পেলে ডিউক অফ সাউথশায়ার কখনোই ওঁকে বিয়ে করতে চাইবেন না।'

'ছিঃ পয়ারো' মৃত্যু শাসনের সুরে বললাম, 'অন্যের চিঠি কখনও পড়তে নেই এই সনাতন নীতিবাক্যটি ভুলে গেলে? তাও আবার কৈশোরকালে লেখা প্রেমপত্র বলে কথা!'

'ওসব নীতিবাক্য তোমার জন্য,' পয়ারো জবাব দিল 'আমি এরকুল পয়ারো, ওসব কথা আমায় শোনাতে এসোনা।'

'আরেকটা অন্যায় তুমি গতকাল করেছো ভাই,' আমি বললাম, 'ইন্স-পেক্টর জ্যাপের পরিচয় পত্রটি ব্যবহার করাও তোমার পক্ষে উচিত হয়নি।'

'আমি ওটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে যাইনি, হেস্টিংস', পয়ারো একইরকম গলায় জবাব দিল, 'উইম্বলডনে আমার এক মক্কেলের একটি কেস তদন্ত করতে গিয়েছিলাম, সেইকাজেই ওটা ব্যবহার করেছি।'

পয়রোর যুক্তি অকাট্য, সন্দেহ নেই। এরপরে ন্যায় অন্যায় প্রসঙ্গে কিছু

বলা চলে না।

'সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনছি, চিঠিটা আগের মত কাঠের কৌটোয় রেখে পয়ারো বলে উঠল, 'ইনি নিশ্চয়ই আমাদের মক্কেল লেডি মিলিসেন্ট।'

তার অনুমান নির্ভুল, পরমুহূর্তেই ঘরেরর ভেতর এসে ঢুকলেন সেই সম্ভ্রান্ত রূপসী যুবতী লেডি মিলিসেন্ট। পয়ারো কিছু না বলে কাঠের কৌটো খুলে চিঠিটা এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। যুবতী চিঠিটি নিয়ে একবার পড়ে দেখলেন তারপর নিজের হাতব্যাগের ভেতর তা রেখে দিলেন।

'ওঃ, মঁসিয়ে পয়ারো। সত্যি বলছি আপনি এত সহজে চিঠিটা উদ্ধার করতে পারবেন তা আমি আশা করিনি। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আচ্ছা চিঠিটা কোথায় লুকোনো ছিল তা বলবেন ?'

'নিশ্চয়ই বলব,' বলে পয়ারো আমাদের গত রাতে চোরের ওপর বাটপাড়ির বিবরণ তাঁকে শোনাল।

'কি বুদ্ধি আপনার!' বলে যুবতী আড়চোখে তাকালেন যার ভেতরে তা রাখা ছিল সেই কাঠের তৈরী ছোট কৌটোটা দেখে বললেন, 'এই কৌটোটা কিন্তু আমি নিয়ে যাব, মঁসিয়ে পয়ারো এই ঘটনার স্মারক হিসেবে এটা নিজের কাছে রেখে দেব।'

'সে কি!' পয়ারোর গলায় একরাশ বিস্ময় ফুটে বেরোল, 'কথাটা ত আমিই বলব ভেবেছিলাম। এই রহস্যের স্মারক হিসেবে ওটা আমার কছে বরং থাক।'

'আপনি আমায় ওটা দিয়ে দিন। মঁসিয়ে পয়ারো,' যুবতী আবদারের সুরে বললেন, 'তার চাইতে আমার বিয়ের দিন আরও ভাল একটা স্মারক আমি নিজে আপনাকে দিয়ে যাব।'

'না, মাদাম,' পয়ারো কেমন জেদী গলায় জবাব দিল। 'আপনি বরং আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের চেকটা ফেরৎ নিয়ে যান। ধরে নেব আমি বিনা ফী-তে আপনার কেস করে দিয়েছি। কিন্তু এইটা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী না।'

'একি ছেলেমানুষী করছেন আপনি একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে?' বলেই লেডি মিলিসেন্ট কৌটোটা তুলে নেবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু তার আগেই পয়ারো ওটা তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল।

'দুঃখিত, মাদাম', পয়ারো বলল, 'আগেই ত বললাম যে এটা আমি আপনাকে মোটেই দেব না।'

'ছি', ওটা আমায় দিয়ে দিন বলছি।' লেডি মিলিসেন্ট পয়ারোকে ধমকে উঠলেন। 'নয়ত ভাল হবে না।'

'আপনার হুমকিতে আমি ভয় পাচ্ছি না মাদাম', পয়ারো একই রকম সুরে জবাব দিল. 'এটা আমার কাছেই থাকবে জেনে রাখবেন।'

'ঐ কৌটোটার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট আছে যেজন্য আপনি ওটা রেখে দিতে চাইতেন?' বলার সঙ্গে সঙ্গে লেডি মিলিসেন্টের চেহারা গেল পাল্টে, একটি রূপসী যুবতীর নিস্পাপ মুখ নিমেষের মধ্যে কিভাবে হিংস্র বাঘিনীর মত হয়ে যায় তা সেই মুহূর্তে নিজের চোখে দেখতে পেলাম।

'বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে চাইছেন মাদাম?' পয়ারো জবাব দিল। 'সেখানেই ত রহস্যের আসল চাবিকাঠি। ঢাকনা খুলে দেখেছি এটা সাধারণ কৌটো নয়, এর ভেতরে একটা বাড়তি খোপ তৈরী করেছে সেই কারিগর যে এই কৌটো তৈরী করেছে। কৌটোর ভেতরে ছিল আপনার কৈশোর-কালে লেখা চিঠিটি। আর বাড়তি খোপের ভেতরে কি ছিল তা নিজের চোখে দেখুন।' বলেই কৌটোর নীচের দিকে একটু কাৎ করল পয়ারো। সঙ্গে সঙ্গে কৌটোর তলার দিকটা গেল খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চারটে বড় বড় পাথর—চারটে ধপধপে সাদা মুক্তো।

'কয়েকদিন আগে এই চারটে মুক্তোই বণ্ড স্ট্রীটের এক গয়নার দোকানের শো-কেস থেকে চুরি হয়েছিল।' বলে পয়ারো গলা চড়িয়ে হেঁকে উঠল 'ওহে ইন্সপেক্টর, এবার বেরিয়ে এসো, মালটিকে হাতেনাতে ধরেছি দেখে যাও।'

তার কথা শেষ হতেই শোবার ঘরের ভেতর থেকে আবির্ভূত হলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জ্যাপ, কোনও ভূমিকা না করে

লেডি মিলিসেন্টের ডান হাতটা খপ করে চেপে ধরলেন তিনি শক্ত মুঠোয়।

'এই ভদ্রমহিলাকে তুমি আগেও কয়েকবার পাকড়াও করেছো, তাই না জাপ?' লেডি মিলিসেন্টকে ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইল পয়ারো।

'নিশ্চয়ই,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ জবাব দিলেন, 'হারামজাদীকে বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, ঈশ্বরের কৃপায় এবার পেয়ে গেলাম!'

'হতভাগা কি বেঁটে বাঁটকুল?' পয়ারোর দিকে আগুন ঝরা চোখে তাকিয়ে লেডি মিলিসেন্ট বলে উঠলেন, 'জেলের ভেতর ত পুরো জীবন কাটাব না, একবার বেরিয়ে আসি, তারপর তোর দফা রফা করব দেখবি। তোর ঐ হুলো বেড়ালের মত সবকটা গোঁফ নিজের হাতে উপড়ে নেব আমি?'

'আস্তে, বাছা গার্টি,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর যুবতী আসামীকে বললেন, 'আগে জেলে যাও, তারপরে সেখানে বসে বদলা নেবার যত পারো মতলব এঁটো। ওহো, বলতে ভুলে গেছি তোমার পুরোনো দোস্তকেও আমরা পাকড়েছি, যার নতুন নামকরণ করেছিলে তুমি ল্যাভিংটন। কিন্তু আমরা ত জানি ওর আসল নাম ছিল ক্রোকার ওরফে রীড। কিন্তু কয়েকদিন আগে হল্যাণ্ডে যারা ওকে ছোরা মেরে খুন করল তারা কোন দলের লোক তা এখনও আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ধরেই নিয়েছিলে যে গয়নার দোকান থেকে চুরি করা মুক্তোগুলো ল্যাভিংটন তার নিজের কাছেই রেখেছে। কিন্তু সোনামণি ওটা ছিল তোমার নিজের এক দারুন ভুল। মুক্তোগুলোকে সে বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল। দুটো ছোঁড়াকে দিয়ে তুমি অনেক খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু হদিস না পেয়ে শেষকালে আমার এই গোয়েন্দা বন্ধুর কাছে এসে কেঁদে পড়লে। আর আমার বন্ধুও তোমার কেসটা শুনে ভুলে গেলেন, শেষকালে উনিই মুক্তোগুলো উদ্ধার করলেন।'

'গল্পো শুনিয়ে এতবড় গোয়েন্দা পয়ারোকে কেমন বোকা বানালুম, দেখলে ত ইন্সপেক্টর সাহেব! আচ্ছা, ম'সিয়ে, চলি তহেলে, টা-টা,' বলে

পয়ারোকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়াল সেই যুবতী।

'ভুল করলে বাছা! পয়ারো যুবতীর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল। 'আমায় বোকা বানানোর সাধ্য তোমার নেই। আমি বিদেশী ঠিকই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ত কমদিন কাটালাম না। এখানকার নারীদের ধরণধারণ কিছুই আমার অজানা নেই। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলা কখনোই বেখাপ্পা নোংরা ছেঁড়া জুতো পরে বাইরে যাবেন না। তার পোষাক ময়লা বা ছেঁড়া হলেও পায়ের জুতো জোড়া থাকবে ফ্যাশন দুরস্ত যা তোমার ছিল না। গোড়া থেকেই দেখছি তোমার পায়ের জুতোজোড়া সস্তা আর ময়লা তখন থেকেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। লেডি মিলিসেণ্টের চেহারার সঙ্গে তোমার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে, সেটা কাজে লাগিয়েই তুমি চেয়েছিলে আমায় বোকা বানিয়ে নিজের মতলব হাসিল করতে, কিন্তু বেশী চালাকি করতে গিয়ে পায়ের জুতোজোড়া নিয়ে তুমি আদৌ মাথা ঘামালে না। তাছাড়া ত অল্প বয়সে লেখা প্রেমপত্রের বুদ্ধিটা যে তোমার দোস্ত ঐ ল্যাভিংটনের মাথা থেকে বেরিয়েছিল সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত. কিন্তু এখন সে নিজেও ত সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। যাক, ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস. গতকাল তুমি বলছিলে না যে এই লণ্ডনের অপরাধীরা কেউ আমার নাম শোনেনি। তাই ওরা আমায় আদৌ ভয় পায় না। এই ঘটনার পর আশা করব ঐ জাতীয় মন্তব্য তুমি ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সম্পর্কে করবেন না। আমার ত মনে হচ্ছে এমন দিনও আসতে পারে যখন কোনও অপরাধ সফল করতে না পেরে ওরা আদৌ আমার কাছে ফি দিয়ে আমায় বলবে যাতে কাজটা তাদের হয়ে আমি করে দিই।'

ডাবল সিন

প্রচণ্ড কাজের চাপে আমার বন্ধু এরকুল পয়ারো মাঝখানে কয়েকদিন ভয়ানক ব্যস্ত ছিল, কাজের চাপ কিছুটা হালকা হবার পরে একদিন বিকেলে সে নিজেই এসে হাজির হল আমার কাছে।

'আচ্ছা হেষ্টিংস, আমার বন্ধু জোসেফ অ্যারণসের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে,' পয়ারো একটা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সেই যে যার থিয়েটারের এজেন্টের কারবার আছে?'

পয়ারোর এই প্রশ্নে আমি পড়লাম মুসকিলে। কারণ, রাস্তার ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে অভিজাত সমাজের ডিউক, এদের মধ্যে পয়ারোর কত বন্ধু যে ছড়িয়ে আছে তার লেখাজোখা নেই। তবু এমনভাবে ঘাড় নাড়লাম যাতে সে এতেই ধরে নেয় যে তার এই বন্ধুটিকে আমি ঠিকই মনে রেখেছি।

'এ সেই জোসেফ অ্যারণসেরই চিঠি', হাতে ধরা খামটা দেখিয়ে পয়ারো বলল, 'লিখেছে ও চার্লক বে তে এসে উঠেছে। জোসেফ একটা ঝামেলায় পড়েছে তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, আমায় ওর কাছে যাবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছে। জোসেফ অকৃতজ্ঞ নয়, তাছাড়া অতীতে তার কাছ থেকে নানারকম সহযোগিতাও পেয়েছি, তাই আমি ওর কাছে যাব বলে স্থির করেছি। বলো ক্যাপ্টেন, আমার সঙ্গে জোসেফের কাছে যাবেতো?'

'নিশ্চয়ই,' ঘাড় নেড়ে বললাম, চার্লক বেতে আগে কখনও আমার যাওয়া হয়নি, তবে মনে হচ্ছে জায়গাটা সবদিক থেকেই আমাদের পছন্দসই হবে।'

"সে ত বুঝলাম," পয়ারো বলল, 'চার্লক বেতে আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে, কিন্তু ওখানে কিভাবে যাব সেই খোঁজখবরও ত নেওয়া

দরকার। ক'বার ট্রেন পাল্টাতে হবে, ট্রেন ছাড়ে ক'টায় এসব খোঁজখবর নেয়ার দায়িত্ব তাহলে তুমি নিচ্ছ ত ?'

'এ আর এমন কি কথা', আমি বললাম, 'একবার বড়জোর ছুবার ট্রেন পাল্টাতে হবে। আমরা আছি ডিভনের দক্ষিণ উপকূলে, চার্লক বেতে যেতে হলে যেতে হবে ডিভনের উত্তর উপকূলে, তার মানে কম করে পুরো একটা দিনের ধাক্কা।'

পয়ারো কোনও মন্তব্য করল না। যাই হোক, খোঁজখবর নিয়ে এটুকু জানতে পারলাম যে চার্লক বেতে যেসব ট্রেন যায় সেগুলো ভাল ও নির্ভরশীল, অর্থাৎ ভদ্রলোকেরা নির্ভয়ে ওসব ট্রেনে চাপতে পারে। এও জানতে পারলাম যে মাঝপথে এক্কেটারে শুধু একবার ট্রেন পাল্টাতে হবে। ট্রেনের খবরটুকু পয়ারোকে দেব বলে তার বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। মাঝপথে এক ভ্রমণ সংস্থার অফিসের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য এখান থেকে দ্রুতগামী গাড়ী বা বাস ভাড়া পাওয়া যায়। ভ্রমণসংস্থার বাইরের একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়তে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তাতে লেখা ঃ

আগামীকাল। চার্লস বেতে পুরো দিনটাকে সপরিবারে বেরিয়ে আসুন। ডিভন এলাকার কিছু সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যাবেন। যাত্রা শুরু সকাল সাড়ে আটটায়। ভেতরে অফিসে বিস্তারিত খোঁজখবর নিন।

অফিসের ভেতরে ঢুকে বাসে চেপে চার্লক বেতে যাবার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে যখন পয়ারোর কাছে এলাম তখন উৎসবের প্রাবল্যে আমি টগবগ করে ফুটছি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল এই যে আমার সেই অনুভূতির ছিটেফোঁটাও পয়ারো অনুভব করতে পারল না।

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, হে প্রিয় বন্ধু ও সহকারী আমার,' পয়ারো বলল, ট্রেনের বদলে বাসে চেপে অতদূরে কেন যেতে চাইছো তুমি ? বাসের টায়ার রাস্তার মাঝে ফেটে যায় যে অসুবিধা ট্রেনের বেলায় নেই। ট্রেনের জানালা দিয়ে যতটুকু খোলা হাওয়া ভেতরে আসে, সত্যি বলতে কি বাস বা গাড়ির

জানালা দিয়ে ততটা আসে না। যাকগে ওসব, এখন বলো ত দেখি চার্লক বেতে গিয়ে পৌঁছোবার পরে যথেষ্ট সময় আমরা হাতে পাব কিনা?'

পয়ারোর মুখ থেকে এই মন্তব্য শুনেই বুঝতে পারলাম যে বাসে চেপে চার্লক বেতে যাবার অনিচ্ছা আর তার ভেতরে নেই।

'ছাখো পয়ারো,' আমি বললাম, 'আমরা ডার্টমুরের পাশ দিয়ে যাব, লাঞ্চ খাব মংকথ্যাম্পটনে। চার্লক বেতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে বিকেল চারটে বেজে যাবে। তারপর ধরো, বাস নিশ্চয়ই বিকেল পাঁচটার আগে রওনা হবে না, তার মানে আমাদের এখানে ফিরে আসতে আসতে রাত দশটা ঠিকই বাজবে, তাতে মনে হচ্ছে চার্লক বেতে অন্ততঃ একটা রাত আমাদের কাটাতে হবে।'

'আমরা তাহলে ঐ একই বাসে ফিরে আসব না, কেমন?' পয়ারো বলল. 'তাহলে যাতায়াতের মোট ভাড়ার ওপরেও কিছুটা ছাড় আমাদের পাওয়া উচিত, কি বলো?'

'তোমার মতে উচিত হলেও সেটা ওরা আমাদের আদৌ দেবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে.' আমি জবাব দিলাম।

'এ ব্যাপারে তোমার নিজের চাপ দেওয়া দরকার।'

'ছাখো পয়ারো,' আমি বললাম, 'সঞ্চয়ী হওয়া ভাল, কিন্তু তাই বলে এতটা ছোট হওয়া ভাল দেখায় না। গোয়েন্দাগিরি করে তুমি যে আজকাল ভালই রোজগার করছ তা সবাই জানে, সেখানে ঐ ছাড়টুকু না পেলে কি এমন লোকসান হবে তোমার?'

'ভুল করছ ক্যাপ্টেন,' পয়ারো বলল, 'ছোট বড়র প্রশ্ন নয়। কোটিপতি হলেও আমি ঠিক ততটাই দেব যেটুকু ন্যায্য আর সঙ্গত।'

পয়ারোর একগুঁয়েমির খাতিরে আমি আবার এলাম সেই ভ্রমণসংস্থার অফিসে। কিন্তু কাজ হল না। আমার বক্তব্য শুনে বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোক ভাড়া ত কমালই না, উল্টে আমরা যাতে পরদিনই ঐ একই বাসে আবার ফিরে আসি তার ওপর চাপ দিলেন। ভাগ্য ভাল, এবার আমি একা যাইনি, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম পয়ারোকেও। আমরা যেদিন যাব সেদিন

ফিরে আসব না এই ব্যাপারটা সে যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল। কিন্তু বুকিং ক্লার্ক বললেন যে শুধু আমাদের দুজনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যদি বাসটাকে চাল´ক বেতে একদিন বসিয়ে রাখতে হয় তাহলে তার বাবদে বাড়তি ভাড়া দিতে আমরা বাধ্য।

একথার পরে আর কোনও বুদ্ধি পয়ারোর মাথায় এল না। সম্ভবতঃ যুক্তিবুদ্ধির খেলায় এই তার প্রথম পরীক্ষা হল। গাড়ি ভাড়ার টাকা আগাম পুরো মিটিয়ে দিল সে।

'তোমরা ইংরেজরা নিজেই নিজেদের ভাল ব্যবসায়ী বলে বড়াই করো হেষ্টিংস,' ভ্রমণসংস্থার অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে পয়ারো আমায় খোঁচা দিল, 'কিন্তু সত্যি বলতে কি টাকাকড়ি কিভাবে খরচ করতে হয় সেই জ্ঞানই তোমাদের নেই।'

'কেন?' পয়ারোর এই আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম 'হঠাৎ এই গালি দিচ্ছ কেন?'

'দিচ্ছি তার কারণ এতদিন আমার কাজে সহযোগিতা করেও অনেক কিছু তোমার নজর এড়িয়ে যায়। বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন একটা কমবয়সী ছোঁড়াকে তোমার চোখে পড়েছিল কি?'

চোখে না পড়লেও নিজের জেদ বজায় রাখতে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এমনকি বৈশিষ্ট্য ছিল যা এখনও মনে রেখে দিয়েছো!'

'আমার কথা শেষ হলেই বুঝবে কোন বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বলতে চাইছি।' পয়ারো বলল, 'ছোঁড়া এখান থেকে চাল´ক বেতে যাবার পুরো ভাড়া দিল কিন্তু বলল যে সে মংকহ্যাম্পটনে নেমে যাবে অর্থাৎ পুরো ভাড়া দিয়ে মাঝপথে নামবে সে। বুকিং ক্লার্কের ত পোয়াবারো, এমনিভাবেই যাত্রী যত আসবে, ততই ওদের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠবে দিনে দিনে। তাই ঐ কথাটা বললাম যে টাকাকড়ি কিভাবে খরচ করতে হয় তা তোমরা ইংরেজরা আদৌ জানো না।'

'না ভাই পয়ারো,' এবার বাধ্য হয়েই হার স্বীকার করলাম, 'এ ব্যাপারটা

আমার চোখে পড়েনি, আসলে আমি তখন……'

'কি করে চোখে পড়বে বলো!'

পয়ারো মুচকি হাসল, 'আসলে সেইসময় তুমি একজন অল্পবয়সী সুন্দরী যুবতীর দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলে যিনি আমাদের ঠিক পাশের সিটটাই ভাড়া নিয়েছেন। না, না, ওতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। হেস্টিংস, বুড়ো বয়সে সব মানুষেরই পেটের আর চোখের খিদে দারুণ বেড়ে যায়। তার ওপর তুমি আবার মিলিটারী থেকে রিটায়ার করেছো। তোমার বেলায় এত খুবই স্বাভাবিক। আমি এও জানি যে বাস চালক বেতে গিয়ে না পৌঁছোনো অবধি তুমি পুরোটা পথ ঐ রূপসীর দিকে ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবে, আর জানি বলেই তেরো আর চৌদ্দ নম্বর সিট দুটো গোড়ায় নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ব্যাগড়া দিচ্ছি, আন্দাজ করে তুমিই এগিয়ে এসে তিন আর চার নম্বর সিট দুটো বেছে নিলে।

পয়ারো মুখে যাই বলুন না কেন, ধরা পড়ে গিয়ে আমি সত্যিই খুব লজ্জা পেলাম।

'পয়ারো, তুমি চুপ করবে?' আমি ধমকে উঠলাম।

'আহা, একধামা লালচে থোকা থোকা চুল।' পয়ারো ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'এটা আমার কাছে একটা বড় রহস্য, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, লালচে বাদামী-রংয়ের চুলের মেয়েরা যে কেন তোমায় এত টানে তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি! যৌবনের দিনগুলো কেন যে এত শীগগির ফুরিয়ে যায়।'

'তুমি যাই ভাবো না কেন', আমি বললাম, 'তোমার ঐ কমবয়সী ছোঁড়ার চাইতে এই সুন্দরীর রূপ সত্যিই সবার নজর কেড়ে নেয়।'

'সেটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন ক্যাপ্টেন,' পয়ারো বলল, 'তবে ঐ কম বয়সী ছোঁড়া সম্পর্কে আমার মনে খুব কৌতূহল জেগেছিল। যা এখনও বজায় আছে।'

পয়ারোর মন্তব্যে এমন কিছু ছিল যা আমার টনক নড়িয়ে দিল পলকের মধ্যে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম তার মুখে একটু আগে যে হাসিঠাট্টা

করার আর পেছনে লাগার হালকা প্রলেপটুকু পড়েছিল তা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, এখন তার দু চোখে আবার ফিরে এসেছে আমার বহুদিনের চেনা গোয়েন্দার চাউনী এ সেই এরকুল পয়ারো।

'কি ব্যাপার বলো ত?' আমি জানতে চাইলাম, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'আহা, ক্যাপ্টেন, এখনই এত উত্তেজিত হয়ো না।' পয়ারো জবাব দিল, আসলে হয়েছে কি জানো? ঐ ছোঁড়া তার ঠোঁটের ওপরে একজোড়া গোঁফ গজানোর জন্য খুব চেষ্টা করছে তা আমার চোখ এড়ায়নি, কিন্তু ওর সেই চেষ্টা সফল হয়নি তাও লক্ষ্য করেছি। গোঁফ যাদের নেই তাদের গোঁফ গজানোর চেষ্টাকে শিল্পী বলা যায়, আর যারা এই শিল্পচর্চা করে তাদের সবার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে।'

পয়ারোকে নিয়ে এই হল মুশকিল। কখন কোন মন্তব্য সে গুরুত্বপূর্ণ-ভাবে করছে আবার কখন হালকাচালে কথা বলছে তা এতদিনেও আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। বেগতিক দেখে আমি একসঙ্গে আর কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে রইলাম।

আমার সৌভাগ্য, বাকি পথটুকু আর বাড়ি ফেরার পরেও পয়ারো এ সম্পর্কে আর কোনও মন্তব্য বা বক্রোক্তি করলাম না।

পরদিন সকালবেলা চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখলাম রোদ ঝকঝক করছে, আকাশ পরিষ্কার নীল, কোথাও ছিটেফোঁটা মেঘের চিহ্ন নেই। কিন্তু পয়ারো ভয়ানক হুঁশিয়ার। আকাশের ভাব গতিকে তার আদৌ বিশ্বাস নেই, তাই গরম স্যুটের ওপর মোটা পশমী ম্যাকিন্টস চাপাল সেও তার ওপর একখানা পেল্লাই ওভারকোট, দুটো পুরু মাফলার দিয়ে কান, মাথা গলা ঢেকে নিয়ে মাথায় চড়ালো মোটা পশমী টুপি। এখানেই শেষ নয়, এর ওপর সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জার গোটাকয়েক বড়িও দিব্যি মুখের ভেতর চালান করে দিল সে, এক শিশি ভর্তি ঐ বড়ি সঙ্গেও নিল ।

ছোট কয়েকটা সুটকেস আমরা সঙ্গে নিলাম। ভ্রমণ সংস্থার অফিসের সামনে এসে দেখলাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসটি অনেকক্ষণ আগেই এসে

হাজির হয়েছে, আমাদের তুলে নেবার জন্য সে অপেক্ষা করছে। গতকাল পয়ারো যাদের কথা বলছিল সেই কমবয়সী সুন্দরী যুবতী আর পয়ারোর তথাকথিত গোঁফশিল্পী সেই ছোঁড়াও এসে হাজির হল, তাদের দুজনেরই হাতে দুটো ছোট সুটকেস। ড্রাইভার সুটকেসগুলো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে বাসের ভেতরে এক জায়গায় রেখে দিল তারপর আমরা ভেতরে ঢুকে যে বার সিটে বসলাম।

পয়ারো ঠেলতে ঠেলতে আমায় জানালার ধারে নিয়ে গেল তারপর যে রূপসী যুবতীর প্রতি দুর্বলতা নিয়ে আমার গতকাল খোঁটা দিয়েছিল আজ নিজেই দিব্যি তার সঙ্গে আড্ডায় জমে গেল। খোলা জানালার পাশে বসে হাওয়া খেতে খেতে তাদের কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসতে লাগল আমার কানে। মেয়েটির কথার ধরণ শুনে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম যে সে এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, বয়স তার কোনমতেই আঠারো কি উনিশের বেশী নয়। মেয়েটির বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম সে যাচ্ছে তার মাসীর কাছে। মেয়েটির মাসী পেশায় ব্যবসায়ী, নানা ধরণের প্রাচীন ও দুর্লভ প্রত্নবস্তু বিক্রীর একটি দোকান তাঁর আছে এবারমাউথে। পয়ারোর সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকেই জানতে পারলাম মেয়েটির নাম মেরী ডুরাণ্ট।

মেরীর বক্তব্য থেকে এও জানতে পারলাম যে সে ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই তার মাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। মেরীর মাসীর অর্থ নৈতিক অবস্থা এক সময় খুবই ভাল ছিল কিন্তু অকালে বাবা মারা যাবার ফলে তিনি অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েন। সেই সময় নিজের পেট চালানোর কথা ভেবে বাবা যে সামান্য টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন আর নিজেদের বাড়িতে ঘর সাজানোর যেসব উপকরণ ছিল সেসব কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর ব্যবসা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম আর সততা আর ধৈর্যের অধিকারী হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হন। মেরী তার মাসীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে নিজেও ব্যবসার কাজকর্ম শিখেছে। কিন্তু এই জাতীয় ব্যবসার তুলনায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গভর্ণেসের পেশা সম্পর্কে সে অনেক বেশী আগ্রহী।

মেরীর বক্তব্য মন দিয়ে অনেকক্ষণ শুনে গেল পয়ারো তারপর, বলল, 'তুমি যে পেশা গ্রহণ করতে চলেছ তা যে সবদিক থেকে তোমাকে সাফল্য এনে দেবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে মাদমোয়াজেল, তবে এই প্রসঙ্গে তোমাকে ছোট একটু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। মনে রেখো, পরিশ্রমী ও সৎ লোকের পাশাপাশি দুনিয়ার সবখানেই প্রচুর বদ-লোক আর নিষ্কর্মা লোক আছে এমননি এই বাসের যাত্রীদের মধ্যেও তারা আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানারূপে। তাই সবসময় হুঁশিয়ার থেকো লক্ষ্মী সোনা কখনও কাউকে সন্দেহের উর্দ্ধে রেখো না। পয়ারো কি আকারে ইঙ্গিতে আমাকেই সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে বোঝাতে চাইছেন কি, প্রশ্নটা আমার মনে জাগল যেহেতু গতকাল আমিই এই সুন্দরী যুবতীর প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছিলাম। পয়ারোকে বিশ্বাস নেই, ও যখন তখন যা খুশি বলে দিতে পারে বন্ধুত্বের সম্পর্কের তোয়াক্কা না রেখে।

কিন্তু পয়ারো সেই ধারওমাড়াল না। মেরী ডুরাণ্ট মুখ বুজে তার এতক্ষণের দেয়া জ্ঞান নির্বিবাদে হজম করেছে দেখে সে আরেক ধাপ এগোল, ইশারায় নিজেকে দেখিয়ে বলল, 'কে বলতে পারে, এই আমি যে এতক্ষণ তোমায় নানাভাবে হুঁশিয়ার করলাম সেই আমি নিজেই হয়ত সুযোগ পেয়ে তোমার এমন ক্ষতিসাধন করলাম যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারোনা।'

মেরী গোড়া থেকেই হাঁ করে পয়ারোর জ্ঞান হজম করছিল। পয়ারোর এই মন্তব্যে তার মুখের হাঁ আগের চাইতে কিছুটা বড় হল, চোখদুটো আরও ড্যাবডেবে হল। কিন্তু এত জ্ঞান দেবার প্রয়োজনটাই বা কি তাও আমার মাথায় এল না। পয়ারো কি বুড়ো বয়সে নিজের নাতনীর বয়সী এই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেল নাকি, আর তাই এভাবে জ্ঞান দিয়ে সে আগে থাকতে নিজের লাইন ক্লিয়ার রাখতে চাইছে? না কি তার আসল উদ্দেশ্য হল আমায় তাতানো, এইসব প্রশ্ন আমার মনের আনাচে কানাচে একে একে উঁকি দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে চলার পরে বাস এসে থামল মংকহ্যাম্পটনে, এখানে আমাদের দুপুরের লাঞ্চও খাবার কথা। সৌভাগ্যবশতঃ বাসষ্টপের

গায়েই ছিল ভদ্রলোকের একটি রেস্তোরাঁ। সেখানে পয়ারো, আমি আর মেরী ডুরান্ট তিনজনে বসলাম মুখোমুখি। যাত্রীদের কোলাহল, আর কাঁটা চামচের ঠনঠনি আওয়াজে ডিনার হলের ভেতরটা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সরগরম হয়ে উঠল।

'যে যাই বলুক না কেন,' আমি ভুরু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললাম, 'ছুটির দিনের মেজাজটা এতক্ষণে তৈরী হয়েছে।'

'তবু ভাল, এতক্ষণে মুখ খোলার মত অবসর তোমার হল,' পয়ারো আমার উদ্দেশে বলল। মেরীর সঙ্গে আমি গল্পে মেতে উঠি এটা পয়ারো দেখতে চাইছে সেটা তার গলার আওয়াজ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কিন্তু যতই তাতাক না কেন, আমি তার ঐ ফাঁদে পা দিচ্ছিনা এটা আমার বেলজিয়াম গোয়েন্দা বন্ধুকে বুঝিয়ে দিতে আমি আর কোনও মন্তব্য করলাম না।

'গরমের সময় সবাই এই এবারমাউথে বেড়াতে আসে তাই এখানকার পরিবেশও ঘিঞ্জি আর নোংরা হয়ে পড়েছে।' মেরী মন্তব্য করল, 'আমার মাসীর মুখে শুনেছি একসময় এখানকার চেহারাই ছিল অন্যরকম। কিন্তু এখন দেখুন, ভিড়ের চাপে আপনি এখানকার ফুটপাত ধরে হাঁটতেও পারবেন না।'

'কিন্তু লোকজন এলে তবেই ত বেচাকেনা বাড়বে তাই না।' পয়ারো জবাব দিল। 'সেটা ভুলে যাচ্ছো কেন?'

'একদিক থেকে ঠিকই বলেছেন,' মেরী জবাব দিল, 'কিন্তু আমাদের ব্যবসায় লোকের ভিড় তেমন হয় না, কারণ আমরা শুধু সেইসব জিনিস বিক্রী করি যা অত্যন্ত দুর্লভ ও দামী। সস্তা আর খেলো জিনিস নিয়ে আমরা কারবার করি না। আমাদের খদ্দেররা ইংল্যাণ্ডের সবখানে ছড়িয়ে আছে, কোনও বিশেষ আমলের চেয়ার, টেবল, খাট, অথবা চীনামাটির কাপ ডিস কেনার ইচ্ছে হলে ওঁরা সরাসরি আমার মাসীকে চিঠি লেখেন, মাসীও সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন জিনিসটা কতদিনের মধ্যে তিনি যোগাড় করতে পারবেন, দাম কি রকম পড়বে, এইসব। তবে মাসী আজ হোক

কাল হোক, জিনিসটা ঠিক যোগাড় করতে পারেন। এবারেও মাসীর হাতে ঐরকম অর্ডার এসেছে।'

মেরীর বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম মিঃ জে বেকার উড নামে জনৈক আমেরিকান খদ্দেরের সঙ্গে হালে তার মাসী মিস এলিজাবেথ পেনের যোগাযোগ হয়েছে। এই মিঃ উড ঘর সাজানোর দুর্লভ প্রত্নবস্তুর একজন সমঝদার আর সেকথা মিস পেন জানেন। অল্প কিছুদিন আগে বাজারের কিছু দুর্লভ মাল এসেছিল আর মিস পেন অর্থাৎ মেরীর মাসী সেগুলো কিনেছিলেন এবং চিঠি লিখে মিঃ উডকে তাদের দাম জানিয়েছিলেন। সেই চিঠির জবাবে মিঃ উড জানান যে তিনি চার্লক বেতে শীগগিরই আসবেন, মিস পেন যদি অনুগ্রহ করে তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে সেখানে ঐ মাল বিক্রীর ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য পাঠান তাহলে খুবই ভাল হয়। মিঃ উড এও জানিয়েছিলেন যে তিনি এসব মাল ন্যায্য দামে কিনে নেবার জন্য তৈরী আছেন। মিঃ উডের তরফ থেকে ঐ জবাব পাবার পরে মিস পেনি তাঁর বোনঝি মেরীকে চিঠি লিখে সব জানান আর তাই সে চার্লক বেতে যাচ্ছে তাঁর মাসীর প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ উডের সঙ্গে কথা বলতে।

'মাসী যে মালগুলো কিনেছেন সেগুলো সত্যিই সুন্দর,' মেরী মন্তব্য করল, 'শিল্পীরা যাকে মিনিয়েচার বলে এ গুলো ঠিক তাই, মাসী দাম চেয়েছেন পাঁচশো পাউণ্ড। বাঃ বাঃ! এত টাকা! আমি ত ভাবতেও পারছি না যে মিঃ উড এত দাম দিয়ে ওগুলো কিনবেন!'

'তোমার মাসী যে কারবার করেন,' পয়ারো বলল, 'মনে হচ্ছে সে সম্পর্কে তোমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই?'

'কি করে থাকবে বলুন,' মেরী জবাব দিল, 'আমাকে কেউ কিছু শেখায় নি, অথচ এসব দুর্লভ আর প্রাচীন জিনিস বিক্রীর ব্যবসা যারা করে তাদের সবাকেই একসময় কাজটা শিখতে হয়েছে। কিন্তু আমরা সেভাবে বড় হই নি।'

কথা শেষ করে মেরী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরমুহূর্তে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মেরী খোলা জানালার দিকে মুখ করে বসেছিল, লক্ষ্য করলাম

সে ছুচোখ বড় বড় করে বাইরে কি যেন দেখছে। পরমুহূর্তে কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেরী, তারপরে প্রায় দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে মেরী আবার ফিরে এল, হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে বসে এমনভাবে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল যাতে মনে হল এইভাবে না বলে হঠাৎ চলে যাবার জন্য সে মার্জনা প্রার্থী।

'কি হল, হঠাৎ...?' পয়ারো জানতে চাইল।

'এভাবে টেবল ছেড়ে উঠে যাবার জন্য আমি সত্যিই ছুঃখিত,' মেরী বলল. 'কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা লোক বাসের ভেতর থেকে একটা স্যুটকেস বের করে এনেছে আর মনে হল সেটা আমারই স্যুটকেস। আমি তাই একটু আগে ছুটে গেলাম কিন্তু দেখলাম ওটা ঐ লোকটারই স্যুটকেস অনেকটা আমার স্যুটকেসের মত দেখতে। কি আর করব আবার ফিরে এলাম। দেখুন ত কি কাণ্ড শুধু শুধু একটা লোককে চোর ঠাউড়েছিলাম!' এক দমে এতগুলো কথা বলে মেরী নিজের মনেই হাসতে লাগল।

পয়ারো তার হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, একটু আগে যে লোকটাকে দেখে তুমি ছুটে গিয়েছিলে তাকে কেমন দেখতে বলো ত?'

'লোকটার বয়স অল্প', 'মেরী জবাব দিল, 'পাতলা ছিপছিপে গড়ন, পরনে বাদামী রংয়ের স্যুট। আরেকটা জিনিস চোখে পড়েছিল—লোকটার গোঁফ তেমন গজায় নি।'

'থাক, বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' পয়ারো মেরীকে থামিয়ে আড়-চোখে তাকালো আমার দিকে, মুচকি হেসে বলল, "ক্যাপ্টেন হেস্টিংস গতকাল যার রূপে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, মনে হচ্ছে এ সেই কমবয়েসী ছোঁড়া ছাড়া আর কেউ নয়। আচ্ছা, মেরী এর আগে তুমি কখনও এ লোকটাকে দেখেছো?'

'না তো,' মেরী ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, 'কিন্তু এ কথা বলছেন কেন?'

'ও তেমন কিছু নয়। পয়ারো মেরীর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যেন নেহাৎ বিনা কারণেই ও মন্তব্যটা হঠাৎ করেছে। "ও নিয়ে তোমার

মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই।' ব্যাস্ এটুকু বলেই পয়ারো হঠাৎ থেমে রইল বেশ কিছুক্ষণ। এমনভাবে গা এলিয়ে চুপ করে বসে রইল যেন ধ্যান করছে, আশেপাশে যা ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে তার কোনও কৌতূহল নেই। মেরী আমার সঙ্গে বকবক করতে লাগল, হঠাৎ তার একটা মন্তব্য কানে যেতেই আমার বন্ধুর ধ্যান ভঙ্গ হল। সোজা হয়ে বসে মেরীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'তেমন কিছু নয়,' মেরী জবাব দিল, 'এখানে আসার আগে আপনি বাসের ভেতর অপকারী আর বদ লোকেদের সম্পর্কে হুঁসিয়ার করছিলেন না, সেই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এল। আমার মাসীর খদ্দের মিঃ ...ড বরাবর নগদ টাকায় মালের দাম মিটিয়ে দেন। ওঁর কাছ থেকে নগদ ...চশো পাউণ্ড যদি পাই তাহলে ফেরার সময় কোন বদলোকের কু-নজর আমার ওপর পড়তে পারে সে কথাই ক্যাপ্টেন হেষ্টিংসকে বলছিলাম'। কথাটা বলে হাসল মেরী।

কিন্তু পয়ারোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম মেরীর এই মন্তব্য-টাকে সে খুব হালকাভাবে নেয়নি। গম্ভীর গলায় পয়ারো মেরীকে প্রশ্ন করল, 'চার্লক বেতে থাকার মত একটা হোটেলের নাম কর'ত, আর সেখানে কম ভাড়ায় আমার মত ভদ্রলোকেরা দুএকটা রাত কাটাতে পারে।'

'অ্যাংকর হোটেলে উঠতে পারেন,' মেরী বলল, 'হোটেলটা ছোট হলেও বেশ ভদ্রগোছের, থাকা খাওয়ার খরচও তেমন বেশী নয়।'

'নামটা মনে রেখো হেষ্টিংস,' পয়ারো আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'মনে হচ্ছে ওখানেই উঠতে হবে।'

'চার্লক বেতে আপনারা ক'দিন থাকবেন?' মেরী প্রশ্ন করল।

'ক' দিন নয়, মাত্র একটি রাত।' পোয়ারো জবাব দিল, 'কিছু কাজ হাতে নিয়ে আমি এখানে এসেছি। আচ্ছা মেরী আমার পেশা কি সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে? আমার চেহারা দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করে তোমার কি ধারণা হয়েছে?'

পোয়ারোর পেশা আসলে কি সে সম্পর্কে মেরীর মনে তখনও কোনও

ধারণাই গড়ে ওঠেনি, পোয়ারোর প্রশ্নের জবাবে সে উল্টোপাল্টা একের পর এক পেশার উল্লেখ করতে লাগল। তবে মেরী যে খুব হুঁসিয়ার হয়ে, একেকটা পেশার উল্লেখ করছে তা তার চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। শেষকালে মেরী বলল, পয়ারো নিশ্চয়ই একজন পেশাদার জাদুকর, জাদুর খেলা দেখাতে সে চার্লক বেতে যাচ্ছে।

'কি বললে, আমি জাদুকর?' পোয়ারো প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, 'তার মানে তুমি ধরেই নিয়েছো আমি ফাঁকা টুপির ভেতরে হাত গলিয়ে গলিয়ে একটার পর একটা খরগোস বের করে এনে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিই? না, মেরী, তোমার ধারণা ভুল। জাদুকর তার খেল দেখাতে গিয়ে একের পর এক জিনিস চোখের সামনে থেকে উধাও করে দেয়, কেমন?' আর আমি কি করি জানো? আমার খেল দেখাতে গিয়ে সেই সব হারানো জিনিসগুলো একের পর এক আবার ফিরিয়ে আনি, সেটাই আমার পেশা।' পোয়ারো মেরীর মুখের সামনে হাত নেড়ে ঠিক জাদুকরের ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলল, কিন্তু মেরী তখনও বুঝতে পারেনি। আন্দাজ করে চাপা গলায় বলল, 'আমার পেশাটা খুব গোপন, মেরী তোমায় বলছি বিশ্বাস করো দেখো আবার ভুল করে কাউকে যেন বলে বোস না মেরী, আমি একজন গোয়েন্দা।'

কথাটা বলেই পোয়ারো চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে আবার গা এলিয়ে দিল যেমন দিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। মেরীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে পয়ারোর মুখের দিকে, পয়ারো যে সত্যিই গোয়েন্দা এই ব্যাপারটা তখনও সে বিশ্বাস করতে পারছেনা তা তার চাউনী দেখেই বুঝলাম। আরও কিছুক্ষণ বাদে আমাদের বাসের হর্ণ এমন বিশ্রীভাবে বেজে উঠল যা কানে যেতেই বুঝলাম আমাদের এবার রওনা হতে হবে।

মেরীর মত এক রূপসী যুবতী পাশে থাকায় আমাদের লাঞ্চটা ভালই জমেছিল সেকথা পয়ারো মেনে নিল। তারপরেই বলল, 'হ্যাঁ, রূপসী ঠিকই তবে ওর ঘটে বুদ্ধি বলে কোনও বস্তু আদৌ আছে কি?'

'তার মানে?' আমি তেরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, 'তুমি বলতে চাও

ও বোকা ?'

'রাগ কোরনা, ক্যাপ্টেন', পয়ারো খুব শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল।

'মানলাম ও সত্যিই রূপসী, এও মানছি যে মাথায় তার থোকা থোকা লালচে বাদামী চুলে ওর রূপ আরো খুলেছে, কিন্তু তাই বলে সে নিরেট বোকা হবে না এমন নিশ্চয়তা তুমি দেবে কি করে ?''

"যদি প্রশ্ন করি তুমি ওর মধ্যে বোকামির কি প্রমাণ পেলে, তাহলে কি জবাব দেবে তুমি ?' প্রায় চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে পয়ারোকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'হয়ত ওকে তোমার আগেই ভাল লেগেছে।' পয়ারো তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলল, 'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই মানবে যে তুমি আর আমি আমরা দুজনেই ওর অচেনা। অথচ আমাদের বিশ্বাস করে এমন অনেক কথাই ও বলে বসেছে যা বলা অনুচিত।'

'ব্যাপারটা ওরকম ভাবে নিচ্ছ কেন,' আমি জবাব দিলাম। 'হয়ত ও বুঝতে পেরেছে যে আমাদের দুজনের কাউকেই সন্দেহ করার মত কিছু নেই।'

'ঐখানেই ভুল করলে বন্ধু,' পয়ারো বলল, 'কাজটা আমার মতে সেই শুধু করবে যে অত্যন্ত বোকা। সঙ্গে নগদ পাঁচশো পাউণ্ড থাকলে যে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এমন একটা মন্তব্য মেরী করেছিল তা আশা করি তোমার মনে আছে ? এই মুহূর্তে ওর কাছে ঐ পাঁচশো পাউণ্ড কিন্তু আছে।'

'সে ত নগদে নয়' আমি বললাম, শিল্পের পরিভাষায় যাকে বলে মিনিয়েচার সেই রকম কিছু দুর্লভ ক্ষুদ্র শিল্পসামগ্রী এখন মেরীর স্যুইকেসে আছে।'

'তা তো হল,' পয়ারো বলল, 'কিন্তু আমাদের মত দুজন অচেনা লোককে মেরী ত খবরটা ফাঁস করে দিল! এই ব্যাপারটা কানে গেলে ওর মাসী নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। ওর মাসীর জায়গায় আমি থাকলে মেরীর মত এক বোকা হাঁদা রূপসীর মগজে যাতে কাণ্ডজ্ঞান জন্মায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হতাম।'

'হেষ্টিংস বন্ধু আমার, এটা কি ভেবে দেখেছো যে আমরা যখন লাঞ্চ খাচ্ছিলাম সেই সময় আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাসের ভেতর

থেকে একটা বা দুটো এমনকি সবকটা স্যুটকেস সরিয়ে ফেলা কোনও চোর ছ্যাঁচোরের পক্ষে অসম্ভব ছিলনা ?'

'কি যাতা বলছ, পয়ারো', আমি বললাম, 'তেমন কোনও ঘটনা ঘটলে তা কি সবার নজর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হত ?'

'নজরের আড়ালেও কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না'। পয়ারো বলল, 'যার নজরে পড়ত সে এটাই ধরে নিত যে একজন যাত্রী বাসের ভেতর থেকে তার নিজের স্যুটকেস নামিয়ে আনছে, এনিয়ে তার মনে কোন ও সন্দেহই জাগত না তাই সে এ ব্যাপারে নিজের নাক গলাত না।'

'পয়ারো', আমি প্রশ্ন করলাম। 'তুমি কি বলতে চাও মেরী যে লোকটার কথা উল্লেখ করল বাদামী স্যুটপরা সেই লোকটি তার নিজের স্যুটকেস নামিয়েছিল বাস থেকে ?'

'তাই ত মনে হচ্ছে," ভুরু কুঁচকে পয়ারো জবাব দিল, 'তাহলেও একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে তা হল, এখানে বাস থামার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার ঐ স্যুটকেসটা নামায়নি। আরও একটা ব্যাপার তোমার নজর এড়িয়ে গেছে তাহল ঐলোকটি এখানে লাঞ্চ খায়নি।'

"মেরী খোলা জানালার মুখোমুখি না বসলে ঐ লোকটি কিন্তু আদৌ দেখতে পেতনা', আমি বললাম।

'এবং যেহেতু স্যুটকেসটা ছিল ওর নিজের তাই তাতে কিছুই আসে যায় না,' পয়ারো হাত নেড়ে বলল, 'বাদ দাও ত, এ ব্যাপারটাকে আমরা বড্ড বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি।'

বিকেল চারটে নাগাদ আমরা চার্লক বেতে এসে পৌঁছোলাম। অ্যাংকর হোটেল খুঁজে বের করতে আমাদের অসুবিধা হল না, হোটেল না বলে তাকে সেকেলে সরাইখানা বলাই ঠিক হবে, কিন্তু দেখলাম মেরী ঠিক বলেছিল, যে ঘরটা আমরা ভাড়া নিলাম তা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভাড়াও খুব বেশী নয়।

জামাকাপড় ছেড়ে পয়ারো তার গোঁফে সবে মোমের প্রলেপ লাগাচ্ছে এমন সময় ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর এসে

ঢুকল সেই রূপসী যুবতী মেরী ডুরান্ট। লক্ষ্য করলাম তার দুচোখের কোণে জল জমেছে, মুখে জমেছে একরাশ কালোমেঘ।

'এভাবে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, মেরীর গলায় আন্তরিকতার সুর ফুটে বেরোল, 'কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আচ্ছা, আপনি ত একজন গোয়েন্দা, তাই না?'

'বোস, মেরী,' পয়ারো মেরীকে ইশারায় বসতে বলল, 'তারপরে চোখের জল মুছে বলো তোমার সমস্যা কি?'

'মিঃ পয়ারো' মেরী রুমালে দুচোখের জল মুছে বলল, 'আমার স্যুটকেস থেকে মিনিয়েচারগুলো সব চুরি হয়ে গেছে,' বলে হাতের স্যুটকেসটা খাটের ওপর রেখে ডালাটা খুলে ফেলল সে। ভেতর থেকে কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরী একটা ছোট ব্যাগ টেনে আনল মেরী, বলল, 'এর ভেতরেই ছিল ওগুলো, কিন্তু কখন আমার অজ্ঞান্তে উধাও হয়েছে। নিশ্চয়ই চুরি হয়েছে এখন বলুন, আমি কি করব।'

'অত ঘাবড়াবার কিছু নেই, মেরী,' আমি মেরীর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আমার বন্ধু এরকিউল পয়ারো একজন নামী গোয়েন্দা কাজেই তোমার এত ভয় পাবার কিছু নেই।'

'এরকিউল পয়ারো!' মেরী অবাক হয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি সেই বিখ্যাত বেলজিয়ান গোয়েন্দা মঁসিয়ে পয়ারো?'

'হ্যাঁ, বাছা,' পয়ারো মেরীর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আমিই সেই লোক। আপাততঃ এই ব্যাপারটা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি আমি কতদূর করতে পারি। কিন্তু আমি আশংকা করছি যে তুমি ইতিমধ্যেই অনেক দেরী করে ফেলেছো। আচ্ছা, বলো ত, ওগুলো যে চুরি হয়েছে সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হলে কি করে?'

'কেন এত খুব সহজ,' মেরী জবাব দিল, স্যুটকেসের দুটো তালা দেখছি ভাঙ্গা, এরপরে কি আর কিছু বাকি থাকে?'

এগিয়ে এসে মেরীর স্যুটকেসের তালাদুটো নিজে পরীক্ষা করল পয়ারো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর মুখ তুলে বলল, 'তোমার আশংকা ঠিকই মেরী, তালা

ভেঙ্গে কেউ তোমার স্যুটকেসের ভিতর থেকে ঐসব মাল চুরি করে নিয়েছে। যাক, তুমি ভেবোনা, আমি তোমার কেস হাতে নিলাম, পুলিশ আর তোমার মাসীর খদ্দের মিঃ বেকার উডের সঙ্গে আমিই যোগাযোগ করব। তুমি একটু বোস, আমি টেলিফোন করে এখনই আবার আসছি।'

পয়ারো ঘর ছেড়ে বেরোল। মেরীকে অপেক্ষা করতে বলে আমিও তার পিছু নিলাম। হোটেলের একতলায় নেমে টেলিফোন করার খোপের ভেতর ঢুকল পয়ারো। মিনিট পাঁচেক বাদে বেরিয়ে এল গম্ভীর মুখে, আমার কাছে এসে চড়াগলায় বলল। 'যে ভয় পেয়েছিলাম তাই হল হেস্টিংস, মিঃ বেকার উড বললেন যে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এক যুবতী নিজেকে মিস এলিজাবেথ পেনের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর হাতে কিছু মিনিয়েচার শিল্পকীর্তি তুলে নিয়েছেন, তিনিও ওগুলোর দাম বাবদ নগদ পাঁচশো পাউণ্ড দিয়েছেন তাঁকে অর্থাৎ আমরা এই হোটেলে এসে ওঠার আগেই যা হবার হয়ে গেছে।'

'তাহলে এবার কি করবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'প্রথমে পুলিশ, তারপরে মিঃ বেকার উডের সঙ্গে দেখা করে সব জানব। এখন ওপরে চলো, দেখি তোমার বোকা রূপসী যুবতীর মানসিক হাল কি হয়েছে।'

বেচারী মেরী ডুরাণ্ট রুমালে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছিল, আমাদের জুতোর আওয়াজ কানে যেতে সে মুখ তুলে একবার তাকালো তারপর নিজের মনে মন্তব্য করল, 'হা ঈশ্বর একি হল! মাসী ত আমার একটা কথাও শুনবেন না, সব দোষ আমার একার বলে যাচ্ছেতাই গালাগালি দেবেন!'

'সেটা খুব অন্যায় হবে না,' পয়ারো আমার দিকে তাকালো, 'পাঁচশো পাউণ্ডের দামী জিনিস স্যুটকেসে রেখে উনি গেলেন ডিনার করতে চোর ব্যাটা এমন সুবর্ণ সুযোগ কখনও হাতছাড়া করতে পারে?, মাসী শুধু গালাগালি দিতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাস করো হেস্টিংস, আমি হলে—আমার দুহাত নিশপিশ করছে!' পয়ারোর চোখমুখ দেখে মনে হল সে সত্যিই মেরীর গালে টেনে এক চড় মেরে বসবে।

কিন্তু পয়ারো তা করল না, মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে শান্ত করল সে, তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, 'তবে এই কেসে দুএকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে তাও মানতে হবে। ধরো ঐ ডেসপ্যাচ বক্স, ওটা জোর করে কেন খোলা হয়েছিল বলো ত ?'

'ভেতর থেকে মিনিয়েচারগুলো হাতিয়ে নিতে,' আমি বললাম, 'তাছাড়া আর কিই বা হতে পারে ?'

'কিন্তু সেটা কি খুব বোকার মত কাজ হবে না ?' পয়ারো নিজের মনে বলে উঠল, 'ধরো এমনও ত হতে পারে যে নিজের মালপত্র বের করার ভান করে চোর লাঞ্চের সময় মেরীর স্যুটকেস খুলেছিল। জোর করে তালা খুলে সময় নষ্ট করার চাইতে মেরীর স্যুটকেস খুলে ভেতর থেকে বন্ধ ডেসপ্যাচ বক্স বের করে নিজের স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলা নিশ্চয়ই সেই চোরের পক্ষে অনেক সহজ।'

'কিন্তু তার আগে মিনিয়েচারগুলো যে যথাস্থানে আছে সে সম্পর্কে ত চোরকে নিশ্চিত হতে হবে,' আমি বললাম, কিন্তু পয়ারোর মুখে ফুটে ওঠা আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে আমার এই মন্তব্যকে সে আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেনা। বলতে ভুলে গেছি, পয়ারো এরই মধ্যে মেরীর খদ্দের মিঃ বেকার উডের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল, তাই আর কথা না বাড়িয়ে সে এবং আমায় নিয়ে তাঁর স্যুটের দিকে এগোতে লাগল।

মিঃ বেকার উড লোকটিকে আমার মোটেও ভাল লাগল না। লম্বাচওড়া দেখতে মিঃ বেকার উডের পরনে জমকালো স্যুট যা সাধারণ ঘরোয়া আবহাওয়ায় খুবই বেমানান ঠেকে চোখে তার ওপর ডানহাতের অনামিকায় এমন ডিজাইনের একটি হীরের আংটি তিনি লাগিয়েছেন যা আরও বেমানান। রাতারাতি প্রচুর টাকার মালিক হলে কিছু স্থূলরুচিসম্পন্ন লোক এইভাবে নিজের ঐশ্বর্যের বড়াই করে বেড়ায় এবং মিঃ উড নিজেও তাদেরই একজন। সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হল ভদ্রলোক শান্তিভাবে কথা বলতে পারেন না, সাধারণ মন্তব্য করতে গেলেও হাউমাউ করে চেঁচান এবং মাঝেমাঝে চাপা-গলায় এমন এক আধটি অশালীন শব্দ উচ্চারণ করেন যা কানে গেলে

ঠিক বোঝা যায় গালি দিচ্ছেন।

মিঃ বেকার উডের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পরে তাঁর মনোভাব যেটুকু প্রকাশ পেল তাতে এটাই জানলাম যে কোন কিছু খোয়া গেছে এমন সন্দেহ আদৌ তিনি করছেন না। আর সন্দেহ করতে যাবেনই বা কেন? মিঃ উড পয়ারোর প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'ভদ্রমহিলা নিজেমুখে জানালেন মিনিয়েচারগুলো ওঁর কাছে সব ঠিকঠাক আছে। সত্যিই নমুনাগুলো ভারী চমৎকার তা মানতেই হয়।'

'আচ্ছা ওগুলোর দাম বাবদ যে নোটগুলো আপনি দিয়েছেন তাদের নম্বর লিখে রেখেছেন?' পয়ারো আবার জানতে চাইল।

'না মশাই,' মিঃ উড জবাব দিলেন, 'নম্বর লিখিনি, আর তা লিখতে যাবই বা কেন? আপনি ইয়ে—কি যেন নাম বললেন—হ্যাঁ মঁসিয়ে পয়ারো, আমার এসব প্রশ্ন করার এক্তিয়ার কে আপনাকে দিয়েছে তা বলুন ত?'

'বুঝতে পারছি আপনি আমাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছেন না,' পয়ারো বলল 'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, যাবার আগে শুধু আর একটা প্রশ্ন করব, আশা করি সদুত্তর দেবেন। যে মহিলা আপনার কাছে এসেছিলেন তাঁর চেহারার বর্ণনা মানে তাঁকে দেখতে কেমন যদি এইটুকু বলেন তাহলে খুব ভাল হয়। তিনি কি অল্পবয়সী সুন্দরী যুবতী?'

'কি বললেন সুন্দরী?' মিঃ বেকার উড জবাব দিলেন, 'কখনোই নয়। মহিলা মাঝবয়সী, ঢ্যাঙ্গাপানা দেখতে, মাথার চুল সব পাকা, চামড়ার রং ফ্যাকাসে, আর হ্যাঁ, মহিলার ওপরের ঠোঁটে কিছু লোম আছে যা দেখলে হঠাৎ গোঁফ বলে ভুল হয়। একে যদি সুন্দরী বলেন ত তিনি তাই।'

'পয়ারো,' মিঃ উডের কাছ থেকে চলে আসার সময় গলা সামান্য চড়িয়ে বললাম, 'মহিলার ওপরের ঠোঁটে গোঁফ ছিল শুনলে?'

'শুনেছি হেস্টিংস, ধন্যবাদ।'

'কিন্তু এ লোকটা ত ভারী বাজে আর বদখৎ দেখছি।'

'সে ত একশোবার', পয়ারো সায় দিল, তাছাড়া ভদ্রতা ভব্যতা কিছুই ওর জানা নেই।'

'এবার চোরকে ধরে দেয়া আমাদের উচিত,' আমি মন্তব্য করলাম 'আশা করছি ওকে সনাক্ত করা আমাদের পক্ষে খুব সহজ হবে।'

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' পয়ারোর গলা নিমেষে পাল্টে গেল, 'আমার মত এক ধুরন্ধর গোয়েন্দার সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা করার পরেও তুমি এখনও দিব্যি সোজা সরল মানুষ রয়ে গেছো। অ্যালিবাই নামে একটি শব্দ যে আছে তাকি তোমার জানা নেই ?'

'তুমি কি বলতে চাও আমরা যাকে অপরাধী বলে সন্দেহ করছি তারও একটা অ্যালিবাই থাকবে যখন সে বলবে ঘটনার সময় সে অন্য জায়গায় ছিল ?'

'আমি সেটাই আশা করছি,' পয়ারো জবাব দিল।

'তোমায় নিয়ে মুশকিল হল,' আমি বললাল, 'তুমি যেকোন সাধারণ ব্যাপারকে কঠিন করে তুলতে চাও।'

'বাঃ ঠিক ধরেছো,' পয়ারো মুচকি হাসল, 'ডালে বসে থাকা পাখীর চাইতে যে পাখী আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে তাকে তীর ছুঁড়ে মাটিতে ফেলাই আমার বেশী পছন্দ।'

পয়ারোর ভবিষ্যদ্বানী পুরোপুরিভাবে সত্যে পরিণত হল। ট্রেনে বাদামী স্যুটপরা যে যুবকটি আমাদের সহযাত্রী হয়েছিল জানতে পারলাম তার নাম মিঃ নর্টন কেইন। সে মংকহ্যাম্পটনে পৌঁছে সোজা গিয়ে উঠেছিল জর্জ হোটেলে। তার বিরুদ্ধে একটিমাত্র অভিযোগ, তাহল, আমরা যখন লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত সেইসময় মিস ডুরান্ট গাড়ি থেকে তার মালপত্র সরাতে দেখেছিল।'

'সেটা এমন কোনও সন্দেহজনক ঘটনা নয়,' পয়ারো গম্ভীর গলায় জবাব দিল, বলেই সে চুপ মেরে গেল এবং এ ব্যাপারে আর একটি কথাও আলোচনা করতে চাইল না। আমি চাপ দিতে বলল, যে সে সাধারণভাবে একমনে নানারকম গোঁফের কথা ভাবছে, এবং আরো বলল তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমারও নিবিষ্ট মনে গোঁফের কথা চিন্তা করা উচিত।

পয়ারো সেদিন সন্ধেটা জোসেফ অ্যারনসের সঙ্গে পাঠানোর পরে জানতে পারলাম মিঃ বেকার উড সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু তার কাছ

থেকে জেনেছে সে। জোসেফ অ্যারনস আর মিঃ বেকার উড একই হোটেলে আছেন তাই তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করা মিঃ অ্যারনসের পক্ষে সহজ। তবে পয়ারো তাঁর কাছ থেকে যেটুকু জেনেছে তা আমাকে কোন-মতেই জানায়নি।

পুলিশের অনেক জেরার উত্তর দিতে হল মেরীকে, পরদিন খুব ভোরের ট্রেন ধরে সে ফিরে গেল এবারমাউথে। দুপুরে জোসেফ আরনসের সঙ্গে আমরা লাঞ্চ খেলাম, খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পয়ারো জানাল যে থিয়েটারের এজেন্টের সমস্যার সমাধানে যে সফল হয়েছে, অতএব এবার ইচ্ছে করলে আমরাও এবারমাউথে ফিরতে পারি। কিন্তু আর বাসে নয়,' পয়ারো জোর দিয়ে বলল, 'এবার ট্রেনে চেপে ফিরব।'

'কেন, তুমি কি এই ভেবে ভয় পাচ্ছো যে বাসে তোমার পিকপকেট হবে অথবা কোনও মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলবেন যে তিনি খুব বিপদে পড়েছেন ?'

"ভুল করছ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' পয়ারো মুচকি হাসল, 'ট্রেনের ভেতরেও এই ঘটনা দুটি ঘটতে পারে। ওসব নয়। আসলে আমি আমাদের কেসের তদন্ত চালিয়ে যেতে চাইছি আর সেই কারণেই যত শীগগির সম্ভব এবার-মাউথে আমার যাওয়া দরকার।'

'আমাদের কেস ?' পয়ারোর বক্তব্য আমায় অবাক করল।

'হ্যাঁ বন্ধু,' পয়ারো বলল, 'মাদমোয়াজেল ডুরাণ্ট ওঁকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন আমায়। কেসটা আপাততঃ পুলিশের হাতে আছে বটে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি নিজে হাত গুটিয়ে সরে যাব। একজন পুরোনো বন্ধুকে কিছু সমস্যায় হাত থেকে বাঁচাবো বলেই আমার এখানে আসা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিপদে পড়েছে এমন একজন অজানা অচেনা সুন্দরী যুবতীকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা এরকুল পয়ারো পথে বসিয়ে কেটে পড়েছে।'

যাবার আগে যে পুলিশ অফিসার এই তদন্ত চালাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করলাম। তিনি জানালেন যে অপরাধী হিসেবে যাকে সন্দেহ

করা হচ্ছে সেই নটন কেইনের কথাবার্তা, আচার আচরণ সবই সন্দেহজনক। সে যে বিবৃতি দিতে গিয়ে অনেক আজেবাজে, মিথ্যে আর পরস্পর বিরোধী কথা বলেছে তা ধরা পড়ে গেছে।

'কাজটা কি ভাবে করা হল তা আমার জানা নেই,' অফিসার বললেন, 'এমন হতে পারে যে ওর কোনও স্যাঙ্গাৎ আগে থেকে তৈরী হয়ে আরেকটা গাড়িতে চেপে খুব জোরে যাচ্ছিল, সেই সময় এব্যাটা মালটা হাতিয়ে হয়ত তার হাতে কোনওভাবে চালান করে দিয়েছিল, অবশ্য এটা নিছক অনুমান। তেমন হলে ঐ গাড়ি আর কেইনের যে স্যাঙ্গাৎ তাতে ছিল তাকে খুঁজে বের করতে হবে,' পয়ারো হ্যাঁ বা না কিছু বললনা শুধু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে গেল।

"পুলিশ অফিসার যা বললেন, তুমি কি বলতে চাও মালটা ঐভাবে বেহাত হয়েছে?' ফেরার ট্রেনে চেপে আমি জানতে চাইলাম।

'না' পয়ারো জবাব দিল না, 'ওভাবে হয়নি। হেস্টিংস, এনিয়ে আমায় আর কোনও প্রশ্ন কোর না। ও ভাবে হয়নি কোন কিছু খোয়া গেছে এমন সন্দেহ তাঁর মনে উদয় হয়নি, আর তা হতে যাবেই বা কেন? ভদ্রমহিলা তাঁকে বলেছেন যে মিনিয়েচারগুলোর নমুনা সঙ্গে নিয়েই তিনি তাঁর কাছে এসেছেন এবং সত্যিই সেই সব শিল্পকীর্তি অতুলনীয় ও অসাধারণ।'

'ঠিক আছে' এইটুকু শুনে বন্ধুবর পয়ারো জানতে চাইল, 'আপনি ঐ সব মালের দাম বাবদ যে টাকা দিয়েছেন সে সব নোটের নম্বর নিয়ে রেখেছেন কি?'

'নোটের নম্বর?' কই, না ত,' মিঃ বেকার উড জবাব দিলেন, 'না, কারেনিস নোটের নম্বর ত আমি লিখে রাখিনি, আর লিখতে যাবই বা কেন? কে আপনি মিঃ ইয়ে না কি যেন নাম হ্যাঁ, পয়ারো, এসব খবর জেনে আপনারই বা কি দরকার, শুনি?'

'আর একটা প্রশ্ন আমার আছে, মঁসিয়ে,' পয়ারো বলল 'যে মহিলা আপনার কাজে মাল বিক্রী করে গেছেন তাঁর চেহারার বর্ণনা'ত আমার

তদন্তের স্বার্থে জানা প্রয়োজন। আচ্ছা, বলুন ত, উনি কি খুব সুন্দর দেখতে কোনও কমবয়সী যুবতী?'

'আরে না মশাই, তা নয়' মিঃ বেকার উড জানালেন, 'যিনি এসেছিলেন তিনি মাঝবয়সী এক ঢ্যাঙ্গা মহিলা, মাথার চুল সব পেকে গেছে, গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে আর হ্যাঁ, তাঁর ওপরের ঠোঁটের লোমগুলো দেখলে মনে হয় সেখানে গোঁফ গজাতে শুরু করেছে। এবার বলুন, এঁকে কি আপনি পরমাসুন্দরী যুবতী বলবেন?'

পয়ারো আর সময় নষ্ট না করে মি উডকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল তাঁর স্যুট থেকে। বাইরে পা দিয়েই পয়ারোকে বললাম 'মহিলার ওপরের ঠোঁটে গোঁফ ছিল খেয়াল করলে?'

'আমার কান দুটো খাড়া ছিল হেস্টিংস ধন্যবাদ!'

'কিন্তু কি বদখত টাইপের লোক, তা খেয়াল করেছো?'

'তারওপর বেজায় অসভ্য আর অভদ্র', পয়ারো মন্তব্য করল।

'এবার আমাদের উচিত চোরকে অবিলম্বে ধরে ফেলা,' আমি বললাম, 'চেহারার বর্ণনা যা শুনলাম তাতে আসল অপরাধীকে আমরা সহজেই সনাক্ত করতে পারব।'

'হায় ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' পয়ারো মুচকি হেসে বলল, 'আমার মত এক গোয়েন্দা বন্ধুর সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা করার পরেও তুমি এত সহজ সরল স্বভাব কিভাবে বজায় রেখেছো তাই একেক সময় আমি ভেবে পাইনা। আচ্ছা, আইনের ভাষায় 'অ্যালিবাই' নামে যে একটি শব্দ আছে সেকথা তোমার মাথায় একবারও আসছেনা কেন? যে সময় ঘটনা ঘটেছে ধরা পড়ার পরে চোর যদি বলে সেই সময় সে ঘটনাস্থলে ছিল না তাহলে? তা প্রমাণ করাও হয়ত তার পক্ষে কঠিন হবে না। তখন কি হবে?'

'তুমি তাহলে বলতে চাও চোরের কোনও জোরালো অ্যালিবাই আছে?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'আমি আন্তরিকভাবে সেটাই আশা করছি,' পয়ারো জবাব দিল।

'তোমায় নিয়ে মুশকিল হল যে তুমি বড্ড জটিল', আমি মন্তব্য করলাম।

'ঠিক বলেছো, বন্ধু', পয়ারো সায় দিয়ে বলল, 'যে পাখী ডালে বসে আছে তার চাইতে যে পাখী উড়ে যাচ্ছে তার দিকে তাক করাই আমার বরাবরের অভ্যেস।'

কিন্তু পয়ারোর ভবিষ্যদ্বাণী যে এমন অদ্ভুতভাবে ফলে যাবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। বাদামী রংয়ের স্যুট পরনে যে যুবকটি আমাদের সঙ্গে এতদূর এসেছে এবং যাকে আমরা আসল অপরাধী বলে সন্দেহ করছি, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তার নাম নর্টন কেইন। সে সোজা মংকহ্যাম্প-টনের জর্জ হোটেলে গিয়ে উঠেছিল এবং ঘটনার দিন বিকেল পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ মিস ডুরাণ্টের বক্তব্য যার সারমর্ম দাঁড়ায় আমরা যখন লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময় যুবকটিকে তার মালপত্র নিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছে।

'কিন্তু সেটা এমন কোনও কাজ নয় যা সন্দেহের আওতায় পড়ে,' বলে হঠাৎ এমনভাবে চুপ মেরে গেল পয়ারো যে আমার মনে হল সে দুচোখ মেলে ধ্যান করছে। বুঝতে পারলাম এ বিষয়ে সে আমার সঙ্গে তখনকার মত আর কোনও আলোচনা করতে চাইছেনা। একই হোটেলে উঠেছিলেন জোসেফ অ্যারনস যাঁর সঙ্গে পয়ারোর বহুদিনের চেনা। পয়ারো যে মিঃ বেকার উড সম্পর্কে নানারকম খোঁজখবর তাঁর কাছ থেকে নিয়েছে এখবর আমার কাছে গোপন রইল না। কিন্তু অ্যারনস তাকে কি জানিয়েছে তা পয়ারো কোন-মতেই আমার কাছে ভাঙ্গল না।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই মিস মেরী ডুরাণ্টকে স্থানীয় থানায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ পরপর কয়েকবার জেরা করল, পরদিন খুব ভোরে সে এবারমাউথের ট্রেন ধরল। দুপুরবেলা জোসেফ অ্যারনসের সঙ্গে আমরা লাঞ্চ খেলাম, তারপর পয়ারো জানাল যে থিয়েটারের এজেন্টের সমস্যা সে খুব সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছে এবং ইচ্ছে করলে যত শীগগির সম্ভব আমরাও এবার মাউথের দিকে রওনা হতে পারি। 'তবে হ্যাঁ, পয়ারো বলল, 'এবার আর গাড়ি না, আমরা ট্রেনে চেপে যাব।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম, 'তুমি কি পকেটমারের ভয় করছ,

না কি ভাবছো আবার কোনও এক অল্পবয়সী যুবতী ঝামেলা পাকিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে ?'

'হেস্টিংস,' পয়ারো জবাব দিল, 'এই দুটো আশঙ্কা ট্রেনের ভেতরেও দেখা দিতে পারে। কিন্তু ওসব না, আমাদের কেসটা সেরে ফেলা দরকার তাই যত শীগগির সম্ভব এবারমাউথে ফিরতে চাইছি।'

'আমাদের কেস ?' আমি বুঝতে পারলাম না পয়ারো ঠিক কি বলতে চাইছে।

'হ্যাঁ বন্ধু,' পয়ারো জবাব দিল, 'মেরী ডুরাণ্ট ফিরে যাবার আগে আমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে যাতে আমি এই কেসে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করি। কেসটা আপাততঃ পুলিশের হাতে আছে বলেই আমার কিছু করার নেই একথা বলতে কিন্তু আমি পারবনা। একথা কি সত্যি যে একজন পুরোনো বন্ধুকে সাহায্য করতেই আমি এখানে এসেছিলাম, তাই বলে কেউ বলে বেড়াবে এরকিউল পয়ারো একজন অচেনা যুবতীকে বিপন্ন অবস্থায় রেখে সরে পড়েছে, তা চলবেনা।'

রওনা হবার আগে আমরা থা[illegible] গিয়ে এই কেসের তদন্ত যিনি করছেন সেই পুলিশ ইন্সপেক্টরের [illegible] দেখা করে কিছু কথাবার্তা বললাম। ওঁর মুখ থেকেই জানলাম যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে নর্টন কেইন নামে সেই যুবকটিকে তিনি জেরা করেছেন কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে তাঁর আদৌ মনে হয়নি যে সে নির্দোষ। নর্টন যে মিথ্যে কথা বলেছে এবং উল্টোপাল্টা বিবৃতি দিয়েছে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই।

'কিন্তু চালাকিটা যে কিভাবে করা হয়েছে তা আমি জানি না,' পুলিশ ইন্সপেক্টর মুখ ফুটে স্বীকার করলেন। এমন হতে পারে যে নর্টন মালটা হাতিয়ে ওর কোনও সহকারীর হাতে তুলে দিয়েছে যে জোরে গাড়ি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কেটে পড়েছে। অবশ্য এটা আমার ধারণা। সেক্ষেত্রে গাড়ি এবং নর্টনের ঐ সহকারীকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

পয়ারো হ্যাঁ না কিছু না বলে শুধু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

তোমার কি ধারণা এইভাবেই কাজটা ওরা সেরেছিল ?' ট্রেনে ওঠার

পরেই এই প্রশ্নটা আমি পয়ারোর দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

'না বন্ধু,' পয়ারো জবাব দিল, 'ওভাবে নয়, কাজটার পেছনে আরও বড় চালাকি ছিল।'

'সেটা কি আমায় বলবে না?'

'এখনই নয়। তুমি ত জানো ভাই—এ আমার এক ধরণের দুর্বলতা—রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি সব কিছু গোপন রাখতে ভালবাসি।'

'সমাধান কি শীগগিরই হবে?'

'খুব শীগগিরই হবে।'

ছ'টার কিছু পরে আমরা এবারমাউথে এসে পৌঁছোলাম। স্টেশন থেকে বেরিয়েই পয়ারো আমায় নিয়ে যেখানে এল সেটা একটা দোকান তার গায়ে নাম লেখা—'এলিজাবেথ পেন।' দোকানের ঝাঁপ অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে, তবু পয়ারো দরজায় কলিংবেল জোরে জোরে কয়েকবার বাজাল। খানিকক্ষণ বাদে দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল, দেখলাম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মেরী। আমাদের দেখে অবাক হল মেরী, একই সঙ্গে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল আনন্দ আর উচ্ছাস।

'আসুন, দয়া করে ভেতরে আসুন,' মেরী খুশিখুশি গলায় বলল 'মাসীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

পয়ারো আর আমি দুজনে মেরীর পেছন পেছন এসে হাজির হলাম দোকানের পেছনদিকের একটা কামরায়। এক বয়স্কা মহিলা সেই ঘরে বসেছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি উঠে এগিয়ে এলেন। মহিলার মাথার চুল ধপ্‌ধপে সাদা, চোখের রং নীল, গায়ের চামড়ার রং গোলাপী আর সাদায় মেশানো। বুঝলাম ইনিই মেরীর মাসী শ্রীমতী পেন। তাঁকে দেখলে মানুষের বদলে এক জীবন্ত শিল্পকীর্তির মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হয়। বয়সের ভারে মিস পেনের কাঁধদুটো বেঁকে গেছে, লেসের তৈরী একটা পুরোনো দামী কেশ শালগোছে তাঁর দু'কাঁধে ছড়ানো।

'ইনিই তাহলে সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা ম'সিয়ে পয়ারো?' মেরী পরিচয় করিয়ে দেবার পরে শ্রীমতী পেন পয়ারোর দিকে তাকিয়ে সুললিত কণ্ঠে

বললেন, 'মেরীর মুখে আপনাদের কথা আগেই শুনেছি। আপনি আর আপনার সহযোগী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আমার এখানে আসবেন এত আমি ভাবতেই পারছি না। যাক, এসে যখন পড়েছেন তখন এই বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রান করুন। সবই ত জেনেছেন, এবার বলুন, এখন আমার পক্ষে কি করণীয় ?'

এক মুহূর্ত মহিলার মুখের দিকে তাকালো পয়ারো, তারপর শ্রদ্ধা সহকারে কুর্ণিশ করার ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করে বলল, 'শ্রীমতী পেন, কথা বলে আমার মত লোককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আপনার সত্যিই আছে, এবং তা তারিফ করার মত। কিন্তু এই সঙ্গে বলে রাখছি, আপনি এবার থেকে গোঁফ রাখতে শুরু করুন। সত্যি বলছি, অল্পবয়সী ছেলেদের মত গোঁফ রাখলে আপনাকে দারুণ মানাবে।'

মেরীর মাসী শ্রীমতী পেন পয়ারোর কথা শুনে একটা হেঁচকি তুললেন, আর একটি কথাও তাঁর মুখে যোগালো না।

'আপনি গতকাল দোকান খোলেন নি, তাই না ?' পয়ারোর প্রশ্নের ধরণ শুনে মনে হল সে সরাসরি মহিলার কপাল তাক করে রিভলভার ছুঁড়ছে।

'আ-আমি গতকাল সকালে এইখানেই ছিলাম।' মেরীর মাসী আমতা আমতা গলায় জবাব দিলেন, মাথা ধরেছিল তাই দোকান থেকে সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।'

'না মাদমোয়াজেল, আপনি আদৌ বাড়ি জান নি, 'পয়ারোর গলা থেকে আরেকটি বুলেট ছুটে গেল মেরীর মাসীর দিকে, 'ভেবেছিলেন একটু বেড়িয়ে এলে মাথা ধরা সেরে যাবে, কেমন ? তা বলুন, চার্লক বে'র চমৎকার হাওয়া আপনার কেমন লাগল, মাথা ধরা আশাকরি সেরেছে ?'

শ্রীমতী এলিজাবেথ পেনের মুখে এবার আর কোনও কথা জোগাল না, ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মত তিনি মাথা হেঁট করে রইলেন। পয়ারো আর একটি কথাও না বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে এল, সেখানে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে তার শেষ বুলেটটি ছুঁড়ল,

বুঝতেই পারছেন, আমার কাছে আপনি ধরা পড়ে গেছেন, আমি সবকিছু জেনে ফেলেছি। এবার এই প্রহসনের অবসান হওয়া দরকার।'

শ্রীমতী এলিজাবেথ পেনের মুখ ততক্ষণে মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কোনও প্রতিবাদ না করে তিনি সংক্ষেপে শুধু ঘাড় নাড়লেন। দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল মেরী। পয়ারো এবার তার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে দেবার সুরে বলল, 'মাদমোয়াজেল, তোমার বয়স খুব কম তাছাড়া তোমাকে দেখতেও সুন্দর। কিন্তু এখনও বলছি, সময় থাকতে থাকতে এই সব জোচ্চুরী কারবার থেকে সরে যাও নয়ত একদিন এমন শক্ত ফাঁদে পড়বে তখন জেলে যাওয়া ছাড়া তোমার সামনে অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না আর তখন কিন্তু এই রূপ আর যৌবন সবকিছুই তোমাকে খোয়াতে হবে বরাবরের জন্য। আমি এরকিউল পয়ারো বলছি, তোমার যদি সত্যই তেমন পরিণতি ঘটে তাহলে তা আমার কাছে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।'

বলেই পয়ারো মেরীর উত্তরের জন্য আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আমি হতভম্বের মত তার পেছন পেছন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

'গোড়াতেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল,' পয়ারো বলতে লাগল, 'বুকিং অফিসে নর্টন যখন মংকহ্যাম্পটনের টিকিট কেটেছিল তখনই লক্ষ্য করেছিলাম মেরী ওর দিকে তাকিয়ে একমনে কি যেন ভাবছে। অথচ মেরীর বয়সী এক যুবতীকে আকৃষ্ট করার মত রূপ স্বাস্থ্য বা ব্যক্তিত্ব কিছুই নর্টনের চেহারায় নেই। তাহলে এরপর আমরা রওনা হলাম কিন্তু নর্টন মেরীর মালপত্র ঘাটছে এ দৃশ্য শুধু মেরী ছাড়া আর কোনও যাত্রীর চোখে পড়েনি। আরও ভেবে দ্যাখো; মেরী বাসের ভেতর কোন সিটে বসেছিল। সিটটা ছিল জানালার মুখোমুখি, আর মেয়েরা পারত পক্ষে এই সিটে বসেনা। তারপরে কি ঘটল তা নিশ্চয়ই ভোলনি। মেরী এসে আমাদের কাছে মাল চুরি হবার এক আষাঢ়ে গপ্পো শোনালো—ডেসপ্যাচ বক্স বাইরে থেকে জোর করে খোলা হয়েছে এটা কতদূর সত্যি সে সন্দেহ যে কোন লোকেরই মনে জাগা স্বাভাবিক। আমার মনেও জেগেছিল, আমি তা তোমায়

বলেছিলাম।’

‘আর এই সবের নীট ফল কি দাঁড়াল? মিঃ বেকার উড সেই চুরি যাওয়া মালগুলোর দাম দিয়ে দিলেন। কাকে দিলেন? মেরীর মাসী মিস এলিজাবেথ পেনকে যিনি আসল নাটের গুরু। ঠোঁটের ওপর একজোড়া গোঁফ লাগিয়ে তিনিই যে টাকা আনতে গিয়েছিলেন মিঃ উডের কাছে তা আশাকরি বলতে হবে না। মিস পেন তাঁর চুরি যাওয়া মিনিয়েচারগুলো যথাসময় ফিরে পাবেন এবং জেনে রেখো এবার উনি সেগুলো দ্বিগুন দামে অর্থাৎ পুরো একহাজার পাউণ্ডে বিক্রী করবেন। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ওরকম অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়োনা, গোপনে খোঁজখবর নিয়েই এসব আমি জানতে পেরেছি। এও জেনেছি যে মিস পেনের কার-বারের অবস্থা এখন খুবই খারাপ তাই শুধু টাকা রোজকার করার জন্য উনি ওঁর বোন ঝিকে নিয়ে এই অপরাধের খেলায় মেতেছেন।’

‘তাহলে নর্টন কেইনকে একবারের জন্যও তুমি সন্দেহ করোনি?’ আমি জানতে চাইলাম।

‘নর্টনের গোঁফের যে চেহারা তাতে ওকে কিভাবে সন্দেহ করব তুমিই বলো? যারা সত্যিকারের অপরাধী তাদের দাড়িগোঁফ হয় পরিষ্কার করে কামানো থাকে নয়ত নকল দাড়িগোঁফ ব্যবহার করে তারা। মনে রেখো সেসব দাড়িগোঁফ খুব মানানসই হয় যাতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে এবং ইচ্ছে করলেই তারা সেই দাড়িগোঁফ খুলে নেয়। কিন্তু মেরীর মাসীর কথাটা ভাবো ত, বয়সের ভারে মহিলা বেঁকে গেছেন, তিনি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট পরলেন, গায়ের চামড়ার রং পাল্টালেন লোশন মেখে তারপর কিছু লোম ওপরের ঠোঁটে লাগিয়ে অল্পবয়সী যুবক সাজলেন। কিন্তু ছদ্মবেশটা নিখুঁত হলনা যে কারণে মিঃ উড ওঁর চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলেন মেয়েদের মত দেখতে একটি ছেলে বলে আর তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে ওটা ছদ্মবেশ।’

‘তাহলে তুমি বলতে চাইছো যে মেরীর মাসী মিস পেন গতকাল সত্যিই চার্লক বেতে গিয়েছিলেন?’

'আমার তাই দৃঢ় বিশ্বাস। মনে পড়ে তুমি বলছিলে এখান থেকে ট্রেন ছাড়ে বেলা এগারোটায় চার্লক বেতে ওটা পৌঁছোয় ঠিক ছুটোয়? ফেরার ট্রেন চার্লক বেতে থেকে ছাড়ে বিকেল চারটে বেজে পাঁচে, এখানে পৌঁছোয় সন্ধে সওয়া ছটায় তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে ঐ মিনিয়েচারগুলো ডেসপ্যাচ কেসে আদৌ ছিলনা, মালপত্র প্যাক করার আগে ওগুলো সুকৌশলে জোর করে ভেতরে ঢোকানো হয়েছিল। নিজের অসামান্য রূপ দেখিয়ে আর মিটি মিটি কথা বলে অনেককেই ভুলিয়েছে, পারেনি শুধু একজনকে ভোলাতে যার নাম এরকিউল পয়ারো।'

পয়ারোর এই মন্তব্য আমার ভাল লাগলনা তাই বললাম; 'তাহলে তুমি যে বললে তুমি একজন অচেনা লোককে সাহায্য করছ, সেটা জেনেশুনে ইচ্ছে করে আমায় ঠকানো হল। আসলে এটাই তুমি করে বেড়াচ্ছো।'

'কদাপি না,' পয়ারো জবাব দিল 'হেস্টিংস, আমি তোমাকে কখনোই ঠকাইনা, তুমি নিজে নিজেকে ঠকাও আর আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি। আসলে আমি মিঃ বেকার উডকেই বোঝাতে চাইছি যিনি এই এলাকায় পুরোপুরি এক নবাগত অচেনা মানুষ,' বলতে বলতে পয়ারোর মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠল, সে বলতে লাগল, 'ঐ পাপ আর প্রতারণার কথা যতবার মনে পড়ছে ততবার মক্কেলকে বাঁচানোর তাগিদে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ঐ বেকার উড মোটেই সুবিধার লোক নয়, তুমি হয়ত বলবে সহানুভূতিশীল কিন্তু এ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। হেস্টিংস আমি সবসময় আমার মক্কেলদের পাশে আছি।'

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ওয়েষ্টার্ণ ষ্টার

পয়ারোর বসার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে অলসভাবে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'আরে এতো অদ্ভুত ব্যাপার', নিজের মনেই হঠাৎ বলে উঠলাম।

'কি হল কি?' পয়ারো চেয়ারে আরাম করে বসেছিল, আমার মন্তব্য শুনে সে প্রশ্ন করল।

'যা দেখছি বলে যাচ্ছি,' আমি বললাম, 'মন দিয়ে শুনে যাও।' এক অল্পবয়সী যুবতী ধীরপায়ে হেঁটে আসছেন, পরনে দামী ফারের পোষাক, মাথায় ফ্যাশনদুরস্ত টুপি। হাঁটতে হাঁটতে উনি দুপাশের বাড়িগুলোর দিকে বার বার মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। এদিকে তিনজন পুরুষ ও একজন মাঝবয়সী মহিলা যে পেছন থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে, মনে হয় তা ওঁর জানা নেই। একটা ছোঁড়া আবার এসে জুটেছে এদের সঙ্গে। আঙ্গুল তুলে বারবার যুবতীকে দেখিয়ে সে যেন ওকে কি বলছে। এ কেমন নাটক তা বুঝতে পারছিনা। যুবতীটি কি কোনও অপরাধ করে পালিয়েছে আর যারা ওর পিছু নিয়েছে তারা কি গোয়েন্দা, হাতেনাতে ধরার সুযোগ খুঁজছে? অথবা ওরা একদল বদমাশ, ঐ নিরীহ যুবতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাল খুঁজছে? এবিষয়ে আমাদের বিখ্যাত গোয়েন্দা মশায়ের কি অভিমত?'

'বিখ্যাত গোয়েন্দা মশাই ব্যাপার কি তা নিজেকে দেখার জন্য সবচাইতে সহজ পথটি নেবেন, তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়বেন' বলে পয়ারো সত্যিই চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'নাঃ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তোমায় নিয়ে আর পারলাম না।' পয়ারো নীচের দিকে তাকিয়ে আপনমনে মুচকি হাসল, 'ইনি ত ফিল্মষ্টার মিস মেরী মার্ভেল। যাঁরা ওঁর পিছু নিয়েছে তারা বদমাস বা গোয়েন্দা এ দুটোর একটাও নয়, আসলে এরা ওঁর স্তাবক যাকে তোমাদের ভাষায় বলে ফ্যান।

আর এও জেনে রেখো হেস্টিংস, এরা যে ওঁর পিছু নিয়েছে তা কিন্তু মিস মার্ভেলের অজানা নেই।'

'বাঃ, কি সহজ ব্যাখ্যা,' হেসে বললাম, কিন্তু এজন্য আমি কিন্তু একটি মার্কসও তোমায় দেবনা পয়ারো, আসলে যুবতীর মুখ তোমার খুব চেনা তাই সমস্যার সমাধান করতে নেমেছো।'

'তাই নাকি?' পয়ারো গম্ভীর হয়ে গেল। 'মিস মার্ভেলের কটা ছবি তুমি এ যাবৎ দেখেছো বলো ত?'

'তা কম করে ডজন খানেক ত বটেই,' একটু ভেবে জবাব দিলাম।

'এক ডজন ছবি দেখার পরেও তুমি ওঁকে চিনতে পারো নি, পয়ারো বলল 'আর আমি এ পর্যন্ত মিস মার্ভেলের ছবি একটার বেশী দেখিনি। তবু একবার দেখেই ওঁকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, কিন্তু তুমি পারলে না।'

'আসলে ওঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল,' আমি বললাম, 'তাই ঠিক চিনতে পারিনি। মুখে বললেও নিজের যুক্তি আমার নিজের কানে সেই মুহূর্তে খুবই দুর্বল ঠেকল।

'বাঃ, চমৎকার সাফাই গাইলে বন্ধু!' পয়ারো গলা সামান্য চড়ালো, 'তুমি কি আশা করেছিলে যে এই লণ্ডন শহরে উনি হয় খালি পায়ে নয়ত মাথায় কাউবয় টুপি চাপিয়ে কেয়ারি করা চুলের বাহার দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবেন? তোমায় নিয়ে আর পারলাম না, সেই নাচিয়ের কেসটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, সেই যে ভ্যালেরি সেইণ্টক্লেয়ার?'

আমি মুখে কোনও জবাব দিলাম না শুধু হাবে ভাবে পয়ারোকে বুঝিয়ে দিলাম যে তার এহেন আচরণে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছি।

'না না, মুখ কালো করার মত কিছু হয়নি', পয়ারো হঠাৎ শান্ত হয়ে বলে উঠল, 'সবাই ত আর এরকিউল পয়ারো নয়, হতেও পারেনা এটা আমার খুব ভালই জানা আছে।'

'আমি যাকে চিনি সে যেই হোক, তুমি যে তাকে আরও হাড়ে হাড়ে চেনো সেকথা মানছি।' ভেতরে ভেতরে তখন আমি একই সঙ্গে বিরক্তি

আর মজা পাচ্ছি, তবু কথাটা না বলে পারলাম না।

'কি করা যায় বলো পয়ারো বলল।' সেরা লোকেরা তাদের গুণ আর যোগ্যতার কথা জানে, বাকি যারা তারাও একথা মানতে বাধ্য যেমন ধরো মিস মার্ভেল আমার কাছেই আসছেন।'

'কি করে টের পেলে?'

'খুব সোজা ব্যাপার,' পয়ারো বলল, 'এই রাস্তাটা মোটেই বনেদী এলাকা বা বড়লোক পাড়া নয়। কোনও পয়সাওয়ালা নামী ডাক্তার বা ডেন্টিষ্ট এখানে থাকেন না কিন্তু মাথায় প্রচুর বুদ্ধি রাখেন এমন একজন বেসরকারী গোয়েন্দা এখানে থাকেন যার নাম এরকিউল পয়ারো।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একতলার দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। পয়ারো বলে উঠল, 'কেমন, দেখলে? ইনি মিস মার্ভেল না হয়েই যান না।'

পয়ারোর ধারণা ঠিক, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যাণ্ডলেডী যে যুবতীকে পথ দেখিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন তিনি সেই মিস মার্ভেল, কয়েক মিনিট আগে যাঁর সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম।

আমেরিকান চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিস মার্ভেল যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর স্বামী গ্রেগরী বি রলফ নিজেও একজন অভিনেতা, হালে তাঁরা দুজনে ইংলাণ্ডে এসেছেন। মাত্র একবছর আগে আমেরিকায় ওঁদের বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরে এই প্রথম ওঁরা একসঙ্গে এদেশে এলেন। এখানকার মানুষ তাঁদের বিপুল সংবর্দ্ধনা জানিয়েছে, মেরী মার্ভেলের রূপ, যৌবন, তার হালফ্যাশানের পোষাক, ফারের কোট, জড়োয়া গহনা এসব নিয়ে খবরের কাগজওয়ালারা পাগলের মত মাতামাতি করেছে। সেই সব জড়োয়া গয়নার মধ্যে একটি বড় হীরের কথাও কাগজে উল্লেখ করা হয়েছে যার নাম 'দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার' আর একদিক থেকে নামকরণ কত সার্থক হয়েছে বলাই বাহুল্য। সত্যি মিথ্যে জানিনে, তবে অনেকের মুখেই শুনেছি ঐ পেল্লাই হীরে খানা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বীমা করা আছে।

মিস মার্ভেলকে অভ্যর্থনা জানাতে পয়ারো আর আমি দুজনেই উঠে

দাঁড়িয়েছি আর তখনই এসব তথ্য আমার মনে পড়ল।

বাচ্চা মেয়ের মত দেখতে ছোটখাটো মিস মেরী মার্ভেলের বড় বড় নীল দুটি চোখে অপর সরলতা মিশে আছে, পয়ারো নিজেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিল তাঁর সামনে।

'আপনি সব শুনে আমায় পাগল বা যা খুশি ভাবতে পারেন মঁসিয়ে পয়ারো। মিস মার্ভেল চেয়ারে বসেই কোনও ভূমিকা না করে শুরু করলেন, 'তবু বুকভরা বিশ্বাস নিয়েই আমি ছুটে এসেছি। এই ত গতকাল রাতে লর্ড ক্রনশ আমায় বলছিলেন ওঁর ভাইপোর মৃত্যুর রহস্য কি অসাধারণভাবে আপনি সমাধান করেছেন, তখনই মনে হল একবার আপনার শরণ নিই, উপদেশ শুনি। আমার স্বামী গ্রেগরীর মতে গোটা ব্যাপারটা নিছক প্রতারণা, কিন্তু আমার মন সেকথা কেন জানিনা মানতে চাইছে না। বিশ্বাস করুন, এইভাবে দিনরাত দুশ্চিন্তা করলে শীগগিরই আমার মৃত্যু হবে।' এইটুকু বলেই থেমে গেলেন মিস মার্ভেল, হাঁ করে বার বার দম নিতে লাগলেন।

'অত ঘাবড়ে গেলে ত চলবে না মাদাম,' পয়ারো আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'বুঝতেই পারছেন, সব কিছু খুলে না বললে রহস্য আমার কাছে অজানাই থেকে যাবে।'

'এই চিঠিগুলো আমি পেয়েছি,' মিস মার্ভেল তাঁর হাতব্যাগ খুলে তিনটে খাম বের করে তুলে দিলেন পয়ারোর হাতে।

'খুব শস্তা কাগজ,' খামগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পয়ারো মন্তব্য করল, 'নাম ঠিকানা খুব সাবধানে ছাপানো হয়েছে। দেখা যাক ভেতরে। কি আছে।' বলে প্রথম খাম খুলে একটুকরো কাগজ টেনে বের করল সে। পয়ারোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখলাম কাগজে কি যেন মাখানো হয়েছে। সহজ সেই বাক্যটি তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তা এরকম :

'বড় হীরেটি দেবতার বাঁচোখে বসানো ছিল, অবিলম্বে তা যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হল।'

দ্বিতীয় চিঠির ভাষা প্রায় একই তাতে অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য নেই।

তৃতীয় চিঠিতে লেখা :

'তোমায় হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তুমি তাতে কান দাওনি। এবার হীরেটি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। আগামী পূর্ণিমায় দেবতার বাঁ আর ডান চোখে বসানো হীরে দুটি তাঁর কাছে আবার ফিরে আসবে এই ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।'

'প্রথম চিঠিটা পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মজা করছে' ; মিস মার্ভেল নিজে থেকেই বললেন, 'দ্বিতীয়, তৃতীয় চিঠিটা পাবার পরে ভাবনায় পড়লাম। গতকাল তৃতীয় চিঠিটা পেয়ে মনে হল আমি নিজে গোড়ায় ব্যাপারটাকে যত হালকা ভেবেছি আসলে তা নয় বরং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'চিঠিগুলো ডাক মারফৎ আসেনি দেখছি,' পয়ারো বলল।

'না,' মিস মার্ভেল বললেন।

'এক চীনে যুবক ওগুলো দিয়ে গেছে আর সেই কারণেই আমি ভয় পাচ্ছি।'

'কেন ?'

'কারণ তিন বছর আগে গ্রেগরী সান ফ্রানসিসকোতে এক চীনে যুবকের কাছ থেকেই ঐ হীরেটি কিনেছিল।'

'মাদাম,' পয়ারো গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'চিঠিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে আপনি দেখছি সেই—'

'দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার', পয়ারোকে বাধা দিলেন মিস মার্ভেল, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে হীরেটা কেনার পরে গ্রেগরী বলেছিল ওর সঙ্গে এক পুরোনো কাহিনী জড়িয়ে আছে, কিন্তু যে চীনে যুবকটি ঐ হীরে বিক্রী করেছিল সে কিছু বলেনি। গ্রেগরী এও বলেছিল লোকটা যে কোনও কারণেই হোক ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল কোনও মতে জিনিসটা গছিয়ে দিতে পারলে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আর হয়ত এই কারণে হীরেটির যা আসল দাম লোকটি তার দশভাগের একভাগ শুধু দাম হিসেবে দাবী করেছিল। গ্রেগরী বিয়েতে ঐ হীরেটা আমায় উপহার দিয়েছিল।'

আপনার মুখ থেকে সব শুনে আর এই চিঠিগুলো পড়ে যা বুঝলাম তা এক অবিশ্বাস্য গল্প কথা। পয়ারো বলল, 'তা হলেও—কে জানে? ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস ছোট পাঁজিটা একবার হাত বাড়িয়ে দাও ত।'

পয়ারোর নির্দেশ মত ছোট পঞ্জিকাটা বের করে তার হাতে তুলে দিলাম।

'এই ত' পেয়েছি,' কয়েকটা পাতা উল্টে পয়ারো আপন মনেই বলে উঠল এই শুক্রবারেই পূর্ণিমা, তার মানে হাতে আর মাত্র তিন দিন সময় আছে। শুনুন মাদাম, আপনি এখানে এসে আমায় উপদেশ চেয়েছিলেন? এবার সেই উপদেশ আমি দিচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। যে অলীক ইতিহাস আপনার হীরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা হয়ত সত্যি, হয়ত নয়। আমি তাই বলছি, এই শুক্রবার পর্যন্ত আপনি হীরেটা আমার হেপাজতে রাখুন। ঐ দিনটা কেটে গেলে আমরা আমাদের পছন্দমত যেকোন পথ ধরে এগোতে পারব।'

পয়ারোর প্রস্তাব কানে যেতেই মিস মার্ভেলের সুন্দর ফর্সা মুখের ওপর নেমে এল কালো মেঘের ছায়া, মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'তার মানে ওটা এমন এই মুহূর্তে আপনার কাছেই আছে?' পয়ারো মিস মার্ভেলকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল।

কোনও উত্তর না দিয়ে মিস মার্ভেল তাঁর গলা থেকে খুলে আনলেন একটি পাতলা চেন, সেটা মুঠোয় ধরে তিনি এগিয়ে এলেন। পয়ারোর চোখের সামনে এনে হাত খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেল, দেখলাম তাঁর ডান হাতের পাতায় রাখা একখণ্ড সাদা আগুন প্ল্যাটিনামে সেট করা—দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার। সেই চোখ ধাঁধানো একখণ্ড সাদা আগুনের দিকে তাকিয়ে পয়ারো আওয়াজ তুলে শ্বাস নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'মাফ করবেন মাদাম, একটু ছুঁয়ে দেখছি'। বলে হীরেটা দু আঙ্গুলে তুলে নিল সে, খোলা চোখে এক পলক যাচাই করে আবার সেটা তাঁর হাতের মুঠোয় ফিরিয়ে দিয়ে বলল, খাঁটি বেদাগ হীরে, এমন একটা দামী

জিনিস আপনি সব সময় গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কি সর্বনাশ।'

'না, ম'সিয়ে পয়ারো,' মিস মার্ভেল বললেন, 'এটা শুধু আপনাকে দেখানোর জন্য আজ গলায় পরে এসেছি। অন্য সময় এটা আমার গয়নার বাক্সে থাকে সেটা থাকে হোটেলের সেফ ডিপোজিট ভল্টে। আমরা এখানে দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেল-এ উঠেছি, ওখানে যে ভল্ট আছে, এটা সেখানেই রাখা থাকে।'

'তাহলে আপাতঃত এটা আপনি আমার কাছেই রাখছেন, তাই ত?' পয়ারো জানতে চাইল।

'আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না ম'সিয়ে পয়ারো,' মিস মার্ভেল হেসে হেসে বললেন, 'আসলে মুসকিল হয়েছে আসছে শুক্রবার আমরা ইয়ার্ডলি চেজে যাচ্ছি, লর্ড আর লেডি ইয়ার্ডলির কাছে কিছুদিন থাকব আমরা তাই এটা এক্ষুণি আপনার কাছে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

ইয়ার্ডলি চেজ—লর্ড আর লেডি ইয়ার্ডলি! নাম দুটো যেন আগেও শুনেছি বলে আমার মনে হল, কিন্তু কবে, কোথায়, কার মুখে, কি প্রসঙ্গে শুনেছি তা তখনই মনে করতে পারলাম না। মনটা তখনকার মত অন্যদিকে ঘুরিয়ে ভাবতে লাগলাম। একটু ভাবতেই মনে পড়ল আমার কয়েক বছর আগের ঘটনা যা সেইসময় এক বিরাট কেচ্ছার আকার নিয়েছিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হল, বছর কয়েক আগে লর্ড আর লেডি ইয়ার্ডলি একসঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, সেখানে লেডি ইয়ার্ডলির নাম ক্যালিফোর্ণিয়ার এক নামী চলচ্চিত্রাভিনেতার নামের সঙ্গে জড়িয়ে কেচ্ছা রটেছিল! কি আশ্চর্য? বিদ্যুৎ ঝলকের মত সেই অভিনেতার নাম আমার মনে পড়ে গেল—গ্রেগরী বি রলফ, অর্থাৎ মিস মেরী মার্ভেলকে যিনি বিয়ে করেছেন বলে জেনেছি, সেই ভদ্রলোক।

'একটা খুবই গোপনীয় বিষয় আমি আপনাকে জানাচ্ছি, ম'সিয়ে পয়ারো,' মিস মার্ভেল মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, "লর্ড ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক চুক্তির কথাবার্তা চলছে, ওর পূর্বপুরুষেরা যেখানে দিন কাটাতেন সেই জায়গায় আমরা একটা ছবির সুটিং করব ভাবছি, অতীতের

ইয়াড´লি নাইট আর জমিদারদের কেন্দ্র করেই ঐ ছবি তোলা হবে।'

'তার মানে আপনি ইয়ার্ডলি চেজের কথা বলছেন,' আমি বিস্ময় চাপতে না পেরে চেঁচিয়ে বললাম, 'ইংল্যাণ্ডে যত দেখার মত জায়গা আছে ইয়ার্ডলি চেজ তাদের মধ্যে একটি।'

'ঠিকই ধরেছেন', মিস মার্ভে´ল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন,' পুরো ব্যাপারটার জন্য লর্ড´ চেজ প্রচুর দাম হাঁকছেন, আমি এখনও জানিনা শেষ পর্যন্ত কাজটা আদৌ হবে কিনা। তবে গ্রেগ একটু বেপরোয়া গোছের লোক, তাছাড়া ব্যবসায় মধ্যে কিছু আমোদ প্রমোদ টেনে আনা ওর বরাবরের শখ।'

কিন্তু আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'আমার অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই বলছি, আপনার ঐ দামী হীরেটা সঙ্গে নিয়ে ইয়াড´লি চেজে কি আপনার না গেলেই নয়?'

'উঁহু,' মিস মার্ভে´লের ছেলেমানুষী ভরা চাউনী নিমেষে ধূর্ততার কাঠিন্যে মিলিয়ে গেল, কিছুটা শক্ত গলাতে তিনি বললেন, 'এটা গলায় পরেই আমি ওখানে যাব।'

'তাহলে তাই যান,' আমিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুর পাল্টে বললাম 'লর্ড´ ইয়াড´লির কাছেও শুনেছি এমন প্রচুর দামী রত্ন আছে যাদের পেছনে আছে কোনও না কোন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, এছাড়া একটা বড় হীরেও তাঁদের কাছে আছে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন,' মিস মার্ভে´ল সংক্ষেপে বললেন।

'তাহলে লেডি ইয়াড´লির সঙ্গে আপনার ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে।' পয়ারো প্রশ্ন করল, 'নাকি আপনার পতিদেবতা ওকে আগেই চিনতেন?'

'লেডি ইয়াড´লি তিনবছর আগে আমেরিকায় গিয়েছিলেন,' একমুহূর্ত দ্বিধা করে কি ভেবে উত্তর দিলেন মিস মার্ভে´ল, 'তখনই ওঁদের চেনাজানা হয়েছিল। ইয়ে-আপনারা কেউ সোসাইটি গসিপ কাগজটা পড়েন?'

পয়ারো আর আমি দুজনেই তাঁর প্রশ্ন শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করলাম।

'জানতে চাইছি তার কারণ এ হপ্তায় ঐ কাগজে বিখ্যাত প্রচীন রত্ন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে আর ওটা সত্যিই পড়ে দেখার মত—' বলেই

তিনি চুপ করে গেলেন।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, এককোণে রাখা সেই কাগজটা নিয়ে আবার ফিরে এলাম। কাগজটা চোখে পড়তেই মেরী আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন, নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি খুঁজে বের করে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন।

'...অন্যান্য বিখ্যাত প্রাচীন রত্নের মধ্যে আছে 'ষ্টার অফ দ্য ইস্ট' নামে একটি বড় বেদাগ হীরে যা বহু বছর ধরে ইয়ার্ডলির জমিদার পরিবারের হেপাজতে আছে। বর্তমান লর্ড ইয়ার্ডলির কোন ও এক পূর্বপুরুষ চীন থেকে ঐ হীরেটি নিয়ে এসেছিলেন, এর সঙ্গে এক অলীক কাহিনী জড়িত তা হল, কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের ডান চোখে বসানো ছিল ঐ হীরে। হুবহু ঐরকম আরেকটি হীরে বসানো ছিল ঐ বিগ্রহের বাঁ চোখে, এবং কথিত আছে, এই হীরেটিও চুরি হবে। "একটি হীরে যাবে পশ্চিমের কোন একটি দেশে, অন্যটি যাবে পূর্বদিকে। ভবিষ্যতে ঐ দুটি হীরে ফিরে আসবে সেই মন্দিরের বিগ্রহের কাছে।" এটা নিছক কাকতালীয় যে বর্তমানে ঐরকম একটি হীরের নাম শোনা গেছে বা 'স্টার অফ দ্য ওয়েস্ট' অথবা 'দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার' নামে পরিচিত আপাততঃ বিখ্যাত চিত্রতারকা মিস মেরী মার্ভেলের হেপাজতে ঐ হীরেটি আছে। দুটি রত্নের মধ্যে সাদৃশ্য ওজনগত তুলনা সত্যিই যথেষ্ট কৌতুহল জাগাবে।'

'ও এই হল ব্যাপার,' পয়ারো নিজের মনে বলে উঠল 'প্রথম প্রেমের ফল।' পরমুহূর্তে মেরীর দিকে তাকাল সে, গম্ভীর গলায় বলল, 'এসব পড়েও আপনি এতটুকু ভয় পাচ্ছেন না মাদাম? ধরুন, কোনও চীনে বদমাশ শেষপর্যন্ত সত্যই ওখানে আপনার সামনে এসে হাজির হল তারপর দুটি হীরে একসঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে সে চলে গেল তার দেশ চীনে, তখন কি করবেন আপনি?'

পয়ারো যে মেরীকে নিছক ঘাবড়ে দেবার উদ্দেশ্যে এসব বলছে তা বুঝতে আমার বাকি নেই, কিন্তু এও জানি যে পয়ারোর হাসি ঠাট্টার মধ্যেও কোনও না কোনও গুরুতর কিছু লুকিয়ে থাকে সেটা পরে ধরা পড়ে।

'লেডি ইয়ার্ডলির কাছে যে হীরেটা আছে আমি জানি সেটা আমারটার মত এত ভাল নয়', মেরীর গলায় চিরকালের নারী সত্বা ফুটে বেরোল, 'তবু আমি একবার নিজের চোখে ওটা দেখতে চাই।'

পয়ারো হয়ত কিছু বলত কিন্তু তার আগেই বন্ধ দরজা বাইরে থেকে সজোরে গেল খুলে সেই সঙ্গে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষ মানুষ ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর চুলের বাহার থেকে শুরু করে পায়ের চামড়ার জুতোজোড়া দেখে যে কেউ রোমান্টিক নায়ক ছাড়া আর কিছু ভাববে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম ইনি কে।

'ভাবলাম এবার তোমায় ডাকব মেরী,' গ্রেগরী রলফ ঘরকাঁপানো গলায় বলে, উঠলেন, 'শেষকালে নিজেই চলে এলাম। যাক, ম'সিয়ে পয়ারো আশাকরি সব শুনেছেন, এই সমস্যা সম্পর্কে তাঁর কি অভিমত তাই একবার শুনি। আমার নিজের ধারণা, এ নিছক ভয় দেখিয়ে লোক ঠকানোর কারবার, জানি না আপনি কি বলবেন?'

পয়ারো গ্রেগরীর দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি হেসে বলল, 'সে যাই হোক না কেন মিঃ রলফ, আমি আপনার স্ত্রীকে বারণ করেছিলাম যাতে উনি অতবড় হীরেটা সঙ্গে নিয়ে আসছে শুক্রবার দিন ইয়ার্ডলি চেজে না যান।'

'এবিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত, রলফ বললেন মেরীকে, 'আমি আগেই হুঁশিয়ার করেছিলাম, কিন্তু হলে কি হবে, মেরী নিজে ষোলআনা মেয়েমানুষ, গয়নাগাঁটির ব্যাপারে আরেকজন মেয়েমানুষের কাছে সে হার স্বীকার করে কি করে?'

'কি সব বাজে বকছ, গ্রেগরী!' মেরী রলফকে কড়াগলায় ধমক দিলেন বটে, কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম পুলক মেশানো লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখখানা।

'মাদাম' পয়ারো কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'আমি আপনাকে আমার সাধ্যমত সদুপদেশ দিলাম, এর বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মেরী আর রলফকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসল তার চেয়ারে খুশিখুশি মুখ করে বলল।

'পতিদেবতাটি ভাল সন্দেহ নেই, একদম মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছেন। তবু উনি খেলোয়াড় নেহাৎই কাঁচা, মেয়েদের খেলানোর কৌশলটা উনি জানেন না।'

কয়েক বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রেগরীর সঙ্গে লেডি ইয়ার্ডলির অসামাজিক প্রেম ভালবাসার সত্য কাহিনী এবার পয়ারোকে যতদূর মনে আছে বললাম, শুনে সে এমন ভাব দেখালো যা দেখে মনে হল ঘটনাটা তারও মনে আছে।

'আমিও ঠিক এমন কিছুই ধরে নিয়েছিলাম, পয়ারো বলল, 'যাক, মন দিয়ে শোন আমি একটু বেরোচ্ছি খানিক পরেই ফিরে আসব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোর।'

পয়ারো বেরিয়ে যেতে আমি দুচোখ বুঁজে একট ঘুমোবার চেষ্টা করছি এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় মৃদু টোকা দেবার শব্দ হল। চোখ মেলতেই দেখি ল্যাণ্ডলেডি মিসেস মাচিনসন ঘরের ভেতরে দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক করে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়েছেন। আমি চোখ মেলতেই তিনি বললেন, ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস, আরেকজন ভদ্রমহিলা ম'সিয়ে পয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, দেখে মনে হল দূরের গাঁ গঞ্জের লোক। উনি কাজে বেরিয়েছেন শুনে ভদ্রমহিলা বললেন তাঁর খুব দরকার ম'সিয়ে পয়ারো ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

"তাঁহলে ওকে বরং এখানেই নিয়ে আসুন, মিসেস মাচিনসন,' আমি বললাম, 'হয়ত আমি ওঁর জন্য কিছু করতে পারি।'

একটু পরে মিসেস মাচিনসন যে ভদ্রমহিলাকে ভেতরে নিয়ে এলেন তাঁকে দেখেই আমার বুকের ভেতরের কলজেটা ধুকপুক করে উঠল বারেকের জন্য। হ্যাঁ, এ মুখ আমার খুবই পরিচিত। এ দেশের সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল সমাজের বিভিন্ন কেচ্ছা কেলেংকারী নিয়ে প্রকাশিত মুখরোচক কাহিনী গুলোতে এই মুখের ফোটো বহুবার ছেপে বেরিয়েছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটি চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন, লেডি ইয়ার্ডলি, আমার বন্ধু ম'সিয়ে পয়ারো একটু বেরিয়েছেন, অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি

ফিরে আসবেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লেডি ইয়ার্ডলি বসলেন আমার মুখোমুখি। কিছুক্ষণ আগে যিনি এসেছিলেন সেই মেরী মার্ভেলের তুলনায় ইনি অত্যন্ত অন্য রকম। লম্বা, ঘণ তামাটে গায়ের রং, মুখখানা ফ্যাকাশে হলেও এক সম্ভ্রান্ত গর্ববোধ সেখানে ফুটে উঠেছে। তাঁর দু'চোখ অদ্ভুত দীপ্তিময়, ঠোঁট দুটি কামনামদির।

তাঁর সমস্যা নিয়ে কথা বলার সাধ জাগল আমার মনে। আর জাগবে নাই বা কেন? বন্ধুবর পয়ারো সামনে থাকলে বেশীর ভাগ সময় আমি কিছু অসুবিধা বোধ করি—নিজের কের্দানি দেখাতে পারি না বলে। তা হলেও গোয়েন্দাগিরি করার কিছু ক্ষমতা সীমিত পরিমাণে যে আমার মধ্যেও আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভেতরের সেই তাগিদেই সামনের দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললাম, 'লেডি ইয়ার্ডলি, আপনি কেন কি কারণে এখানে এসেছেন তা আমি জানি। হীরে সম্পর্কে আপনি অচেনা কোনও লোকের কাছ থেকে উড়ো চিঠি পেয়েছেন যা ব্ল্যাকমেমিং বলে আপনার সন্দেহ হচ্ছে।'

প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে লেডি ইয়ার্ডলির গাল দুটো গেল চুপসে, আমার মনে হল সেখানকার সব রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। হাঁ করে অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি কি ভাবে জানলেন?'

'এত সাধারণ যুক্তির নিয়ম,' আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললাম, 'মিস মেরী মার্ভেল যদি ভয় দেখানো চিঠি পান তাহলে—'

'মিস মার্ভেল?' লেডি ইয়ার্ডলি ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন, 'উনি এখানে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' স্বাভাবিক সুর বজায় রেখে বললাম, 'অর্থাৎ কিছুক্ষণ হল উনি গেছেন। তা যা বলছিলাম, জোড়া হীরের একটি ওঁর কাছে আছে আর তাকে কেন্দ্র করেই উনি যখন বারবার ভয় দেখানো রহস্যময় চিঠি পাচ্ছেন তখন অন্য হীরেটি যাঁর হেপাজতে আছে সেই আপনিও নিশ্চয়ই একই ধরণের কিছু উড়ো চিঠি পেয়েছেন। এটা কত সহজ ও সরল ব্যাপার তা দেখলেন তো? তাহলে বলুন, আপনিও ঐরকম কয়েকটি ভয় দেখানো চিঠি

পেয়েছেন ?'

মুহূর্তের জন্য তিনি দ্বিধা করলেন যা দেখে মনে হল আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলা ঠিক হবে কি না তা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে বিনীতভাবে জানালেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'কি ভাবে পেয়েছেন চিঠিগুলো,' প্রশ্ন করলাম, 'কোনও চীনে যুবক এসে কি হাতে হাতে দিয়ে গেছে ?'

'আজ্ঞে না,' লেডি ইয়ার্ডলি বললেন, 'চিঠিগুলো সব ডাকে পেয়েছি। আচ্ছা বলুন না, মিস মার্ভেলের বেলাতেও কি একই রকম সব ঘটনা ঘটেছে ?'

আমি সকালবেলায় যা যা ঘটেছে সব তাঁকে জানালাম, লেডি ইয়ার্ডলি সব কিছু মন দিয়ে শুনে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুজনের বেলায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে, ওঁকে যে চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছে আমাকেও পাঠানো চিঠিগুলো তাদেরই প্রতিলিপি। একটাই তফাৎ যে উনি হাতে হাতে চিঠিগুলো পেয়েছেন আর আমি পেয়েছি ডাকে। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি তাহল আমি যে চিঠিগুলো পেয়েছি তাদের সবকটায় মিশে আছে একরকম অদ্ভুত কড়া গন্ধ, যেমন গন্ধ পাওয়া যায় ধূপকাঠি জ্বালালে। এই গন্ধ পাবার পরে আমার মনে হচ্ছে চিঠিগুলো পূবের কোনও দেশ থেকে হয়ত এসেছে। কিন্তু এ সবের মানে কি বলতে পারেন।'

'সেটাই ত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে,' তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে বললাম, 'চিঠিগুলো আপনি সঙ্গে এনেছেন ? ডাক টিকেটের ওপর যে শীলমোহর পড়েছে তা দেখে আমরা হয়ত কিছু খুঁজে পেতাম।'

'খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে খামসমেত সবগুলো চিঠি আমি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি,' লেডি ইয়ার্ডলি জানালেন, 'গোড়ায় আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে কেউ নিছক মজা পাবার জন্য আমায় এমনি ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখছে। একদল চীনে বদমাস সত্যিই ঐ হীরে দুটো যোগাড় করতে উঠে পড়ে লেগেছে একথা বিশ্বাস করতে কি মন চায় ? কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে এই ধারণা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে বলতে পারেন ?'

যে সব ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে আমরা দুজনে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম কিন্তু তাতে রহস্যের সামান্যতম সমাধানও হল না। সেখানে লেডি ইয়ার্ডলি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে হচ্ছে ম'সিয়ে পয়ারোর জন্য আর অপেক্ষা করে আমার লাভ হবে না। আমি যেজন্য এসেছিলাম আশাকরি সে সবই আপনি ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারছেন, কেমন? যথেষ্ট ধন্যবাদ আপনাকে, ইয়ে কি যেন আপনার নাম—'

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?'

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। ক্যাভেণ্ডিসরা আপনার খুব চেনা, তাই না? মেরী ক্যাভেণ্ডিসই আমায় ম'সিয়ে পয়ারোর কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

পয়ারো ফিরে এলে আমি তার অনুপস্থিতিতে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম এবং তাঁর কাছ থেকে যা যা জেনেছি সবকিছু খুলে বললাম, সব শুনে সে লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে জানার জন্য যেভাবে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগল তা রীতিমত জেরার পর্যায়ে পড়ে।

পয়ারোর জেরার ধরণ শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে কিছুক্ষণ আগে বাইরে যেতে হয়েছিল বলে এখন তার ক্ষোভ হয়েছে, লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে দেখা না হওয়ায় মোটেই খুশি হয়নি সে। আমার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখাটা এখন তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে এখনও মনে হচ্ছে যে আমার বুদ্ধির কোনও সমালোচনা করার পথ না পেয়ে ও ভেতরে ভেতরে খুবই ক্ষেপে উঠেছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে আমি ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম, কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে বললে পাছে খ্যাঁক করে ওঠে সেই ভয়ে চুপ করে রইলাম। যতই খিটখিটে মেজাজ আর বজ্জাতি বুদ্ধি থাকুক না কেন তবু এই বাঁটকুল ও মহা ধুরন্ধর বন্ধুর সঙ্গে আমি সর্বদা একাত্ম হয়ে থাকি।

'তাহলে মতলব মতই সব এগোচ্ছে', অনেকক্ষণ অদ্ভুত চাউনী মেলে তাকিয়ে থেকে পয়ারো মন্তব্য করল, 'হেস্টিংস, ঐ ওপরের তাকে ইংল্যাণ্ডের

জমিদারদের কুলজীখানা রাখা আছে, কষ্ট করে ওটা একটু পেড়ে আনো ত।'

'এই ত, পেয়েছি।' জমিদারদের কুলজীর কয়েকটা পাতা পরপর উল্টে এক জায়গায় ও থামল, 'ইয়ার্ডলি জমিদার বংশ…এখন যিনি জমিদার তিনি ঐ বংশের দশম ভাইকাউন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে একটি ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন…হুঁ। ১৯০৭ সালে ব্যারণ বংশের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী মড স্টপারটেনকে বিয়ে করেন… হুঁম্…হুঁম্…হুঁম্। দুই মেয়ের বাবা একজন ১৯০০, আরেকজন ১৯১০ সালে জন্মেছে। এইসব ক্লাবে যাতায়াত আছে নিবাস…না, এখানে যা জানতে চাইছি তা নেই। তবে হেস্টিংস, আগামীকাল সকালে আমরা ইয়ার্ডলির এই হুজুরের কাছে যাচ্ছি।'

'কি?'

'হ্যাঁ, ঐ যা বললাম। যাচ্ছি বলে আমি ওঁকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।'

'আমি ত ভেবেছিলাম এই কেস তুমি করবে না স্থির করেছো,' আমি বললাম।

'তোমার ভাবনাটা কি পুরোপুরি ঠিক হয়নি.' পয়ারো বলল, 'মিস মারভেল আমার উপদেশ মানতে চাননি তাই আমি ওঁর হয়ে কাজ করব না। তবু আমি এই কেসের তদন্ত চালিয়ে যাব, আর তা শুধু আমার নিজের—এরকুল পয়ারোর আত্মতৃপ্তির জন্য। নাচতে নেমে আর ত পিছিয়ে যাওয়া যায় না ভাই।'

'এবং শুধু তোমার আত্মতৃপ্তির জন্য তুমি লর্ড ইয়ার্ডলিকে গাঁ ছেড়ে সাত তাড়াতাড়ি শহরে আসবার জন্য টেলিগ্রাম করেছো? বড় হুজুর কিন্তু তোমার এহেন আচরণে আচরনে আদৌ খুশি হবেন না।'

'হবেন, খুশি হবেন,' পয়ারো মুচকি হাসল, 'ওদের এতদিনের ঐতিহ্যবাহী দামী হীরেটি যদি আমার জন্য শেষপর্যন্ত বেঁচে যায় তখন উনি সত্যিই খুশি হবেন কি আজীবন কৃতজ্ঞও থাকবেন।'

'তাহলে—তাহলে তুমি বলতে চাও ওটা খোয়া যাবার সম্ভাবনা সত্যিই আছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'সেটা প্রায় নিশ্চিত, পয়ারো জবাব দিল, 'ঘটনাপ্রবাহ যে ঐদিকেই

যাচ্ছে তা কি তুমি নিজেও বুঝতে পারছো না ?'

'কিন্তু কিভাবে ? কেমন করে ?'

'ব্যস, আর একটি কথাও নয় ক্যাপ্টেন, দোহাই তোমার। অযথা কথা বলে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়োনা। পয়ারো ইংল্যাণ্ডের জমিদারদের পেল্লাই কুলজীখানা বন্ধ করে আমার হাতে ফিরিয়ে দিল, 'নাও, বইখানা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে রেখে দাও। থাকে থাকে ভালো করে বইগুলো রেখো। মোটা আর বড় বইগুলো রাখো একদম ওপরে। মাঝারীগুলোকে রাখো তার নীচে, আয়তনে ছোট যেগুলো সেগুলো রাখো তার নীচে, এইভাবে। সবকিছুতেই একটা শৃঙ্খলা থাকা দরকার। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস যে কথাটা এর আগেও বহুবার পইপই করে শুনিয়েছি তোমায়।'

'ঠিক বলেছো,' বলে আমি সেই বিকালে বইখানা দুহাতে তুলে নিয়ে তার আগের জায়গায় ঢুকিয়ে দিলাম।'

লর্ড ইয়ার্ডলি বেশ হৈচৈ করা আমুদে স্বভাবের লোক এবং সুরসিক।

'কি সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে দেখুন, মঁসিয়ে পয়ারো যার ল্যাজা মুড়ো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না', লর্ড ইয়ার্ডলি বললেন, 'আশা করি শুনেছেন যে আমার গিন্নী কতগুলো উড়ো চিঠি পেয়েছেন, আবার ও একই ধরণের চিঠি পেয়েছেন মিস মারভেলও। আপনিই বলুন, এসবের মানে কি ?'

পয়ারো সোসাইটির মাসিক পত্রিকার একটি সংখ্যা তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'তার আগে মিঃ লর্ড, আমি জানতে চাই হীরে সম্পর্কে যা কিছু এখানে ছেপে বেরিয়েছে তা সত্যি কিনা ?'

'একনজর তাকিয়ে খবরটুকু পড়ে তাঁর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, কাগজ-খানা তখুনি পয়ারোকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

'এসব পুরো গাঁজাখুরি গপ্পো। হীরের পিছনে কোনও অলীক কাহিনী নেই, কোনকালে ছিলও না। এ হীরেটি এসেছে ভারত থেকে, অন্ততঃ আমার নিজের তাই দৃঢ় বিশ্বাস, কোনও চীনে ঠাকুর দেবতার চোখে হীরে বসানো ছিল এমন কথা কখনও শুনিনি।'

'তা সত্ত্বেও এ হীরেটি 'দ্য ষ্টার অফ দ্য ইষ্ট' নামেই খ্যাত।'

'বেশ, কিন্তু তাতে হল কি? লর্ডের পাল্টা প্রশ্ন শুনে বুঝলাম তিনি বেশ চটেছেন।'

পয়ারোর ঠোঁটে এবার ফুটে উঠল অর্থব্যঞ্জক হাসি, স্বাভাবিক সুরে সে বলল, 'মি লর্ড, আপনি আপনার এই সমস্যাটা পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দিন। কোনরকম সঙ্কোচ না করে যদি তা করেন, তাহলে আপনার বিপদ কাটিয়ে দিতে পারব এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'তাহলে আপনার মতে এসব নেহাৎ গালগপ্পো নয়, এর ভেতরে কিছুটা সত্যি আছে?'

'আপনি কি আমার কথামত কাজ করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব, কিন্তু—'

'তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করছি, আশা করি সদুত্তর দেবেন। ইয়ার্ডলি ষ্টেজে স্যুটিং করার ব্যাপারে আপনি কি মিঃ রলফের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছেন?'

'ও, উনি আপনাকে এ বিষয়ে সব বলেছেন, তাই না? না, এখনও পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে তেমন কিছু হয়নি,' সামান্য ইতস্ততঃ করলেন লর্ড ইয়ার্ডলি। তাঁর মুখের পোড়া রং ইঁটের মত রং লালচে হয়ে উঠেছে দেখে বুঝলাম ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়েছেন।

'মঁসিয়ে পয়ারো, জীবনে বহুবার আমাকে ঠকতে হয়েছে—কাল পর্যন্ত দেনায় ডুবে আছি আমি—কিন্তু আমি সব ঝেড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াতে চাই। আমি আমার সন্তানদের ভালবাসি, সেইসঙ্গে যা কিছু ঝামেলা সব চুকিয়ে ফেলতে চাই, তাছাড়া আমার পৈতৃক জমিদারীতেই জীবন কাটাতে চাই। গ্রেগরী রলফ্ আমায় প্রচুর টাকা দিতে চাইছেন। আমার ধার দেনা মিটিয়ে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে যে টাকা দরকার, ওঁর অফার করা টাকার পরিমাণ তার চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু এ টাকা নিতে আমার মন চাইছে না—বাড়ির ভেতরে স্যুটিং হচ্ছে, ভীড়ের গাদাগাদি হৈচৈ, চেঁচামেচি, এসব ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়—কিন্তু হয়ত আমাকে

তাই মেনে নিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নয়—' এইটুকু বলেই থেমে গেলেন লর্ড ইয়ার্ডলি।

পয়ারো এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চাউনী মেলে দেখছিল তাঁকে, তিনি থামেই সে বলে উঠল।

'তাহলে আপনার হাতে আরও একটি বিকল্প আছে? সেটা কি 'দ্য স্টার অফ দ্য ইষ্ট?' আপনি কি ঐ হীরেটা বিক্রী করার কথা বলছেন?'

'ঠিকই ধরেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন লর্ড ইয়ার্ডলি, 'গত কয়েক পুরুষ ধরে ঐ হীরেটা আমাদের পরিবারে আছে। মজার ব্যাপার দেখুন, পূর্বপুরুষেরা কেউ ওটাকে দেবত্র সম্পত্তি করে যাননি যার ফলে ওটা বিক্রী করার অধিকার আমার পুরোপুরি আছে। তাহলেও এমন দুর্লভ হীরে কিনবে এমন খাঁটি সমঝদার খদ্দেরই বা কোথায় ক'জন আছে? হ্যাটন গার্ডেন কোম্পানীর দালাল আছে হফবার্গ, ভাল খদ্দের খুঁজে বের করার কথা ওকে অনেক বলে দেখেছি। কিন্তু তেমন খদ্দের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে খুঁজে বের করতে হবে নয়ত আমায় শেষকালে জলের দরে এটা বেচে দিতে হবে।'

'আর একটা প্রশ্ন, মিলর্ড,' পয়ারো প্রশ্ন করল, 'আপনি যা করতে চাইছেন তাতে লেডি ইয়ার্ডলির মত আছে?'

'উনি হীরেটা বিক্রী করতে মোটেই চান না, লর্ড জবাব দিলেন, 'মেয়েমানুষের স্বভাবের কথা আপনাকে আর কি বলব। উনি চান আমাদের বাড়িতে ছবি তোলা হোক, বড় বড় তারকারা আসুন শুটিং করুন, এইসব।'

'আপনি এক্ষুণি বাড়ি যেতে চাইছেন, মিলর্ড?' পয়ারো এক মুহূর্ত কি ভেবে বলল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার যেসব কথাবার্তা হল তা ভুলেও যেন কাউকে বলবেন না। মনে রাখবেন আমরা আজই বিকেল পাঁচটার কিছু পরে ওখানে যাচ্ছি।'

'বেশ, কিন্তু অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না,' লর্ড ইয়ার্ডলির গলায় নিশ্চিন্ততার কোনও ভাব সত্যিই পেলাম না।

'আপনার হীরেটা যাতে খোয়া না যায় তা আমি দেখব, এটাই আপনি চান, তাই না?' পয়ারো বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু।'

'তাহলে যা বলছি তাই করুন।'

বিভ্রান্ত মুখে ইয়ার্ডলি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরে আমরা পৌঁছোলাম ইয়ার্ডলি চেজে লর্ড ইয়ার্ডলির খাস জমিদারীতে। দু'কাঁধে সোনালী জরির বিল্লা আঁটা ফুলহাতা সাদা জ্যাকেট আর লাল ফিতে লাগানো ট্রাউজার্স পরা এক পেটমোটা বাটারের পেছন পেছন পয়ারো আর আমি এসে হাজির হলাম ইয়ার্ডলি ভবনের ড্রইংরুমে। ঘরের ভেতরে পুরোনো জমানার অভিজাত্যের ছাপ এখনও টিঁকে রয়েছে, ফায়ার প্লেসের কাঠ জ্বলছে গমগম করে। ঘরের এক-কোণে দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরী লেডী ইয়ার্ডলি তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, মেয়ে দুটিও তাদের মায়ের মতন সুন্দর দেখতে। ঘন কালো চুলে ভরা মাথাটা গর্বিত ভঙ্গীতে মেয়েদের মাথার ওপর নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লেডী ইয়ার্ডলি। অপুর্ব দেখাচ্ছে তাঁকে এভাবে। লর্ড ইয়ার্ডলি হাসিমুখে মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাটলার দুপা এগিয়ে আমাদের আগমনবার্তা জানাতেই ইয়ার্ডলি নিমেষে চমকে উঠে তাকালেন, তাঁর স্বামীর পয়ারোর মুখের দিকে তাকানোর ভঙ্গী দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে অতঃপর কি করবেন তা ইঙ্গিতে জানতে চাইছেন তার কাছে।

'মাফ করবেন,' পয়ারো পরিস্থিতি সামাল দিতে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মিস মারভেলের কেসের তদন্ত এখনও আমি চালিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আগামী শুক্রবার দিন ত ওঁর এখানে আসার কথা, তাই না? তার আগে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তা নিজের চোখে একবার দেখতেই আমি চলে এলাম। আর হ্যাঁ, তাছাড়া আমার এখানে আসার পেছনে আরো একটা কারণ আছে —আমি লেডী ইয়ার্ডলির কাছে জানতে এসেছি যেসব উড়ো চিঠি উনি

পেয়েছিলেন তাদের সাথে কোন পোষ্ট অফিসের ছাপ মারা ছিল তা ওঁর মনে আছে কি ?'

'দুঃখিত,' লেডী ইয়াড´লি ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'নামগুলো আমার এই মুহূর্তে আদৌ মনে পড়ছে না। চিঠিগুলো নষ্ট করে আমি খুবই বোকামি করেছি একথা স্বীকার করছি, কিন্তু আমারই বা কি দেব বলুন, ব্যাপারটা যে শেষকালে এমন গুরুত্ব নেবে তা আমি আগে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আপনারা রাতটা এখানেই থাকছেন ত ?' লর্ড ইয়াড´লি জানতে চাইলেন।

'না, মিলর্ড', পয়ারো চটপট জবাব দিল, 'আমরা এখানে পৌঁছেই একটা সরাইয়ে উঠেছি মালপত্র সব সেখানেই আছে তাই এখানে থেকে আপনাদের অসুবিধা করতে চাইছি না।'

'আমাদের অসুবিধার কিছু নেই,' লর্ড ইয়াড´লি বললেন, 'আমি এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে নিচ্ছি। না, না, বিশ্বাস করুন, আপনারা এখানে থাকলে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।' লর্ড ইয়াড´লি বারবার অনুরোধ করছেন দেখে পয়ারো আর আপত্তি করল না। লেডি ইয়াড´লির পাশে বসে তাঁর মেয়ে দুটির সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল সে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পয়ারো মেয়েদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল, পয়ারোর ইশারায় আমাকেও হাত ধরে টেনে তাদের পাশে এনে বসিয়ে দিল তারা। কিছুক্ষণ বাদে গালফুলো গম্ভীর দেখতে একজন ধাই মেয়েদের ভেতরে নিয়ে যেতে এল, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও মায়ের চোখের ইশারায় তারা ধাইয়ের পেছন পেছন ভেতরে চলে গেল।

'মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল তার ছেলেবেলা,' লেডী ইয়াড´লির উদ্দেশ্যে মন্তব্য করতে গিয়ে পয়ারোর গলা থেকে একরাশ শ্রদ্ধা ঝরে পড়ল। 'আপনার সন্তানদের দেখে আজ সেকথা নতুন করে মনে পড়ল।'

'ওদের আমি কত স্নেহ করি, ভালবাসি তা বলে বোঝাতে পারব না।' কথাটা বলতে গিয়ে লেডী ইয়াড´লির গলাটা আবেগে বুঁজে এল।

'ওরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে,' কুর্নিস করার ভঙ্গিতে মাথা ঈষৎ

ঝুঁকিয়ে পয়ারো বলল, 'এবং তার সঙ্গত কারণও আছে।'

জমিদার বাড়িতে থাকাই যখন সাব্যস্ত করেছি তখন সেখানকার যাবতীয় রীতি মেনে চলতেই হবে। খানিক বাদে বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজতেই বাটলার এল আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। এমন সময় আরেকজন বাটলার একটা থালায় একটা মুখবন্ধ খাম নিয়ে এসে দাঁড়াল লর্ড ইয়ার্ডলির সামনে।

'মাফ করবেন, মঁসিয়ে পয়ারো।' লর্ড ইয়ার্ডলি খামটা তুলে একপলক চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এত দেখছি টেলিগ্রাম।' খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে তারবার্তা বের করে ভাল করে পড়লেন তিনি তারপর বললেন, 'আপনাকে এটা জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য, মঁসিয়ে পয়ারো। টেলিগ্রাম করেছে হফবার্গ, ও লিখেছে আমাদের হীরেটা কেনার মত একজন আমেরিকানের সন্ধান ও পেয়েছে, আগামীকাল ওর জাহাজ ছাড়বে। তার আগে আজ রাতে ওরা ওদের লোক পাঠাবে, সে এসে পাথরটা যাচাই করে যাবে। হে ঈশ্বর, সত্যিই যদি ওটা এত সহজে বিক্রী হয় তাহলে.' এইটুকু বলেই লর্ড ইয়ার্ডলি কেন জানিনা হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেলেন। লেডী ইয়ার্ডলি টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'জর্জ, পাথরটা এত দিন ধরে আমাদের পরিবারে আছে ওটা তুমি বিক্রী করতে চাইতো তা আমার ইচ্ছে নয়'—বলে তিনিও চুপ মেরে গেলেন মনে হল স্বামীর কাছ থেকে কোনও উত্তর আশা করছেন, কিন্তু তাঁর স্বামী একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লেডী ইয়ার্ডলি আপনমনে বলে উঠলেন, 'যাই, পোষাকটা পাল্টে ফেলি, মালটা দেখাবার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে,' বলেই পয়ারোর দিকে তাকিয়ে ভুরু সামান্য কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এত বিশ্রী নোংরা আর ভয়ানক নেকলেসের নকশা আগে কোথাও হয়নি। পাথরগুলো নতুন করে সেট করে একটা নেকলেস গড়িয়ে দেবে একথা জর্জের মুখে বহুবার শুনেছি, কিন্তু এ কথা দেয়াই সার হয়েছে, নতুন নেকলেস আজও আমার কপালে জোটেনি।' বলেই তিনি ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

আরও আধঘণ্টা কাটল, বিশাল ড্রইংরুমে আমরা তিনজন বসে আছি

লেডী ইয়ার্ডলির অপেক্ষায়।—ডিনারের সময় কয়েক মিনিট হল পেরিয়েছে।

হঠাৎ সামান্য খস্ খস্ শব্দ হতে চোখ তুলে দরজায় দিকে তাকালাম, দেখলাম পা পর্যন্ত লম্বা দামী সাদা পোষাক পরে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন লেডী ইয়ার্ডলি। তাঁর গলার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, মনে হল সেখানে যেন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে সাদা আগুনের স্রোতরাশি। পরমুহূর্তে বুঝতে পারলাম সাদা আগুন বলে যা মনে হচ্ছে তা আসলে হীরের জ্যোতি—দ্য ষ্টার অফ দ্য ইষ্ট!' বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে সেই হীরের নেকলেসটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লেডী ইয়ার্ডলি গর্বিত ভঙ্গিতে, এইমুহূর্তে তাঁকে ঠিক গভীর গহন জঙ্গলের এক হিংস্র চিতাবাঘিনীর মত দেখাচ্ছে।

'এটা আপনাদের সামনে বলি দেব,' লেডী ইয়ার্ডলি হালকা রসিকতা করতে চাইলেও তাঁর গলায় অদ্ভুত হিংস্র শোনাল, 'একটু অপেক্ষা করুন, আগে বড় বাতিটা জ্বালিয়ে নিই তারপর ইংল্যাণ্ডের সবচাইতে বিশ্রী আর যাচ্ছেতাই দেখতে নেকলেসটা আপনাদের সামনে ভেঙে টুকরো টুকরো করব আমি আজই এখুনি! দামী জিনিস কিভাবে নষ্ট করতে হয় তাই দেখুন আপনারা!'

ঘরের বৈদ্যুতিক আলোর সবকটি সুইচ ছিল তিনি যে দরজার ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন তার ঠিক পিছনে। লেডী ইয়ার্ডলি সেদিকে হাত বাড়াতেই ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা আগে থাকতে কোনও জানান না দিয়ে এঘরের আলোগুলো সব নিভে গেল। দরজার পাল্লাতেও কোন কিছু ধাক্কা লেগে প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ উঠল। এবং সেই সঙ্গে দরজার ওপার থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের সুতীব্র আর্তনাদ।

'কি ব্যাপার?' লর্ড ইয়ার্ডলি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এতো মডের গলা! কি হল?'

লর্ড ইয়ার্ডলি আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবার আমরাও অন্ধকারের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম দরজার দিকে। কয়েক পা এগোতেই আঁধারে চোখে পড়ল। সামনে কি যেন দলা পাকানো অবস্থায়

পড়ে আছে মেঝের ওপর। টর্চ বের করে জ্বালাতেই দেখলাম দলা পাকানো অবস্থায় যেটা পড়ে আছে সেটা লেডী ইয়ার্ডলির অচেতন দেহ, এইমুহূর্তে তাঁর গলা খালি, সেখানে দড়ির ফাঁসের মত একটা লাল দাগ ফুটে উঠেছে—নেকলেসটা জোর করে কেউ গলা থেকে ছিনিয়ে নেবার ফলেই যে ঐ দাগ ফুটে উঠেছে তাঁর গলায় এবিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ রইল না।

ততক্ষণে ঘরের বৈদ্যুতিক আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। আমরা তিনজনে উবু হয়ে তাঁর মাথার কাছে বসলাম হাতের শিরা পরীক্ষা করে দেখলাম লেডী ইয়ার্ডলি এখনও বেঁচে আছেন, হৃৎপিণ্ডের গতিও স্বাভাবিক। তাহলে?

হঠাৎ চোখ মেলে চাইলেন লেডী ইয়ার্ডলি, বলে উঠলেন, 'চীনে, লোকটা জাতে চীনে, পাশের দরজা দিয়েই—' বলেই থেমে গেলেন তিনি।

স্ত্রীর কথা কানে যেতেই একটা কঠিন শব্দ বেরিয়ে এল লর্ড ইয়ার্ডলির মুখ থেকে, আমার নিজের বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করে লাফিয়ে উঠল—আবার সেই চীনে! লেডী ইয়ার্ডলি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে আরো, বড়জোর চল্লিশ গজ দূরে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজা, সেখানে এসে দাঁড়াতে চৌকাঠের দিকে চোখ পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। উত্তেজনার মানে ঠিক সেখানেই পড়ে আছে লেডী ইয়ার্ডলির সেই নেকলেস, অল্প কিছুক্ষণ আগেও যেটা তিনি গলায় পরেছিলেন। বুঝতে পারলুম ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার মুখে কোন কারণে চোর বাধা পেয়েছিল আর তখনই এক অসতর্ক মুহূর্তে তার হাত থেকে নেকলেসটা চৌকাঠের কাছে মেঝের ওপর পড়ে যায়। হারানো মানিক অবশেষে খুঁজে পেয়েছি ভেবে নেকলেসটা মেঝে থেকে তুলে নিলাম, কিন্তু ভাল করে সেটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়েই আবার চমকে উঠলাম, চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার গলার ভেতর থেকে। ততক্ষণে লর্ড ইয়ার্ডলিও এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে, নেকলেসের দিকে একপলক তাকিয়ে আমারই মত এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল তাঁর নিজের গলা থেকেও।

আমাদের দুজনের আর্তনাদের একটাই কারণ লেডী ইয়ার্ডলির নেকলেস থেকে তরল সাদা আগুনের মত দেখতে সেই অমূল্য হীরে 'দ্য স্টার অফ দ্য ইস্ট' উধাও হয়েছে।

'তাহলে এই হল ব্যাপার,' আমি বললাম, 'যে এসেছিল সে সাধারণ ছ্যাঁচরা বা সিঁধেল চোর নয়, শুধু ঐ পাথরটিই ছিল তাদের লক্ষ্য।'

'কিন্তু লোকটা ভেতরে ঢুকল কোন পথে?' লর্ড ইয়ার্ডলি আপন মনে প্রশ্ন করলেন।

'এই পথে,' আমি দেয়ালে লাগোয়া ছোট দরজাটা ইশারায় দেখিয়ে বললাম।

'কিন্তু এটা ত সব সময় তালা বন্ধ থাকে।'

'অন্য সময় থাকে কিনা জানি না, কিন্তু এখন এই দরজা তালাবন্ধ নেই,' বলেই হাতল ধরে টেনে আমি সেই দরজার পাল্লা খুলে ফেললাম। দরজাটা টেনে খোলার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঝুঁকে তুলে নিতে দেখলাম সেটা একফালি রেশমী কাপড়, তার গায়ে সেলাই করা নকশা দেখে বুঝলাম ওটা কোনও চীনে যুবকের পরণে ছিল, পালিয়ে যাবার সময় দরজার হাতলে লেগে ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে, এই ধাঁচের নকশা করা রেশমী পোষাক পরার রেওয়াজ এখনও পর্যন্ত শুধু চীনেদের মধ্যেই চালু আছে।

'দৌড়ে আসুন সবাই!' চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'লোকটা এই পথ ধরে নিশ্চয়ই বেশী দূরে যেতে পারেনি।'

লর্ড ইয়ার্ডলির বাটলার, আর রাঁধুনীদের নিয়ে আমি সেই দরজা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত গেলাম বটে, কিন্তু যাওয়াই সার হল। রাতের আঁধারে চীনে চোরবাবাজী তার অনেক আগেই বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা যে পথ দিয়ে চোর ধরতে গিয়েছিলাম সেই পথ ধরে আবার ফিরে এলাম বাড়িতে, লর্ড ইয়ার্ডলি তাঁর একজন পরিচারককে পুলিশে খবর দিতে তখনই থানায় পাঠালেন।

পয়ারো কিন্তু চোর ধরতে আমার সঙ্গে যায়নি, সে লেডী ইয়ার্ডলিকে নানাভাবে প্রশ্ন করে বাস্তবে কি ঘটেছে তাই জানতে চাইছিল।

'বড় বাতির সুইচটা জ্বালাতে যাব এমন সময় পেছন থেকে লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, লেডী ইয়ার্ডলি বললেন, 'ও এত জোরে নেকলেসটা আমার গলা থেকে ছিঁড়ে নিল যে আমার মাথা গেল ঘুরে। টাল সামলাতে না পেরে আমি মেঝের ওপর পড়ে গেলাম। পড়ে যাবার সময় এক পলকের জন্য দেখলাম লোকটা দেওয়ালের লাগোয়া দরজা দিয়ে পালাচ্ছে, আর তখনই চোখে পড়ল ওর মাথার পেছনে ছোট বাঁধা চুলের ছোট বিনুনি আর পরণে হলদে রেশমী আলখাল্লা, তাই দেখেই বুঝলাম লোকটা জাতে চীনে।' এইটুকু বলে সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতায় শিউরে উঠে থেমে গেলেন লেডী ইয়ার্ডলি। পয়ারো মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনল, একটি প্রশ্ন বা মন্তব্যও করলনা সে।

'মিঃ হফবার্গের কাছ থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, মিলর্ড,' বাটলার ভেতরে ঢুকে চাপা গলায় বলল, 'আপনারা ওঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'হায় ঈশ্বর!' লর্ড ইয়ার্ডলি নিজেই আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, পরমুহূর্তে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'তবু ওঁর সঙ্গে আমায় অবশ্যই দেখা করতে হবে। শোন, মুলিংস, এখানে নয়, ভদ্রলোককে লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে বসাও, আমি যাচ্ছি।'

'আর কি আমাদের এখানে থাকা ভাল দেখাবে?' পয়ারোকে একপাশে ডেকে বললাম, 'এই রাতেই লণ্ডনে ফিরে গেলে হয় না?'

'লণ্ডনে ফিরে যাব?' পয়ারো আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'কিন্তু কেন যাব, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?'

'এটাও আমায় ব্যাখ্যা করতে হবে?' গলা ঝেড়ে নিয়ে চাপাগলায় বললাম, 'ব্যাপারটা যে এখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে তাও কি তুমি বুঝতে পারছো না? তুমিই লর্ড ইয়ার্ডলিকে বলেছিলে তোমার কথামত যেন উনি চলেন—তারপরে তোমারই চোখের সামনে হীরেটা চুরি হয়ে গেল, এর পরে কোন লজ্জায় আমরা আর এখানে থাকব বলতে পারো?'

'সে ত বটেই,' পয়ারো এমনভাবে কথাটা বলল যেন আসলে তেমন কিছুটা ঘটেনি, 'আমি যেসব কেসে বিরাট ভেলকি দেখিয়ে জিতেছি এটা

তাদের মধ্যে পড়েনা ঠিকই।' 'তাহলে ত বুঝতেই পারছো, কিছু মনে কোরনা যেন তোমার মক্কেল ল্যাজেগোবরে হবার পরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?'

'আর জমিদার বাড়ির ডিনার, তার কি হবে?' পয়ারো এতক্ষণে গলা চড়ালো', লর্ড ইয়ার্ডলির খাসরাঁধুনি আমাদেরজন্য যে কি ডিনার বানিয়েছে তা না খেয়েই চলে যাব? না বাবু ফিরে যেতে চাও তুমি যাও, আমি আগে ডিনার খাব, তারপর জমিদার বাড়ির বিছানায় নরম গদীতে গা ঢেলে আরামে ঘুমোব।'

বয়স বাড়লে মানুষের বুদ্ধি কমে আর সেই তুলনায় তাঁর নোনা আর বেহায়াপনা যায় খুব বেড়ে, পয়ারো যে সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এই মুহূর্তে সে বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই।

'হুঁঃ, কি এমন আহামরি ডিনার!' আমার মন্তব্যে ভেতরের অধৈর্য ভাব কিছুটা বেরিয়ে পড়ল।

"তোমার কি হল, হেস্টিংস?'

পয়ারো বলল, 'তোমার হাবভাব দেখে আমি সত্যি বলতে কি, কি বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না, এখানকার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা যেন এক সাংঘাতিক ব্যাপার, এমন ভাবই বেরোচ্ছে তোমার বুলিতে।'

'বেশী বাজে বোক না,' ভেতরের বিরক্তি এবার আমার মুখ দিয়ে ফুটে বেরোল, "মিস মার্ভেলের হীরেটার নিরাপত্তার কথা ভেবেও তোমার যত শীগগির সম্ভব লণ্ডনে ফিরে যাওয়া দরকার।'

''তার সঙ্গে আমার লণ্ডনে এখুনি ফিরে যাবার কি সম্পর্ক?'

পয়ারোর ন্যাকামো দেখে আমার আবার ধৈর্যচ্যুতি হল, গলা কিছুটা চড়িয়ে বললাম, 'নিজের চোখেই ত দেখলে একটা হীরে কেমন আমাদের চোখের সামনে বেহাত হল, শত্রুপক্ষ যে এবার ওর জোড়াটা হাতাবার তালে থাকবে এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় আসছে না কেন?'

'ওঃ, এই কথা।' কয়েক পা এগিয়ে পেছিয়ে পয়ারো এমন এক চাউনী মেলে আমার দিকে তাকাল যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে, তারপর স্বাভাবিক

গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, মিস মারভেল যেসব চিঠি পেয়েছেন তাতে পূর্ণিমার রাতের উল্লেখ রয়েছে আগামী শুক্রবার পূর্ণিমা, অতএব আমাদের হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে।'

পূর্ণিমার রাতের উল্লেখ সত্যিই আমার মনে ছিল না, পয়ারো কথাটা মনে পড়িয়ে দিতে আমার শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে এল। তবু পয়ারোকে ধন্যবাদ যে সে সত্যিই ডিনার খাবার জন্য আর বসে রইল না, থাকা সম্ভব হচ্ছে না বলে লর্ড ইয়ার্ডলির কাছে মার্জনা চেয়ে একটি চিঠি লিখে সে আমায় নিয়ে তখনই রওনা হল লণ্ডনের দিকে।

মিস মারভেল উঠেছেন ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। আমার ইচ্ছে ছিল রাতেই মিস মারভেলের সঙ্গে দেখা করে লেডী ইয়ার্ডলির হীরে ছিনতাই হবার খবরটা আগাম দিয়ে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিই, কিন্তু পয়ারো তাতে রাজী হল না, বলল যে ঐ খবর আগামীকাল সকালেই দেয়া যাবে সেজন্য তাড়া নেই। পয়রোর কথা না মেনে উপায় নেই তাই কোনও প্রতিবাদ না করে নিজের মনে গজগজ করতে লাগলাম।

কিন্তু পরদিন সকালবেলায় পয়ারোর ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারলাম যে বাড়ির বাইরে যাবার ইচ্ছে তার মোটেই নেই। গোড়াতেই আমি ধরে নিলাম একটা বড় ভুল হয়ে গেছে তাই পয়ারো আর এই কেস নিয়ে এগোতে চাইছে না। কিন্তু আমি জোরাজুরি করতেও মিস মারভেলের কাছে না যাবার যে ব্যাখ্যা করল তাতে প্রমাণ হল আমার অনুমান ভুল, পয়ারো যুক্তি দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইল যেহেতু ইয়ার্ডলি চেজের হীরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ইতিমধ্যেই স্থানীয় সব খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে ছেপে বেরিয়েছে তাই মিস মারভেল আর তাঁর স্বামী মিঃ রলফকে এই খবরটা এখন নতুন করে জানানো নিরর্থক। পয়ারোর যুক্তি অকাট্য তা মেনে নিয়ে আপন মনে গজরানো ছাড়া আসার আর কিছুই করার রইল না।

কিন্তু এর পরের ঘটনা প্রমাণ করল যে আমার আকাঙ্ক্ষা ও হুঁশিয়ারা এতটুকু অযৌক্তিক ছিল না—বেলা দুটো নাগাদ টেলিফোন ঝনঝন করে বেজে উঠল। পয়ায়ো রিসিভার তুলে কয়েক মুহূর্ত কানে ঠেকিয়ে কি শুনল

কে জানে, তারপর 'আচ্ছা, রাখছি,' বলে সেটা আগের জায়গায় রেখে দিল।

'কি হয়েছে জানতে চাও?' পয়ারোকে এই প্রথম মুখ কালো করতে দেখলাম। লজ্জার সঙ্গে জানাল, 'মিস মারভেলের হীরেটাও চুরি হয়েছে।'

'সে কি?' পয়ারোর কথা শুনে আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সুযোগ পেয়ে একটু রসিয়েই বললাম, "কি গো, তোমার পূর্ণিমার রাতের কি হল? এমন ত হবার কথা ছিল না, তাহলে' ?

পয়ারো কোনও জবাব দিল না, মুখ নীচু করে বসে রইল সে।

'চুরিটা হল কখন?'

"ওদের কথা শুনে বুঝলাম আজ সকালে,' পয়ারো জানাল।

'আমার কথা শুনলে এটা অবশ্যই এড়ানো যেত,' আমি জোর গলায় বললাম 'আমার ধারণা যে ঠিক তা এখন তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো।'

'তাই ত দেখাচ্ছে সোনা, 'পয়ারো সতর্কভাবে মন্তব্য করল, 'অনেকের মতে দেখানোর মধ্যে একটা ঠকানো আর ঠকে যাওয়ার ব্যাপার আছে, তবু ঘটনা যেমন দেখায় সেটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।'

এবার আর ঘরের ভেতর শুয়ে বা বসে থাকা চলে না তাই ট্যাক্সি চেপে আমরা দুজনে রওনা হলাম ম্যাগনিফিসেণ্ট হোটেলের দিকে, যাবার পথে বললাম, 'পূর্ণিমার রাতে হীরে চুরি করার মতলব নিঃসন্দেহে অভিনব। শুক্রবারের আগে পর্যন্ত কিছু হবে না এই বলে আমাদের নজর সেদিকে ব্যস্ত রেখে তস্কর চূড়ামণি তার অনেক আগেই তার কাজ হাঁসিল করে ফেলল। তার মতলব তুমি আগে থেকে টের পাওনি এটাই যা দুঃখের ব্যাপার।'

'যা বলেছো।' পয়ারো এতক্ষণে তার স্বাভাবিক গলায় বলল, "একজনের পক্ষে সব কিছু আগে থাকতে ভেবে রাখা সম্ভব নয়।'

পয়ারো যে জোর করে তার পুরোনো হাশিখুশি মেজাজ বজায় রাখতে চাইছে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ রইল না, অন্যদিকে তার এই ব্যর্থতার কথা ভেবে দুঃখও কম হল না। পয়ারো নিজে যে কোনরকম ব্যর্থতাকে কিরকম ঘেন্না করে তা আমার অজানা নাই।

"জিতে রহো ভাইসব," পয়ারোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'পরের বার

তোমাকে ঠেকাবে কার সাধ্য !'

ম্যাগনিফিসেণ্ট হোটেলে গিয়ে পৌঁছোনোর পর ওখানকার কর্মচারীরা আমাদের নিয়ে এল ম্যানেজারের কামরায়। মিস মারভেলের স্বামী গ্রেগরী রলফ্ সেখানে আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসা দুজন গোয়েন্দা তাঁকে নানাভাবে জেরা করছে। হোটেলের জনৈক কেরাণীকে। দেখলাম ফ্যাকাশে মুখে উল্টোদিকে বসে তাঁদের কথাবার্তা শুনছেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই রলফ্ মাথা নেড়ে সংক্ষেপে অভিবাদন জানালেন।

'আমরা ব্যাপারটার গোড়ায় যাবার চেষ্টা করছি,' রলফ্ মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু ঘটনাটা এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না। জিনিসটা হাতানোর মত সাহস লোকটার হল কি করে তাই আমি বুঝে উঠতে পারছি না।'

গ্রেগরী রলফের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ যেটুকু শুনলাম তা এরকম ঃ সকাল এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট নাগাদ উনি কোনও কাজে হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক পনেরো মিনিট বাদে অর্থাৎ সকাল সাড়ে এগারোটায় হুবহু তাঁরই মত দেখতে একটি লোক হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারের কাছে তাঁর গয়নার বাক্সটি চান। ম্যানেজার নিয়ম অনুযায়ী একটি রসিদে তাঁকে সই করতে বলেন। ভদ্রলোক রসিদে সই করার পরে ম্যানেজার গ্রেগরী রলফের মূল স্বাক্ষরের সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দেখেন এবং লক্ষ্য করেন যে পরের স্বাক্ষরটি কিছুটা অন্যরকম। এই বিষয়টি উল্লেখ করলে ভদ্রলোক জানান যে ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করার সময় তাঁর ডানহাতের দুটি আঙ্গুল জখম হয়ে ছিল যে কারণে তাঁর কিছু লিখতে গেলে কষ্ট হয় এবং এই একই কারণে তাঁর আগের আর পরের স্বাক্ষর হুবহু একরকম ঠেকছে না।

রলফের বক্তব্য শেষ হতেই হোটেলের কেরানী ভদ্রলোক মুখ খুললেন, তিনি যা বললেন তাতে এই বোঝায় যে দ্বিতীয় স্বাক্ষর তিনিও দেখেছেন তবে তাতে উল্লেখ করার মত কোনও তফাৎ ছিল না।

'দেখবেন, আপনারা আবার যেন আমাকে চোর ছ্যাঁচোর বলে ভাববেন না,' সেই ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন, একজন চীনে বেশ কিছুদিন

ধরে আমায় ভয় দেখানো চিঠি লিখছে আর দুঃখের ব্যাপার হল আমি নিজেই অনেকটা চীনেদের মত দেখতে, বিশেষ করে আমার চোখ দুটো ত প্রায় ওদের মত।'

ভদ্রলোকের মুখের দিকে আমিও তাকিয়েছিলাম, কেরানী ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'দেখলাম ঠিকই চোখদুটো একটু কুৎকুতে যেমন থাকে চীনেদের।'

'বাজে গালগল্পো রাখুন,' গ্রেগরী রলফ্ শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, আমার চোখদুটো কি চীনেদের মত কি কুৎকুতে?'

কেরানী ভদ্রলোক মুখ তুলে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে দেখলেন তারপর মন্তব্য করলেন, 'না মশাই, আমার নিজের চোখে অন্ততঃ ঠেকছে না।' কি ভেবে আমিও ভাল করে তাকালাম রলফের চোখের দিকে। কিন্তু না, এত সেই চেনা কটা দুটি চোখ গভীর আত্মপ্রত্যয় যেখান থেকে ফুটে বেরোচ্ছে। এ চোখের চাউনাকে কোনভাবেই সন্দেহ করা যায় না।

'খদ্দেরটির বুকের পাটা আছে বলতে হবে,' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসা গোয়েন্দা অফিসারটি মন্তব্য করলেন, 'সন্দেহ এড়ানোর জন্য দুচোখে সামান্য মেকাপ নিয়েছিলেন আগে থেকেই। তবে এটাও ঠিক যে, লোকটা আগে থেকেই আপনার ওপর নজর রেখেছিল, আপনি বেরিয়ে যাবার পরেই ও এসে ঢুকেছিল হোটেলে।'

'ত মিঃ রলফের সেই গয়নার বাক্সটার কি হল?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওটা পাওয়া গেছে,' ম্যানেজার বললেন, 'হোটেলের করিডোরে পড়েছিল, ভেতরে সবকিছু যেমন ছিল তেমনি কি আছে, শুধু একটি জিনিস বাদে তাহল "দ্য স্টার অফ দ্য ইষ্ট' নামে একটি দামী হীরে।'

ম্যানেজারের কথা যোগ হতে পয়ারো আর আমি দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকালাম—গোটা ব্যাপারটা যেন অতিপ্রাকৃতিক, অবিশ্বাস্য।

'এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ আমি কোনও কাজে এলাম না;' পয়ারো আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করল, 'আচ্ছা, মিঃ রলফ: আপনার স্ত্রীর সঙ্গে

একবার দেখা করতে পারি ?'

'আমার আপত্তি করার কিছু নেই,' রলফ্ জানালেন, 'তবে এতবড় একটা ঘটনা ঘটার পরেও মানসিক দিক থেকে খুব বড় আঘাত পেয়েছে, বেচারী এখন শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, তাই বলছিলাম—'

'থাক, বুঝেছি,' পয়ারো হাত তুলে তাঁকে বাধা দিল, 'তাহলে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার ছিল, আপনার অসুবিধে নেই ত ?'

'কোনও অসুবিধে নেই।' রলফ্ বললেন, 'আসুন আমার কামরায়।'

পয়ারো গ্রেগরী রলফের সঙ্গে গেল আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল।

'চলো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস', পয়রো বলল, 'এবার একবার পোস্ট অফিসে যেতে হবে. একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।'

'কাকে ?'

'লর্ড ইয়ার্ডলিকে,' পয়ারো আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'চলো, আর দেরী করার মত সময় নেই। তুমি মনে মনে কি ভাবছো তা আমি বুঝতে পারছি, আমার জায়গায় থাকলে তুমি হয়ত মুখ বুঁজে থাকতে পারতে না ও নিয়ে আমার মনে করার কিছু নেই। ওসব বাদ দাও. চলো এবার গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আসা যাক।'

লাঞ্চ খেয়ে পয়ারোর সঙ্গে তার বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন বিকেল প্রায় চারটে বাজে। জানালার পাশে একটি লোক একা বসেছিল, আমাদের ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল লর্ড ইয়ার্ডলি। মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় প্রচণ্ড মানসিক ঝড়ে কি নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়েছেন তিনি।

'আপনার তার পেয়েই ছুটে এসেছি,' লর্ড ইয়ার্ডলি কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, 'এদিকে আরেক রহস্য দানা বেঁধেছে—আপনার এখানে আসবার আগে আমি হফবার্গের সঙ্গে দেখা করেছি, ওর মুখ থেকেই শুনলাম গত রাতে ওদের দালাল হিসেবে যে লোকটি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল তাকে ও চেনে না, এছাড়া আমায় কোনও টেলিগ্রামও পাঠায় নি ? এই হল ব্যাপার এখন বলুন আপনার—'

'মাফ করবেন।' হাত তুলে পয়ারো তাঁকে থামালো, 'ঐ টেলিগ্রাম

আমিই আপনাকে পাঠিয়েছিলাম আর হফবার্গের দালাল বলে যে আপনার কাছে গিয়েছিল সেও আমারই লোক, ওকেও আমিই পাঠিয়েছিলাম।'

'আপনি! এসব আপনার কীর্তি তাহলে?' লর্ড ইয়ার্ডলি পয়ারোর স্বীকারোক্তি শুনে হোচট খেলেন, 'কিন্তু এসবের অর্থ কি?'

'অর্থ একটাই—পুরো ব্যাপারটা আমি একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম,' পয়ারো জানাল 'এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।'

পুরো ব্যাপারটা এক জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, 'হা ঈশ্বর!' পয়ারোর মন্তব্যের অর্থ যে লর্ড ইয়ার্ডলি বুঝতে পারছেন না তা তাঁর কথাতেই ফুটে বেরোল।

'আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, মিলর্ড,' পয়ারো খোশমেজাজে বলে উঠল, আর তাই আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি,' বলে পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে নাটকীয় ভঙ্গিতে সে মেলে দিল লর্ড ইয়ার্ডলির দিকে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম জিনিসটি বড় আকারের একটি হীরে।

'এইতো আমার সেই চুরি যাওয়া হীরে,' বলতে গিয়ে লর্ড ইয়ার্ডলির গলা কেঁপে গেল, 'দ্য স্টার অফ দ্য ইস্ট! কিন্তু আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না...'

'সত্যিই পাচ্ছেন না?' পয়ারো মুচকি হাসল, অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন এই হীরেটা চুরি যাওয়া খুব দরকার ছিল। আমি আপনাকে বলেছিলাম আপনার জিনিস আপনার কাছেই গচ্ছিত থাকবে মনে পড়ে? আমি আমার সেই কথা রেখেছি। কি ভাবে এটা উদ্ধার করেছি তা একান্ত গোপনীয়, এবং অনুগ্রহ করে তা জানতে চাইবেন না। যাক, লেডী ইয়ার্ডলিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন এবং এও জানাবেন যে তাঁর হারানো মাণিক তাঁকে ফেরৎ দিতে পেরে আমি নিজেও এত খুশি হয়েছি যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না। বিদায়, মিলর্ড।'

লর্ড ইয়ার্ডলিকে এক বিশাল ধাঁধার মধ্যে পেলে আমার বাঁটকুল

গোয়েন্দা বন্ধু এরকুল পয়ারো হাসতে হাসতে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তিনি বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে সে আবার এসে ঢুকল ঘরে।

'পয়ারো,' আমি খুব শান্ত সুরে বললাম, 'আমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে ?'

'না, বন্ধু', পয়ারো জবাব দিল, 'এ মাথা আমার খারাপ হয়নি, আসলে তুমি মানসিক দিক থেকে ধোঁয়াশার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছো।'

'হীরেটা তুমি কোথা থেকে পেলে ?'

'মিঃ গ্রেগরী রলফের কাছ থেকে।'

'মিঃ রলফ্ ! কি বলছ তুমি ?'

পয়ারোর কথা শুনে মনে হল এবার আমার মাথা সত্যিই খারাপ হয়েছে।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, একজন চীনে মিস মারভেলকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখছে, তাছাড়া সোসাইটি গসিপ ম্যাগাজিনের লেখা। এসব যাঁর উর্বর মস্তিষ্কের ফসল তিনি হলেন মিঃ গ্রেগরী কি রলফ্। দুটো হীরে হুবহু একই রকম দেখতে, একটা আরেকটার জোড়া কিন্তু এসব নিছক গুল ছাড়া কিছু নয়। আসলে হীরে একটাই আর তা আছে ইয়ার্ডলি পরিবারের অন্যান্য দামী রত্নের সঙ্গে, মনে রেখো এই একটা হীরে তিন বছর ছিল গ্রেগরী রলফের কাছে। আজ সকালবেলা নিজের দুচোখের কোণে সামান্য চর্বির মেকাপ লাগিয়ে চেহারাটা পাল্টে নিয়েছিলেন তিনি যাতে চোখদুটো দেখাবে চীনেদের মত। নাঃ হেস্টিংস যাই বলো না কেন, রলফ লোকটাকে সত্যিই জাত অভিনেতা বলতে হয়, দেখতে হবে ফিল্মে ওকে কেমন দেখায়!

'কিন্তু রলফ ওঁর নিজের হীরে কেন চুরি করবেন তা ত বুঝলাম না।' কিছু বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম।

'অনেকগুলো কারণে,' পয়ারো জবাব দিল, 'যার মধ্যে একটি হল লেডী ইয়ার্ডলি যিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।'

'লেডী ইয়ার্ডলি ?'

'হ্যাঁ, উনি যে কিছুদিন ক্যালিফোর্ণিয়ায় ছিলে সেকথা আশা করি মনে

আছে, ঐ সময় ওঁর পতিদেবতা অর্থাৎ লর্ড ইয়ার্ডলি অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে ফূর্তি করে দিন কাটাচ্ছিলেন যার ফলে লেডী ইয়ার্ডলি সবদিক থেকে হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ। সেই সময় তাঁর জীবনে এসে আবির্ভূত হলেন হলিউডের সুন্দর ও সুপুরুষ অভিনেতা গ্রেগরী রি রলফ্। রলফের চেহারা আর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে লেডী ইয়ার্ডলি নিজেকে সঁপে দিলেন তাঁর কাছে। ঐ সুযোগে রলফ্ লেডী ইয়ার্ডলিকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করলেন। রলফ্ কিন্তু সেখানেই থাকলেন না, লেডী ইয়ার্ডলিকে তিনি ব্ল্যাকমেল করতে লাগলেন। সেদিন ইয়ার্ডলি চেজে গিয়ে লেডী ইয়ার্ডলিকে আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে উনি মুখ ফুটে স্বীকার করেছেন। লেডী ইয়ার্ডলি এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার অর্থ তিনি খুবই অসতর্ক ছিলেন যে কারণে ঐ ঘটনা ঘটেছিল, ওঁর বক্তব্য আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এটাও ঘটনা যে লেডী ইয়ার্ডলি একসময় নিজের হাতে কিছু প্রেমপত্র লিখেছিলেন রলফকে। এবং তিনি ঐগুলো ফাঁস করে দেবেন বলে ভয় দেখান মহিলাকে। রলফের ব্ল্যাকমেলিংয়ে ঘাবড়ে গেলেন লেডী ইয়ার্ডলি,। প্রেমপত্রের কথা জানাজানি হলে তাঁর ভাবমূর্তি বিকৃত হবে এবং লর্ড ইয়ার্ডলি ইচ্ছে করলেই তাঁকে ডিভোর্স করবেন যার পরিণতি হিসেবে প্রাণের চাইতেও প্রিয় সন্তানদের ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। এইসব ভেবে তিনি রলফের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়ালেন। লেডী ইয়ার্ডলির নিজের জমানো টাকাকড়ি বলতে কিছুই ছিল না জেনেই রলফ্ তাঁকে নিজের ইচ্ছেমত চালাচ্ছিলেন, এমনকি শেষপর্যন্ত রলফের নির্দেশে আঠার সাহায্যে নিজের দামী হীরেটির একটি হুবহু নকলও তিনি বানাতে বাধ্য হন এবং আসলটি তুলে দেন রলফের হাতে। দুটি হীরেই কেড়ে নেয়া হবে এবং 'দ্য ওয়েস্টর্ণ স্টার' নামে হীরেটিকে পুনরুদ্ধার করা হবে এই ব্যাপারটাই প্রথম সন্দেহ তোলে আমার মনে। লর্ড ইয়ার্ডলি ঝামেলা মোটেই পছন্দ করেন না, তিনি সবকিছু মিটিয়ে ফেলার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন এমন সময় হীরে বিক্রী করার সিদ্ধান্ত লেডী ইয়ার্ডলির কাছে আরেক সমস্যা হয়ে দেখা দিল---কারণ আসল হীরেটি রলফ্ তাঁর কাছ থেকে আগেই হাতিয়ে নিয়েছে, তাঁর নিজের কাছে যা

আছে তা হল আঠা দিয়ে তৈরী ঐ হীরের একটি নকল যা বিক্রী দূরে থাক, যাচাইয়ের সময় ঠিক ধরা পড়ে যাবে। গ্রেগরী রলফ তখন সবে ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছেন সেইসময় লেডী ইয়ার্ডলি নিজের সমস্যা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন এবং এ ব্যাপারে সাহায্য করার অনুরোধ করলেন। রলফ: লেডী ইয়ার্ডলিকে নিজের সমস্যা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন এবং এ ব্যাপারে সাহায্য করার অনুরোধ করলেন। রলফ: লেডী ইয়ার্ডলিকে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিলেন এবং তারপর জোড়া ডাকাতির এক পরিকল্পনা করলেন। ঐভাবে তিনি তাঁর একদা প্রেমিকার মুখ বন্ধ করতে পারবেন যিনি তাঁর সঙ্গে নিজের অতীতের কেলেঙ্কারীর কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানাবেন তাঁর স্বামীকে কিন্তু তাতে আমাদের ব্ল্যাকমেলার রলফেব কি লাভ হবে? লাভ হবে বইকি—বীমার ক্ষতিপূরণজনিত বীমার টাকা বাবদ তিনি পাবেন নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আবার একই সঙ্গে হীরেটা থেকে যাবে তাঁরই দখলে। ঘটনা যখন এতদূর এগিয়েছে ঠিক তখনই মঞ্চে আরেকজনের আবির্ভাব তাঁর নাম এরকুল পয়ারো। এই আমি. এ হীরে যাচাই করার লোক আসছে শুনেই লেডী ইয়ার্ডলি তাঁর গলায় হীরে ঝোলানো হীরে ছিনতাই হবার এক নাটক করে বসলেন আর চমৎকার অভিনয়ের ফলে নাটকটা সফল হল! কিন্তু এরকুল পয়ারোর চোখের নজর ঠেকায় এমন সাধ্য কার আছে? বাস্তবে কি ঘটনা? লেডী ইয়ার্ডলি নিজেই দরজার পেছনের স্যুইচ টিপে ঘরের আলো নেভালেন, ঘরের লাগোয়া দরজার পাল্লাটা খুলে জোর আওয়াজ তুলে বন্ধ করলেন, গলা থেকে নেকলেসটা খুলে দরজার চৌকাঠের সামনে ছুঁড়ে ফেলে বেহুঁস হবার ভান করে মেঝের ওপর কিছুক্ষণ পড়ে রইলেন। এই নাটক করার আগেই যে উনি ওঁর নেকলেস থেকে হীরের আদলটা বের করে নিয়েছিলেন আশাকরি তা নতুন করে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু ঘটনা ঘটাব আগে ওঁর গলায় যে নেকলেস ছিল তা আমি নিজে দেখেছি! বাধা দিয়ে বলে উঠলাম।

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, বন্ধু', পয়ারো হাত তুলে বলল, 'আগে

ধৈর্য ধরে সবকথা শোন। নেকলেসটা উনি যে হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলেন তা আশাকরি এখনও তোমার মনে আছে। হীরের আদলটা খুলে নেবার সঙ্গে সেই ফাঁকা জায়গাটা উনি আসলে হাত দিয়ে কৌশলে ঢেকে রেখেছিলেন, এই হল ব্যাপার। এরপর আসে রেশমী কাপড়ের টুকরোর ব্যাপার যেটা পরে লাগোয়া দরজার ওপাশে পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, এমন একটি নাটক করার পরিকল্পনা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে একটুকরো রেশমী কাপড় ঐখানে ফেলে রাখা কি তাঁর পক্ষে এমন আর কি কঠিন কাজ! তারপরে কি ঘটনা জানতে চাইছো? খবরের কাগজে লেডী ইয়ার্ডলির বাড়িতে তাঁর বিখ্যাত হীরে ছিনতাই হয়েছে এ খবর পড়েই আসল নাটের গুরু গ্রেগরী রলফ্ নিজেও নাটক করার লোভ সামলাতে পারলেন না। অভিনেতা মানুষ, অভিনয় করার লোভ সামলাবেনই বা কি করে? লেডী ইয়ার্ডলীর মত তিনিও চুরি বলো, ডাকাতি বলো, ছিনতাই বলো, ঐ সাজানো নাটকে বেড়ে অভিনয় করলেন। অভিনেতা হিসেবে মেকাপের কারুকার্য রলফ ভালই জানেন, দুচোখে এমন চর্বি লাগালেন যাতে দেখলে তাঁকে চীনে বলে যে কেউ ভেবে বসে। হোটেল থেকে বেরিয়ে চোখের চাউনি পাল্টে আবার তিনি ফিরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যে, তারপর হীরে চুরির দ্বিতীয় সাজানো নাটকে অভিনয় করলেন।'

'সবই ত বুঝলাম,' পয়ারো থামতে জানতে চাইলাম, "কিন্তু তুমি রলফ্‌কে এমন কি বলেছো যাতে ভয় পেয়ে উনি হীরেটা তোমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন?'

'তেমন কিছুই বলিনি,' পয়ারো বলল, 'শুধু বললাম লেডী ইয়ার্ডলি ওঁর অতীতের পা ফসকানোর ঘটনা তাঁর স্বামীকে খুলে বলেছেন এবং ইয়ার্ডলি পরিবারের ঐতিহ্যবিজড়িত হীরেটা ফেরৎ নিতেই যে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাও বললাম, আর হ্যাঁ সেই সঙ্গে রলফ্‌কে এও বললাম যে হয় ভালোয় ভালোয় তিনি হীরে ফেরৎ দিন, নয়ত পুলিশ এসে ওকে উদ্ধার করবে এবং তাঁর নামে মামলা রুজু করা হবে। এরকম আরও কয়েকটা মিছামিছি ভয় দেখাতেই রলফের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হীরেটা তিনি

আমার হাতে তুলে দিলেন।'

'কিন্তু ভেবে ছাখো', একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'তোমার এই সাফল্যের ফলে কি মেরী মারভেলের ওপর খুব অন্যায় অবিচার করা হলনা? বিনা দোষে বেচারীকে নিজের হীরেটা খোয়াতে হল।'

'ভুল করছ', পয়ারো বলল, 'ওর সঙ্গে ত একখানা জলজ্যান্ত বিজ্ঞাপন সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইরে অন্য কোনদিকে ওর মন নেই, চিন্তা-ভাবনাও নেই।'

"অর্থাৎ এখানেও সেই গ্রেগরী বলফ্।' পয়ারোর ইঙ্গিত ধরতে পেরে বললাম, 'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে রলফ্ নিজেই ওঁকে উড়ো চিঠি লিখতেন।'

"হতে পারে,' পয়ারো আমার বক্তব্যে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'আমি লেডী ইয়ার্ডলির কথা ভাবছি, সে কী ক্যাভেণ্ডিসের উপদেশ মেনে উনি নিজের সঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আমার কাছে। ঘটনাচক্রে আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। ওকে শুনিয়ে দিলে যে মেরী মারভেলও এখানে এসেছেন সঙ্কট মোচনের উদ্দেশ্যে। মেরী মারভেলকে লেডী ইয়ার্ডলি নিজের শত্রু বলে ভাবেন, তিনিও এখানে এসে হাজির হয়েছেন জেনেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টালেন, তৎক্ষণে তোমার মুখ থেকে তিনি জেনেছেন জল কতদূর গড়িয়েছে তোমায় প্রশ্ন করেই জেনেছি। ভয় দেখানো চিঠি মিস মারভেলের মত উনিও পাচ্ছেন কিনা একথা তোমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে, উনি গোড়ায় নিজে থেকে এ বিষয়ে তোমাকে কিছুই বলেন নি। তোমার কথা শুনেই উনি একটা সুযোগ নেবার সিদ্ধান্ত নেন।'

'দুঃখিত তোমার সঙ্গে আমি একমত নই।' পয়ারোর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, 'তুমি নিজে মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করো না এটা খুবই দুঃখের বিষয়,' পয়ারো বলল, 'চিঠিগুলো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন একথা লেডী ইয়ার্ডলী তোমায় বলেন নি? হায় বুদ্ধুরাম, মেয়েরা প্রকৃতপক্ষে কখনও কোনও চিঠি নষ্ট করে না; এমনকি যদি সেটা তার পক্ষে মঙ্গলজনক হয় তবুও না!'

আমার ভেতরে রাগ ক্রমেই বাড়ছে টের পাচ্ছি বহু কষ্টে তা চেপে বললাম, 'তুমি নিজে ত দিব্যি জিতে গেলে, আর এদিকে আমি, আমার অবস্থা কি হল? এই কেসের গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়লে। এরও একটা সীমা থাকা দরকার।'

'কিন্তু নিজের বোকামিটুকুই ত তুমি গোড়া থেকে উপভোগ করছিলে, বন্ধু,' পয়ারো তার চিরাচরিত ভাল মানুষের মত মুখ করে নিরীহ গলায় বলল, 'তোমার বোকামি আর মূর্খামির সেই স্বর্গ নিজের হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে তোমাকে ব্যথা দিই কি করে বলো?'

"ওসব বোল না। ওতে আমায় ভোলানো যাবে না, আমি বললাম, 'আমাকে বোকা বানাবার বরাবরের খেয়ালটায় এবার তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছো!'

'আহা, অত রাগ করছ কেন?' পয়ারো প্রবোধ দেবার সুরে বলল, 'রাগ করার মত এমন কিই বা হয়েছে শুনি?'

'আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটা পয়ারোর মুখের ওপর বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পয়ারো অন্যান্যবারের মত এবারেও তার বুদ্ধির সুতো ছেড়ে গেছে আর আমি দিব্যি সেই সুতো গিলে শেষপর্যন্ত এক বিশ্ব ভোঁদাইয়ে পরিণত হয়েছি। কিন্তু বারবার এই খেলায় বাজি জিতে যাবে পয়ারো — না? টের হয়েছে, এবার ওকে এমন শিক্ষা দেব নাকি বহুদিন মনে থাকবে। ভেতরে ভেতরে আমার রাগ এমন বেড়েছে টের পাচ্ছি যে কিছু সময় না কাটলে পয়ারোকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। বারে গোয়েন্দা পয়ারো, এমন তোল্লা আমায় দিয়ে গেলে যে নিজের বোকামির ফাঁদে আমাকে নিজেকেই জড়িয়ে পড়তে হল।

দ্য লস্ট মাইন

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাংকের পাশবইখানা রেখে দিতেই পয়ারো মুখ তুলে তাকাল। জানতে চাইল, 'কি হল, কি দেখলে?'

অদ্ভুত ব্যাপার, আমি বললাম, 'আমার ওভারড্রাফটের পরিমাণ কিন্তু মোটেও বাড়ছে না।'

'ওঃ, এই ব্যাপার!' যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে পয়ারো বলল, 'এই নিয়ে এত চিন্তা? একটা ওভারড্রাফট্ হাতে পেলে আমি সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারতাম না।'

'তাহলে এটাই ধরে নেব যে এই মুহূর্তে তোমার ব্যাংক ব্যালান্স পরিমাণে এমন বেড়েছে যাতে দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।'

'চারশো চৌচল্লিশ পাউণ্ড চৌচল্লিশ পেন্স' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল পয়ারো, 'পরিমাণটা সত্যিই অনেক, তাই না?'

'এ নিশ্চয়ই তোমার ব্যাংক ম্যানেজারের কেরামতি,' আমি বললাম, 'খুঁটিনাটি হলেও তোমার যে সবসময় বিস্তারিত বিবরণ নইলে চলে না তা ওঁর জানা আছে বোঝাই যাচ্ছে। তা ঐ জমানো টাকা থেকে অন্ততঃ তিনশো পাউণ্ড পারকিউপাইন পেট্রোলের খনিতে লগ্নী করবে নাকি? আজকের খবরের কাগজে ওদের কোম্পানীর প্রসপেক্টস বেরিয়েছে তাতে লেখা আছে যে আগামী বছর ওরা শেয়ার পিছু শতকরা একশো ভাগ ডিভিডেণ্ড দেবে।'

'না ভাই,' পয়ারো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওসব ঝুঁকির মধ্যে আমি নেই, আমি লগ্নী করব হুঁশিয়ার হয়ে এমন জায়গায় যেখানে কোনরকম ঝুঁকি নেই—বড়জোর পাত্তি সে পাত্তি, তার বেশী নয়।'

'সে কি! তুমি আগে কখনও সাটটায় টাকা লাগাওনি, শেয়ার কেনাবেচা করো নি ?'

'না. করিনি,' পয়ারো জোর গলায় বলল, 'শুধু বার্মা মাইনস লিমিটেডে আমার চৌদ্দশো শেয়ার ছিল তোমার ভাষায় আর তেমন চটক বা জৌলুস নেই।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো পয়রো, মনে হল আমার মুখ থেকে উৎসাহ পাবার মত কিছু শোনার অপেক্ষা করছে সে।

'তাই নাকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ.' পয়ারো মুখ টিপে হাসল, 'আর এও জেনে রাখো যে ঐসব শেয়ারের মালিকানা পেতে একটি পয়সাও আমার খরচ হয়নি, এক জটিল রহস্যের সমাধান করার পুরস্কার হিসেবে ওগুলো আমার উপহার দেয়া হয়েছিল। শুনতে চাও সেই গল্প ? শুরু করব ?'

'নিশ্চয়ই।'

'বার্মার অনেক ভেতরে ছিল ঐ তেলের খনি, জায়গাটা রেঙ্গুন থেকে দুশো মাইল দূরে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন চীনা ঐ তেলের খনির সন্ধান পায়, মুসলমান বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত চালু ছিল. পরে ১৮৬৮ সালে পুরো খনিটাই বাতিল হয়ে যায়। খনির ভেতর থেকে তুলে আনা সমৃদ্ধ সীসা আর রূপোর আকর থেকে চীনারা শুধু রূপোটা বের করে নিত আর ধাতুমল হিসেবে সীসেটুকু ফেলে দিত। পরে নতুন করে বার্মায় যখন খনি খোঁজা শুরু হল তখন খনির আগেকার মালিকেরা যে আকর থেকে শুধু রূপোটুকু বের করে নিয়ে সীসেটা ফেলে দিত সেকথা জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু জানাজানি হলে কি হবে, পরিত্যক্ত হবার ফলে ততদিনে জল ঢুকেছে খনির ভেতরে, তাছাড়া বহু জায়গা ধ্বসেও পড়েছে। এই কারণে বহু চেষ্টা করেও নতুন খনি খোঁড়ার দলগুলো আগের সেই খনিটির হদিশ পেল না। নতুন নতুন দল এসে গোটা এলাকা খুঁড়ে ফেলল কিন্তু এত করেও তারা সেই পুরোনো খনিটি খুঁজে পেল না। যারা খনি খুঁজে বেড়ায় তাদের বলে প্রসপেক্টর, এইরকম একদল প্রসপেক্টর বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সফল হল, ঐ খনির সুলুক সন্ধান রাখে এমন এক চীনে পরিবারকে খুঁজে বের করল

তারা, পরিবারের প্রধান উলিংয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল।'

"বাঃ, গল্পো বেশ জমে গেছে ত,' কথাটা আমার মুখ থেকে বেরোল, 'চালিয়ে যাও। এ যে রোমান্টিক কাহিনীরও বাড়া দেখছি!'

'তাহলেই বোঝ!' পয়ারোর গলায় মুড এসে গেল, 'তোমার আবার লালচুলওয়ালী ছুঁড়ি দেখলেই মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু স্বর্ণকেশী রূপসীদের ছাড়াও যে রোমান্স হয় তা আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে! তা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ভাল কথা মনে পড়ল, সেই যে তোমাকে নিয়ে মাঝখানে কি একটা যেন হল, সেই যে একমাথা লাল চুল একটা বাচ্চা মেয়ে দিব্যি ফুটফুটে দেখতে, তোমার সঙ্গে যেন ওর কি একটা হয়েছিল শুনলাম—'

'বাজে কথা বাদ দিয়ে নিজের গল্পো শোনাও!' পাছে আমাকে লেঙ্গি মারে এই ভয়ে আমি আগে থাকতেই পয়ারোকে থামিয়ে দিলাম।

'তাহলে তোমার সেই ঘটনা বরং এখনকার মত ধামাচাপা থাক, তার চাইতে ফিরে চলো আমার বার্মা মাইনে, 'পয়ারো তার স্বভাবসিদ্ধ বজ্জাতি হাসি হেসে আবার শুরু করল, 'কোথায় যেন থেমেছিলাম—হ্যাঁ মনে পড়েছে, উলিং—তা এই উলিং পেশায় ছিল ব্যবসায়ী, গোটা এলাকার মানুষ শ্রদ্ধা করত। পুরোনো খনি কেনার জন্য যারা দালাল পাঠিয়েছিল তাদের উলিং জানাল যে খনির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র তার হেপাজতেই আছে এবং খনি বিক্রী করতে তার কোনও আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, উলিং কথা প্রসঙ্গে এও জানাল যে খনি বিক্রী এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে সে কোনও দালালের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না, যারা সত্যিই খনিটি কিনতে চায় শুধু তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা যা বলার বলবে সে। দালালেরা প্রথমে গররাজী হলেও শেষ পর্যন্ত উলিংয়ের জেদের কাছে হার মানল, ঠিক হল, যে কোম্পানী ঐ খনি কিনতে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উলিং নিজে তার ডিরেক্টরদের সঙ্গে দেখা করবে এবং খনি বিক্রী ও মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যা কথাবার্তা বলার তা সে সেখানে গিয়ে নিজেমুখে তাদের বলবে।

উলিং তার খনির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র নিয়ে 'এস এস আসুন্টা' নামে এক জাহাজে চেপে রওনা হল, ইংল্যাণ্ডের দিকে, নভেম্বর মাসের

কুয়াশা আর ধোঁয়াটেভরা এক শীতের সকালে জাহাজ এসে নোঙ্গর করল সাউদাম্পটন বন্দরে। উলিংকে অভ্যর্থনা জানাতে মিঃ পিয়ার্সন নামে জনৈক ডিরেক্টর রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু ঘন কুয়াশার মাঝখানে আটকে পড়ে তাঁর ট্রেন যথাস্থানে পৌছোতে কিছুটা দেরী করে ফেলল। মিঃ পিয়ার্সনের ট্রেন সাউদাম্পটনে একসময় এসে পৌছাল ঠিকই, কিন্তু জাহাজে উঠে তিনি তাবে কেবিনে দেখতে পেলেন না। খোজখবর নিয়ে মিঃ পিয়ার্সন জানতে পারলেন তাঁর আসতে দেরী হচ্ছে দেখে উলিং আর অপেক্ষা করেনি, নিজের মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে সে ডাঙ্গায় উঠেছে তারপর একটি বিশেষ ট্রেন ধরে একাই রওনা হয়েছে লণ্ডনের দিকে। উলিংকে না পেয়ে মিঃ পিয়ার্সন বিরক্ত হয়েই ফিরে এলেন লণ্ডনে কারণ উলিং কোথায় কোন হোটেলে উঠবে এসব কিছুই তখনও পর্যন্ত তাঁর জানা ছিল না। বেলার দিকে উলিং নিজেই টেলিফোনে যোগাযোগ করল মিঃ পিয়ার্সনের অফিসে, সে জানাল যে রাসেল স্কোয়ার হোটেলে সে মালপত্র নিয়ে উঠেছে। উলিং এও জানাল যে এতটা পথ সমুদ্রে পাড়ি দেবার পরে তার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে তাই সে আজ আর মিঃ পিয়ার্সনের অফিসে যেতে পারল না, তবে আগামী-কাল অবশ্যই সেখানে যাবে সে এবং বোর্ড মিটিংয়ে হাজির থাকবে।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বোর্ড মিটিং শুরু হল। কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল তবু উলিংয়ের পাত্তা নেই দেখে মিঃ পিয়াসন এবং অন্যান্য ডিরেক্টরেরা চিন্তায় পড়লেন। মিঃ পিয়ার্সনের সেক্রেটারী এবার তাঁর নির্দেশে টেলিফোন করল রাসেল স্কোয়ার হোটেলে, খোঁজ নিয়ে জানতে পারল আগের দিন রাতে উলিংয়ের এক বন্ধু এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে, তার সঙ্গে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ উলিং সেই যে বেরিয়েছে আর সে হোটেলে ফিরে আসে নি। আগের দিন রাতে বেরিয়েছিল উলিং তারপর সে আর হোটেলে ফেরেনি, এ খবর শুনে মিঃ পিয়ার্সন আর কোম্পানীর অন্যান্য ডিরেক্টরেরা চিন্তায় পড়লেন, তাঁরা ধরেই নিলেন যে উলিং আগে কখনও লণ্ডনে আসেনি এখানকার পথ ঘাট ও তার অচেনা, নিশ্চয়ই পথ চিনে সে হোটেলে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু দুপুর কেটে যাবার পরেও

যখন উলিং অফিসে এল না তখন কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন না, মিঃ পিয়ার্সন নিজেই পুলিশে খবর দিলেন। সেদিনটা এমনই কেটে গেল, বিকেল গড়িয়ে রাত নামল তবু উলিং ফিরে এল না তার হোটেলে। এদিকে লণ্ডন পুলিশও চুপ করে রইল না তারাও উলিংকে খুঁজে বের করতে সবরকম চেষ্টা চালাতে লাগল। পরদিন সন্ধে নাগাদ টেমস নদীর জলে এক মাঝবয়সী চীনের মৃতদেহ পুলিশ খুঁজে পেল, রাসেল স্কোয়ার হোটেলের কর্মচারীবৃন্দ এবং মিঃ পিয়ার্সন সবাই তা নিখোঁজ উলিংয়ের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করল। উলিংয়ের পরনে ছিল স্যুট, কিন্তু তার কোনও পকেটে খনি বিক্রী সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র ছিল না। উলিং হোটেলের যে কামরায় ছিল পুলিশ সেখানেও খানাতল্লাসী করল, কিন্তু অবাক কাণ্ড—উলিং সঙ্গে যে মালপত্র এনেছিল তার ভেতরেও কোনও দলিলপত্র বা ঐ জাতীয় একটি কাগজও পাওয়া গেল না।

লণ্ডন পুলিশ পড়ল মহা সমস্যায়, অনেক তদন্ত করেও ঐ জটিল রহস্যের সমাধান করতে পারল না তারা, এবং এরপরেই মিঃ পিয়ার্সন আমার সঙ্গে দেখা করলেন, এবং বুঝতেই পারছো, তদন্তের দায়িত্ব আমারই হাতে সঁপে দিলেন তিনি। এটাও আশা করি বুঝেছো যে উলিংয়ের খুনের রহস্য নিয়ে যতটুকু নয় তার চাইতে অনেক বেশী চিন্তিত ছিলেন তার কাছে যে সব দলিলপত্র ছিল সেগুলো কিভাবে হোটেলে তারই কামরার ভেতর থেকে উধাও হল তাই নিয়ে। পুলিশ অবশ্য তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল যে উলিংয়ের খুনীকে ধরতে পারলে তার কাছ থেকেই হারানো দলিলপত্র সব উদ্ধার করা যাবে। কোম্পানীর স্বার্থে মিঃ পিয়ার্সন আমাকে পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বললেন।

সহযোগিতা করতে আমার নিজের তরফ থেকে বলাবাহুল্য কোনও আপত্তি ছিল না। তদন্তের দুটি পথ খোলা ছিল আমার কাছে এক কোম্পানীর সেইসব কর্মচারীদের খুঁজে বের করা যারা উলিং খনি বিক্রী করতে আসছে এ খবর জানতে পেরেছিল ; দুই, উলিং যে জাহাজ চেপে লণ্ডনে এসেছিল তার যাত্রীদের তালিকা জোগাড় করা এবং তাদের সঙ্গে

উলিংয়ের সঙ্গে যাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল তাদের খুঁজে বের করা। আমি দ্বিতীয় পথ ধরেই এগোলাম। আমি তদন্ত শুরু করার পরেই ইন্সপেক্টর মিনারের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, ঐ কেসের তদন্তের দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর—আমাদের বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ যেমন লোক ইনি কিন্তু তেমন ছিলেন না—আমার সাহায্য করার এতটু ইচ্ছে তাঁর স্বভাবে দেখিনি, তার ওপর কথাবার্তাও ছিল অসভ্য ইতরের মত, যা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় কোন মতেই। ইন্সপেক্টর মিনার আর আমি দুজনেই উলিং যে জাহাজে চেপে লণ্ডনে এসেছিল সেই 'এস এস আসুন্টার যাত্রীদের একে একে জেরা করলাম, ক্যাপ্টেন, অফিসার, এঞ্জিনীয়ার এমন কি খালাসীদেরও বাদ দিলাম না।

কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হল না। সবাই একই কথা বলল যার অর্থ হল জাহাজে ওঠার পর থেকে উলিং গোটা পথের বেশীরভাগ সময়টাই একা নিজের কেবিনে শুয়ে বসে কাটিয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে শুধু দুজনকে খুঁজে পেলাম উলিং যাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেছিল তাদের একজনের নাম ডায়ার, অন্যজনের নাম চার্লস লেস্টার। এরা দুজনে ছিল সাদা চামড়ার ইউরোপীয়। এদের মধ্যে ডায়ার লোকটি খুব সুবিধের ছিল না, একসময় অকাজ কুকাজ করে বেরিয়েছে সে খবর লণ্ডন পুলিশ এবং অফিসার কারও অজানা ছিল না। অন্য লোকটি অর্থাৎ চার্লস লেস্টার কোন এক অফিসে কেরাণীগিরি করত, হংকং থেকে সে ফিরে এসেছিল লণ্ডনে। ডায়ার আর চার্লস লেস্টারের ফোটো আমরা আড়াল থেকে তাদের অজান্তে তুলে নিলাম। নিজে তদন্ত করে শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ঐ দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই উলিংয়ের রহস্যময় মৃত্যু ও তার দলিলপত্র খোয়া যাবার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আরও চিন্তাভাবনা করে ডায়ারকেই তখনকার মত দোষী ঠাওরালাম কারণ নতুন খুনখারাপী করে বেড়ায় এমন একদল পেশাদার চীনে অপরাধীর সঙ্গে সে আগে থেকেই জড়িত ছিল।

এবার এলাম রাসেল স্কোয়ার হোটেলে যেখানে উলিং উঠেছিল। উলিংয়ের মৃতদেহের ফোটো দেখে হোটেলের কর্মচারীরাই তাকে গোড়ায় সনাক্ত

করেছিল। কিন্তু ডায়ারের ফোটো দেখিয়ে যখন ইন্সপেক্টর মিলার আর আমি জানতে চাইলাম এ লোকটিই উলিংকে আগের দিন রাতের বেলা হোটেল থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল কিনা। কিন্তু হোটেলের কর্মচারীরা সবাই ঘাড় নেড়ে বলল উলিং যার সঙ্গে সে রাতে বেরিয়েছিল সে লোকের ফোটো ওটা নয়। এরপর চার্লস লিস্টারের ফোটো বের করে দেখালাম আমরা, ফোটো দেখে তারা বলল এই সেই লোক যার সঙ্গে উলিং হোটেলের বাইরে বেরিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। তাদের মুখ থেকেই শুনলাম হোটেলটি যার অর্থাৎ চার্লস লেস্টার সে রাতে যখন উলিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে

এইভাবে তদন্তের কাজ এগোতে লাগল। চার্লস লেস্টারকে সন্দেহ-ভাজন হিসেবে আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এবার তাকে দফায় দফায় জেরা শুরু করলাম আমরা। লেস্টার জানাল যে সে পুরোপুরি নির্দোষ, এবং উলিং খুন হয়েছে শুনে দুঃখপ্রকাশও করল। তাঁর মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ যা পেলাম তা এরকম: উলিং তাকে ঐ দিন রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। লেস্টার সেই কথামত ঐদিন রাত সাড়ে দশটায় হোটেলে গিয়ে উলিংয়ের খোঁজ করেছিল কিন্তু জানতে পারে যে উলিং কোথায় যেন বেরিয়েছে। উলিংয়ের চাকরের সঙ্গে চার্লসের দেখা হয়েছিল, সে জানাল মনিব তাকে বলেছেন সে এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি জায়গায় যেতে। এর মধ্যে লোকটার সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি, তাই উলিংয়ের চাকর যখন ট্যাক্সি নিয়ে এল তখন সে বিশ্বাসে ভর করে উলিংয়ের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তাতে চেপে বসল। চার্লসের নির্দেশে ট্যাক্সি এসে থামল বন্দরের কাছাকাছি। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে আশপাশের পরিবেশ দেখে চার্লসের মনে কেমন সন্দেহ হল কারণ ভাড়াটে অপরাধীদের ডেরা হিসেবে সেই জায়গার যথেষ্ট দুর্নাম আছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই তাই লেস্টার বাড়ি ফেরার পথ ধরল, তার সন্দেহ হল তাকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাবার পেছনে নিশ্চয় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে। উলিংয়ের চাকর লেস্টারকে অনেক বোঝাল, কিন্তু সে তার কথায় কান দিল না।

কিন্তু এরপর নিজেরা খুঁটিয়ে যাচাই করতে গিয়ে দেখলাম লেস্টার যে বিবৃতি দিয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যে আর মনগড়া। প্রথমতঃ উলিং একাই লণ্ডনে এসেছিল, তার সঙ্গে চাকর বা রাঁধুনি কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত যে ট্যাক্সিতে চেপে সে হোটেল থেকে বেরিয়েছিল পুলিশ তার চালককে খুঁজে বের করল। তারই মুখ থেকে যা জানা গেল তা হল, চার্লস লেস্টার এবং তার সঙ্গীর নির্দেশে ট্যাক্সিচালক সে রাতে তাদের লণ্ডনের চীনে পাড়ার এক কুখ্যাত এলাকায় নিয়ে এসেছিল। ঐ এলাকায় আফিম পাওয়া যায় যা বে-আইনী এবং যার নেশা করতে অনেকেই সেখানে ছুটে আসে। ঐখানে একটি বাড়ির ভেতরে লেষ্টার আর সঙ্গী ঢুকেছিল. ঘন্টা-খানেক বাদে লেষ্টার একা বেরিয়ে এসেছিল সেই বাড়ি থেকে। লেষ্টারের মুখ তখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল তা ট্যাক্সিচালকের মনে আছে. তার নির্দেশে সে এরপর তাকে কাছাকাছি পাতাল রেলের স্টেশনে নামিয়ে দেয়।

এরপর চার্লস লেস্টারের স্বভাব চরিত্র আর্থিক অবস্থা ও গতিবিধি খুঁজে বের করা হল। জানতে পারলাম লোকটার স্বভাব এমনিতে খারাপ নয়, তবে জুয়া খেলে অনেক টাকা সে নষ্ট করেছে এবং বর্তমানে প্রচুর দেনা চেপে বসেছে তার কাঁধে। অন্যদিকে ডায়ারের বিবৃতিও লেখা হয়েছিল, এমনকি আমরা একসময় এও সন্দেহ করেছিলাম যে লেষ্টারের আসল নামই হয়ত ডায়ার। এবং হয়ত সব জায়গাতে সে নিজেকে চার্লস লেষ্টার বলে পরিচয় দিয়েছে সন্দেহের দায় এড়াতে। কিন্তু আরও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম এ সন্দেহ অমূলক। আমরা চীনে পাড়ার সেই কুখ্যাত বাড়িতেও গেলাম যেখানে আফিমের নেশা করতে সবাই আসে। কিন্তু সেখানকার মালিক সাফ জানিয়ে দিল যে চার্লস লেষ্টার সে রাতে তার ডেরায় আফিমের নেশা করতে যায়নি এবং সেদিন লেষ্টার বা তার সঙ্গী কেউই সেখানে যায়নি। মালিক এও জানাল যে সে একজন সৎ নাগরিক. ঘুমিয়ে আফিমের নেশা করতে অনেকে তার কাছে আসে এ খবর পুরোপুরি ভুল ও মিথ্যে।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু চার্লস লেষ্টার বাঁচল না। উলিংকে খুন করার অভি-

যোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। তার বাড়িতে পুলিশ অনেক খানা-তল্লাসী চালাল, কিন্তু খনি বেচাকেনার দলিলপত্রের হদিশ পাওয়া গেল না। পুলিশ আফিমের ডেরার মালিককেও খুনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে হিসেবে গ্রেপ্তার করল, কিন্তু তার ডেরাতে খানা তল্লাসী করে দলিল বা আফিম কিছুই মিলল না।

এরই মাঝে মিঃ পিয়ার্সনের চোখে ঘুম নেই। উত্তেজিত অবস্থায় দিনের বেশীর ভাগ সময় তিনি বাড়িতে পায়চারী করে কাটাচ্ছেন আর এতবড় একটা দাঁও লাগানোর মধ্যে এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল বলে আক্ষেপ করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বিশেষ প্রয়োজনে, আমায় দেখেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বসুন, ম'সিয়ে পয়ারো. আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

আমি একটি কোচে বসতেই মিঃ পিয়ার্সন পায়চারী করা থামিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। তদন্ত কতদূর এগিয়েছে সংক্ষেপে তার বিবরণ শুনে বলে উঠলেন, 'কিন্তু তাই বলে আপনি আশাকরি নিরাশ হননি, ম'সিয়ে পয়ারো, নিশ্চয়ই কোনও বুদ্ধি আপনার মাথায় খেলছে।'

'অবশ্যই, মিঃ পিয়ার্সন,' আমি সতর্ক হয়ে বললাম, 'বুদ্ধি একটা কেন. গাদা গাদা জন্ম নিচ্ছে আমার মগজে, আর সেটাই হয়েছে মুসকিল ; কারণ সেগুলো একেকটা একেক দিকে যেতে চাইছে।'

'যেমন ?' মিঃ পিয়ার্সন জানতে চাইলেন, 'একটা দৃষ্টান্ত দেবেন ?'

'দৃষ্টান্ত হিসেবে ট্যাক্সিচালককেই ধরে নিতে পারেন এই মুহূর্তে,' আগের মতই সতর্ক হয়ে বললাম, 'ও যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে এটাই দেখা যাচ্ছে যে ঘটনার দিন রাতের বেলা সে দুজন যাত্রীকে চীনে পাড়ার একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। এখন ওরা দুজন গোড়াতে যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেটা কি সত্যিই সেই বাড়ি এমন কি হতে পারে না যে ট্যাক্সি থামিয়ে ওরা দুজন বাড়ির সামনে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ঢুকেছিল ? আমার এই বক্তব্যকে কি আপনি অযৌক্তিক বলতে পারেন ?'

'যেটা কুখ্যাত অপরাধীদের আড্ডা আর আফিমের ডেরা ?'

মিঃ পিয়ার্সনের মুখে কোনও উত্তর জোগাল না, চাইনী দেখে বুঝতে পারলাম আমি যে এভাবে চিন্তা করছি তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, 'কিন্তু শুধু এভাবে বসে চিন্তাভাবনা করলেই কি আপনার চলবে? আমাদের কি আর কিছুই করার নেই?'

'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি ফুস মন্তরে উলিংয়ের হত্যাকারী আর তার হারানো দলিলপত্র এনে তুলে দেব আপনার হাতে তাহলে খুব ভুল করেছেন,' একটু কড়া গলাতেই কথাটা শোনালাম, 'আমি জাদুকর নই, পেশাদার গোয়েন্দা তা একবারের জন্যও যেন ভুলে যাবেন না। আপনি দলিল খোয়া যাবার দুঃখে ভেবে ভেবে মন আর মাথা খারাপ করতে পারেন কিন্তু ওসব আমার ধাতে পোষাবে না। আরেকটা কথা, আপনি এও ভাববেন না যে আমি এরকিউল পয়ারো চীনে পাড়ার আফিমের ডেরার নোংরা আড্ডায় ঢুকে অপরাধীকে খুঁজে বের করব। অযথা উত্তেজিত না হয়ে শান্ত হোন। আমার লোকেরা ওসব জায়গায় ছড়িয়ে আছে, খোঁজ-খবর যা জোগাড় করার তারাই করবে। আপনার ইচ্ছেমত এগোতে গেলে তদন্তের নামে আমার আঁধারে হাতড়ে বেড়ানোই সার হবে।'

আমি মিছে কথা বলিনি, বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার দুজন গুপ্তচর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা দুজনেই আমার নির্দেশে চীনে পাড়ায় ঢুকে সেই কুখ্যাত আফিমের ডেরার ওপর নজর রেখেছিল আর ঘটনার দিন রাতে কারা সেখানে গিয়েছিল সে সম্পর্কে নানাভাবে খোঁজখবর নিচ্ছিল। তাদের মুখ থেকে শুনলাম সে রাতে সত্যিই ট্যাক্সি থেকে দুজন যাত্রী নেমে এসেছিল, কিন্তু তারা আফিমের ডেরায় ঢোকেনি, তার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকেছিল একটি চীনে বাড়িতে যেখানে বাইরের যেকোন লোক রেস্তোরাঁর মত দাম দিয়ে তৈরী খাবার কিনে খেতে পারে। কিন্তু পরে বাড়ি থেকে একা চার্লস লেষ্টারকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছিল স্থানীয় লোকেরা, তার সঙ্গীর কি পরিণতি ঘটেছিল তা তাদের জানা নেই।

মিঃ পিয়ার্সনের কথাগুলো শুনে সত্যি বলতে কি তাঁর ওপর আমি রেগেই গিয়েছিলাম, তাই আমি যে চুপ করে বসে নেই এটা বোঝানোর

জন্য পরদিন সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে খবরটা জানিয়ে দিলাম।'

'তারপর?' আমি জানতে চাইলাম।

'তারপর পড়লাম আরেক মুশকিলে চার্লস লেষ্টার চীনে পাড়ার যে বাড়িতে ঘটনার দিন রাতে খেতে ঢুকেছিল, সেই বাড়িতে গিয়ে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করি, মিঃ পিয়ার্সন বারবার এটাই বলতে লাগলেন। আমি তাঁকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কে শোনে! সেখানে যাবার আগে আমার চেহারা পাল্টে ছদ্মবেশ নেবার ওপরেও তিনি জোর দিতে লাগলেন—এমন কি আমার এই গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেলার কথা বলতেও তাঁর ভদ্রতায় বাধল না। ভেবে ছাখো, কতবড় ধৃষ্টতা! অবশ্য ভেতরে ভেতরে ভয়ানক রেগে গেলেও বাইরে সেভাবে আমি এতটুকু প্রকাশ করিনি, শুধু এটাই বলেছি যে এসব নিছক ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়! নিজের চেহারাকে সুন্দর করে তোলার জন্যই পুরুষ মানুষ গোঁফ রাখে, সেই সৌন্দর্যের উপকরণ সমূলে যে বিনষ্ট করে তাকে পাগল ছাড়া আর কিইবা বলা চলে। গোঁফ কামানো এমন কারও মন আমার মত সগোঁফ একজন বেঁটেখাটো নিরীহ বেলজিয়াম ভদ্রলোকের মনে যদি আফিমের ডেরায় গিয়ে জীবনকে দেখা এবং আফিমের নেশা করার সাধ জাগে তাহলে তা এমন কি দোষের বলতে পারো?'

আমার যুক্তির কাছে শেষপর্যন্ত মিঃ পিয়ার্সনকে হার মানতে হল। সেদিন সন্ধের কিছু পরে এসে হাজির হলেন আমার বাড়িতে। দেখলাম মিঃ পিয়ার্সনের মুখভর্তি দাড়িগোঁফ তাঁর গলায় একটা নোংরা তেলচিটে ময়লা স্কার্ফ জড়ানো যার দুর্গন্ধে আমার নাক জ্বলে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, ছদ্মবেশে ঘটনাস্থলে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির ভূত তাঁর মাথা থেকে তখনও নামেনি। তুমি আবার ভাবোনা যেন ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস, ইংরেজরা প্রায় সবাই একেক রকমের ছিটিয়াল। ওঁর চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই আমাকেও পোষাক পাল্টাতে হল—তবে গোঁফটা থেকে গেল। পাগলের সঙ্গে তর্ক বাড়িয়ে লাভ কি বলো? মিঃ পিয়ার্সনের ভাষায় ছদ্মবেশে এরপর আমরা রওনা হলাম চীনে পাড়ায়, ওঁকে ত আর একা সেখানে যেতে

দিতে পারি না!'

'সে ত বটেই, আমি মন্তব্য করলাম।

'মিঃ পিয়ার্সনের ইচ্ছেমতই অন্যপথ ধরে আমরা এসে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে। ছোট একটা কামরা, তার মাঝে অল্প কয়েকটা টেবিল চেয়ার খাতা, একগাদা চীনে জোয়ান আর আধবুড়ো সেই ঘরে বসে তাদের দেশী খাবার খাচ্ছে। জাহাজের অশিক্ষিত খালাসীদের ধাঁচে মিঃ পিয়ার্সন গাঁইয়া ইংরেজীতে আপন মনে বক বক করে সেখানকার লোকেদের এটাই বোঝাতে চাইলেন যে তিনি দূরের অনেক নদী আর দরিয়া পাড়ি দিয়ে আজই জাহাজ নিয়ে এসে পৌঁছেছেন লণ্ডনে এমন কি তিনি যে সত্যই জাহাজী তা বোঝাতে পরপর কয়েকবার 'বাবাস' আর 'ফকশল' এ দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন যার অর্থ আমার জানা নেই। একটু বাদে সেই খাবার দোকানের মালিক এসে দাঁড়াল আমার সামনে. লক্ষ্য করলাম তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি খেলে বেড়াচ্ছে.

"এখানকার খাবারদাবার তোমাদের ভাল লাগে না. তাহলে কেন এসেছো এখানে?" মালিক বলল, "আমি জানি. তোমরা এসেছো পাইপে চণ্ডু আর আফিম পুরে খেতে।"

আমরা আগেই একটা খালি টেবিলে মুখোমুখি বসেছিলাম। মালিকের মন্তব্য শুনে মিঃ পিয়ার্সন টেবিলের নীচে আমার পায়ে জোরে একটা লাথি মারলেন তারপর আমি জবাব দেবার আগেই বললেন, "ঠিক ধরেছো, এবারে আমাদের আসল জায়গায় নিয়ে চলো ত বাবা।"

চীনে লোকটি কিছু না বলে শুধু মুচকি হাসল, এক চোরা দরজা দিয়ে সে আমাদের দুজনকে এনে হাজির করল ঐ বাড়ির একতলার নীচে অবস্থিত সোনার বা ভাঁড়ার ঘরে। সেখানে নরম গদীওয়ালা মেঝে আর ডিভান চোখে পড়ল যে বিলাসপ্রদ আরামের উপকরণ ওপরের কোনও ঘরে দেখতে পাইনি। মুখোমুখি দুটো নরম গদীমোড়া ডিভানে মিঃ পিয়ার্সন আর আমি গা এলিয়ে শুয়ে পড়তেই একটি বাচ্চা চীনে এসে আমাদের দুজনের পা থেকে জুতোজোড়া খুলে দিল। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর আফিমের নেশা

করার উপকরণও এনে হাজির করল সে। পাইপে আফিম পুরে জ্বালিয়ে আমরা দুজনে এমনভাব দেখাতে লাগলুম যেন আমাদের প্রচুর নেশা হয়েছে। একসময় আমাদের একা রেখে বাড়ির মনিব আর বাচ্চা চাকরটা চলে গেল. কিছুক্ষণ দেখে মিঃ পিয়ার্সন গলা নামিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আরও কিছুক্ষণ বাদে আমরা দুজনেই খাট থেকে নেমে পড়লাম, হামাগুড়ি দিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম। দেখলাম সেখানে আরও অনেক লোক আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছে। তার পাশের ঘরে গেলাম, সেখানেও দেখলাম একই অবস্থা। হামাগুড়ি দিয়ে পাশের আরও কয়েকটা ঘরে গেলাম আমরা, মানুষের গলা কানে যেতে দুজনেই থেমে গেলাম। শুনতে পেলাম পাশের ঘরে দুজন পুরুষ মৃত উলিং সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে নিজে-দের মধ্যে। পর্দার এপাশে কান পেতে রইলাম আমরা।

"দলিলের কাগজগুলো গেল কোথায়?" একজনের গলা ভেসে এল।

"ঐ মিঃ লেস্টার উলিং ওগুলো হাতিয়েছেন আজ্ঞে", ভাঙ্গা ইংরেজী আর গ্রাম্য চীনাভাষায় জগাখিচুড়িতে আরেকজন জানাল, "তিনি বলল ওগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যাতে পুলিশের বাবাও টের না পায়।"

"তা ত বললেন," প্রথমজন এবার বলল, "কিন্তু তোমার তিনি নিজেই ত ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে।"

"তা পড়েছেন," অপরজন জবাব দিল, "কিন্তু খুন সত্যিই তিনি করেছেন কিনা একথা পুলিশ এখনও বলেনি। মিঃ লেস্টার ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবেন হাজত থেকে, দেখে নেবেন।"

আরও কিছুক্ষণ এই ধরনের বাক্যালাপ চালানোর পরে টের পেলাম পাশের ঘর থেকে ঐ অদেখা দুজন লোক এপাশের ঘরে আসার উপক্রম করছে। টের পেয়েই আমরা দুজনে পা চালিয়ে আগের ঘরে যার যার বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হলাম। কয়েকটা মিনিট নিঃশব্দে কাটল, কেউ এসেছে কিনা দেখে মিঃ পিয়ার্সন আগের মত চাপাগলায় বলে উঠলেন, "এ জায়গাটা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর," জানাজানি হবার আগে চলুন এবার

কেটে পড়া যাক।

"ঠিক বলেছেন, মঁসিয়ে," আমি সায় দিলাম, "অনেকক্ষণ ত নাটক হল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।"

নরম গদীমোড়া বিছানা থেকে নেমে পাসে জুতো গলিয়ে আমরা আগের পথ ধরে উঠে এলাম ওপরে। ডেরাতে মনিবের সঙ্গে দেখা হতে দুজনেই ফুরফুরে চমৎকার মিষ্টি নেশার জন্য প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলাম তাকে। নেশার দাম মিটিয়ে ঐ বাড়ি থেকে অক্ষতদেহে বাইরে বেরিয়ে এলাম দুজনে।

'বাইরে খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলুম', বুকভরে দম নিয়ে মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিতও হওয়া গেল, কি বলেন?'

'বিলক্ষণ!' আমি জানালাম এবং আজ আপনি গোয়েন্দাগিরির যে নজীর এখানে রেখে গেলেন তারপর আসল অপরাধী আর আমাদের হারানিধি দুটোই যে শীগগিরই আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে সন্দেহ নাই। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার ঐ কথা যে দৈববাণীর মত অল্প কয়েকদিনের ভেতর অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে তা আমিও ভাবতে পারিনি।' বলেই হঠাৎ থেমে গেল পয়রো, গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগল সে।

'এতখানি এগিয়ে হঠাৎ থামলে কেন,' আমি চটে উঠলাম, 'ইয়ার্কি পেয়েছো, তা না? আমায় রাগিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে মজা দেখার সেই পুরাণো খেলা? ওসব চলবে না—শীগগির বলো, এরপর কি হল, সেই হারানো দলিলের কি হল, খুঁজে পেলে ওগুলো?'

'নিশ্চয়ই পেলাম,' আবার মুখ খুলল পয়রো, 'সেই কথাই ত এবার বলব।'

'কোথায় খুঁজে পেলে?'

'কোথায় আবার অপরাধীর কোটের পকেটে।'

'সে লোকটা কে তা বলবে ত?'

'কে আবার ঐ মিঃ পিয়ার্সন', পয়রো বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, এই ত? তোমার দোষ নেই, সত্য উদ্ঘাটিত হবার আগের মুহূর্তেও তার ওপর থেকে আমার বিশ্বাস এতটুকু চটেনি। কিন্তু একসময় জানতে

পারলাম চার্লস লেস্টারের মত মিঃ পিয়ার্সন নিজেও প্রচুর দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং লেস্টারের মত উনিও জুয়ো খেলে প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন। হতভাগ্য উলিংয়ের হেপাজত থেকে খনির দলিলপত্র হাতিয়ে নেবার মতলব ওঁর।

'এস এস থ্যাসুর্ণট' জাহাজ যেদিন সাউথাম্পটন বন্দরে নোঙ্গর করে সেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে মিঃ পিয়ার্সন একা গিয়েছিলেন সেখানে। জাহাজে সরাসরি দেখা করেন উলিংয়ের সঙ্গে, পরে তিনি তাকে লণ্ডনে নিয়ে আসেন চীনে পাড়ায় সেই কুখ্যাত বাড়িতে। সেদিন সকালে খুব কুয়াশা পড়েছিল তাই বিদেশী উলিং একবারের জন্য লণ্ডন শহরের পথঘাট চিনে উঠতে পারেনি এবং আন্দাজও করতে পারেনি মিঃ পিয়ার্সন তাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। মিঃ পিয়ার্সন যে নিজে আফিমের নেশা করতে প্রায়ই ওখানে যেতেন এবং সেখানকার গুণ্ডা বদমাসদের ভাড়া করেছিলেন সেবিষয়ে আমার এখন কোনও সন্দেহ নেই। তবে এও ঠিক যে উনি উলিংকে সত্যিই প্রাণে মারতে চাননি। কায়দা করে দলিলগুলো তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে নিজের চেনাজানা কোনও চীনেকে উলিং সাজিয়ে নিজের কোম্পানীতে নিয়ে যাবার মতলব এঁটেছিলেন তিনি। যে লোক উলিং সেজে খনি বিক্রী করবে তাঁর কোম্পানীর ডিরেকটরদের কাছে এবং সেই টাকা এনে তুলে দেবে তাঁর হাতে। এতদূর পর্যন্ত সবকিছু ঠিক ছিল, কোনও ঝামেলা হয়নি। কিন্তু মিঃ পিয়ার্সনের এই নিটোল পরিকল্পনায় বাদ সাধল তাঁরই ভাড়া করা গুণ্ডারা যাদের হেপাজতে উলিং বন্দী হয়েছিল একটা বিদেশী লোককে আটকে রাখার অনেক ঝামেলা, তার চাইতে তাকে একদম মেরে ফেলতে পারলে সব ঝামেলা চুকে যায়। এইসব ভেবে অনুমতি না নিয়েই তাঁর ভাড়া করা গুণ্ডারা খুন করল উলিংকে এবং সেই হতভাগ্যের মৃতদেহ ফেলে টেমস নদীর জলে। এমন কিছু ঘটবার আশঙ্কা মিঃ পিয়ার্সন আগেই করেছিলেন আর ঠিক তাই ঘটল। মিঃ পিয়ার্সন পড়লেন মুশকিলে, যেহেতু সাউথাম্পটন বন্দর থেকে ট্রেনে চেপে লণ্ডনে আসার সময় জীবিত উলিংয়ের সঙ্গে কেউ না কেউ তাঁকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে এই চিন্তাতেই তাঁর মাথায়

বোঝার মত চেপে বসল। কিন্তু তাঁর মতলব হাসিল হবার পরে ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেই উদ্দেশে মিঃ পিয়ার্সন আগে থাকতেই আরেকটি পরিকল্পনা করেছিলেন—লণ্ডনে আসার পথে উলিং নিশ্চয়ই তাঁকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিল যে চার্লস লেস্টার হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এটা আগেই ঠিক হয়ে আছে। পাছে ভবিষ্যতে কেউ জেনে ফেলে যে উলিংকে তিনি অপহরণ করে আটকে রেখেছিলেন সেই ভয়ে তিনি এমন এক মতলব আঁটলেন যাতে এটাই প্রতিপন্ন হবে যে উলিংয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। হয়েছে চার্লস লেষ্টারের সঙ্গে। যে চীনে বদমাসটাকে উলিং সাজিয়া মিঃ পিয়ার্সন তাঁর কোম্পানীর খনি কেনার সব টাকা হাতাতে চেয়েছিলেন এবার তাকেই তিনি উলিংয়ের চাকর সাজালেন, তার নির্দেশে সেই ব্যাটা রাসেল স্কোয়ার হোটেলে উলিংয়ের কামরায় ঢুকে পড়ল। সেদিন সন্ধের পরে চার্লস লেষ্টার উলিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে যখন র‍্যাসেল স্কোয়ার হোটেলে এল তখন সেই বদমাস তাকে যা জানাল তা আগেই বলেছি—তার মনিব উলিং লেষ্টারকে চীনেপাড়ার একটি বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। লেস্টার সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে গিয়ে হাজির হল চীনেপাড়ায় সেখানে নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু খাওয়ানো হয়েছিল যাতে কিছুক্ষণের জন্য স্মৃতিভ্রম ঘটে। বাস্তবে তাই হল—চীনেপাড়া থেকে লেষ্টার যখন বেরিয়ে এল তখন ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে এবং সন্ধের পর থেকে যে যে ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই লেষ্টারের মনে নেই। পরে পুলিশের কাছ থেকে লেষ্টার যখন জানতে পারল যে উলিং মারা গেছে তখন সে বারবার বোঝাতে চাইল যে ঘটনার দিন সন্ধের পরে সে চীনেপাড়ায় যায়নি

মিঃ পিয়ার্সন ভেবেছিলেন চার্লস লেষ্টারকে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েছেন কাজেই তাঁর নিজের আর কোনও ভয় নেই। কিন্তু তাঁর মনের আনাচে কানাচে কোথাও একআধ টুকরো ভয়ের আঁধার নিশ্চয়ই তখনও হয়েছিল আর সেইসব আঁধারে জমে যত জঞ্জাল সাফ করতে তিনি এরপর যা করলেন তাকে রীতিমত নাটক বললে ভুল বলা হবে না, এবং সেই নাটকের অন্যতম অভিনেতা হিসেবে তিনি বেছে নিলেন আমাকে। মনে

সন্দেহ গোড়া থেকেই উঁকি দিলেও আমি তা প্রকাশ করিনি একটিবারের জন্যও, তাই ওঁর নাটক করার প্রস্তাবে আমি এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। মিঃ পিয়ার্সন ভেবেছিলেন ওঁর মত চতুর লোক দুনিয়ায় আর একটিও নেই। কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে আমার সঙ্গে পাল্লা দেবেন সে সাধ্য মিঃ পিয়ার্সনের হবে কি করে! উনি ধরে নিয়েছিলেন আমায় খুব বোকাবানালেন আর তাই ভেবে পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে যখন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছেন ঠিক তখনই উলিং হত্যার তদন্ত যিনি করছিলেন সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর মিলার গিয়ে হাজির হলেন তাঁর বাড়িতে, কোনরকম ভূমিকা না করে জানালেন তাঁর বাড়িতে খানাতল্লাসী করবেন বলে তিনি এসেছেন। মিঃ পিয়ার্সনের বাড়িতে খানাতাল্লাসী চালিয়ে ইন্সপেক্টর মিলার খুঁজে পেলেন খনির হারানো দলিলপত্র যা উলিংয়ের হেপাজত থেকে কায়দা করে হাতিয়ে নিয়েছিলেন মিঃ পিয়ার্সন। এরপর কি হল তা আশা করি আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে—অনেক পুলিশ অফিসার এর আগে দেখেছি কিন্তু এই ইন্সপেকটর মিলারের পাশে তাঁরা কোন ছার! আসল অপরাধী যে মিঃ পিয়ার্সন আর সেই লোকটা দিনরাত আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই জলজ্যান্ত সত্যিটা তাঁকে বোঝাতে কি বেগ যে আমাকে পেতে হয়েছে তা কল্পনা করতে পারবে না ক্যাপ্টেন! ঠিক একইভাবে আসল অপরাধী যখন ধরা পড়ল আর হারানো দলিল যখন উদ্ধার হল তখন ইন্সপেক্টরের মিলার এই জটিল রহস্য সমাধানের অর্দ্ধেক কৃতিত্ব নিজের বলে দাবী করতে লাগলেন তাঁর সহকর্মীদের কাছে। যাই বলো ভাই, ওঁর এই ব্যবহারে আমি মনে এত দুঃখ পেয়েছিলাম যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না।

'সে ত বটেই,' পয়ারোকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললাম, 'এ খুবই খারাপ, এমন একটা অন্যায় আর অসমীচীন ব্যবহার করা ইন্সপেক্টর মিলারের মোটেই উচিত হয়নি, অন্ততঃ তোমার সঙ্গে।'

তবে আমার কৃতিত্বের পুরস্কার থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারেনি এটাও জেনে রেখো। আমি তাকে চটিয়ে দেবার তালে আছি আঁচ করতে

পেরে পয়রো বলল, বার্মা মাইনস লিমিটেডের অন্যান্য ডিরেক্টররা তাঁদের কোম্পানীর মোট চৌদ্দশো শেয়ার আমায় দিয়ে দিলেন বিনামূল্যে। এই ভাবে বিনে খরচে টাকা খাটানো খুব খারাপ নয় কি বলো? কিন্তু ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস, তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, টাকা খাটানোর ব্যাপারে সব সময় ভেবেচিন্তে পা ফেলবে ঠিক রক্ষণশীল লোকদের মত। খবরের কাগজে টাকা লগ্নী করার চটকদার বিজ্ঞাপনের ভাষায় ভুলে তার পেছনে দৌড়ে হেরো না। ঐ যে গোড়ার পার্কিউপাইন না কি এক কোম্পানীর নাম আমায় শুনিয়েছিলে—ওরা যে সবাই একেকজন মিঃ পিয়ার্সনের মত ধড়িবাজ নন তা কে বলতে পারে।'

দ্য কিডন্যাপড প্রাইম মিনিষ্টার

ভয়াবহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ত শেষ হল, আর তাই সেই যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাকে এখন অতীতের ব্যাপার অনায়াসেই বলা চলে। এবং ঠিক সেই কারণে আমি এবার নিরাপদে গোটা দুনিয়াকে জানাতে চাইছি জাতীয় সঙ্কটের এক ভয়ানক মুহূর্তে আমার বন্ধু পয়ারো কত বড় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা বিভিন্ন কারণে গোপন রাখা হয়েছিল, খবরের কাগজের লোকেরা এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারেনি। কিন্তু গোপনীয়তার প্রয়োজন যখন আর নেই তখন আমার মতে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি বাসিন্দার জেনে রাখা দরকার আমার মহাধুরন্ধর বাঁটকুল বেলজিয়াম বন্ধুর কাছে তারা কতটা ঋণী, যার একার বুদ্ধিবলে এক বিশাল ও গুরুতর বিপর্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

ঘটনাকে খুলে বলার আগে নিজের কথা একটু শোনাই। পয়ারোর এতগুলো রহস্য কাহিনী শোনানোর সময় আশাকরি লক্ষ্য করেছেন যে সে আমায় ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস নামে ডাকে। হ্যাঁ, মশাইয়েরা, আমি নিজে সত্যিই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার পরে ফৌজে নাম লেখানোর জন্য একটি পোষ্টার লণ্ডনের সর্বত্র দেখা যেত—ঠোঁটের ওপর পেল্লায় একজোড়া গোঁফ চর্বি বিহীন, মুখ জনৈক ইংরেজ কটমট করে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে, ডান হাতের তোলা তর্জনীর নীচে লেখা একটি স্লোগান যার অর্থ 'লড়াই তোমাকে ডাকছে।' খার্তুমের অভিযানের বীর লর্ড কিচেনারকে মডেল করেই পোষ্টার আঁকা হয়েছিল যাঁর বিস্ময়কর অন্তর্ধান পৃথিবীর অসংখ্য জটিল রহস্যের অন্যতম।

তা যা বলছিলাম। সেই সরকারী প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে একদিন আমি

গিয়ে হাজির হলাম সেনাবাহিনীর স্থানীয় রিক্রুটিং সেন্টার বা ভর্তি অফিসে। সেখানে তখন আমার মত আরও অনেকেই যুদ্ধে যাবার জন্য সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে হাজির হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে. তাদের সঙ্গে আমিও লাইনে দাঁড়ালাম। নানারকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে এবং উচ্চশিক্ষিত হবার সুবাদে কিংস কমিশন পেতে আমার অসুবিধে হল না, এরপরে নির্দিষ্ট তারিখে সামরিক ইউনিফর্মের দুকাঁধে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের দুটি পেতলের তারা এঁটে আমি আমার রেজিমেণ্টের সঙ্গে চলে এলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। জার্মান আর তুর্কি, এই দুই ভয়ানক লড়াকু জাতের সঙ্গে লড়াই করলাম, ক্যাপ্টেনের পদে প্রোমোশন পাবার পরে যুদ্ধক্ষেত্রে একদিন মারাত্মকভাবে আমায় জখম হতে হল শত্রুর গুলির আঘাতে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে জানতে পারলাম আমি আর সামরিক দিক থেকে সক্ষম নই তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আর ফিরে যেতে পারব না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এবার আমার ঠাঁই হল ভর্তি অফিসে, অর্থাৎ গোলাগুলি. রাইফেল, কামান, ছেড়ে টেবল, চেয়ার. কালি কলম আর কাগজ এককথায় যার নাম কেরানীগিরি। আমার চাকরী ঐভাবে বজায় হল। এখন বাড়ি ফিরে ডিনার সেরে রোজই আমি চলে আসি পয়ারোর কাছে, যেসব কেস ওর হাতে এসেছে তাদের মধ্যে কৌতূহলজনক কোনও একটিকে বেছে নিয়ে সে সম্পর্কে তার সঙ্গে নানারকম আলোচনা করে সময় কাটাই।

সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু গোপনীয়তা আজীবন মেনে চলতে আমি বাধ্য তাই তারিখটা আর বললাম না. শুধু এটুকু উল্লেখ করব যে ইংল্যাণ্ডের যারা শত্রু অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যারা বাধিয়েছিল তারা সে সময় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করতে হবে। এই বুকনি তোতাপাখীর মত দিনরাত আউড়ে চলেছে। অন্যান্যদিনের মত সেদিনও সন্ধের পরে ডিনার খেয়ে চলে এসেছি পয়ারোর কাছে, দুজনে কথাবার্তা বলছি। আমাদের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামের প্রাণনাশ করার চেষ্টা করেছিল শত্রুরা। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। এখন যুদ্ধ চলছে, ছেপে বেরোবার আগে সব কাগজেরই

প্রত্যেকটি খবর 'সেনসার' করা হচ্ছে, সুতরাং ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও বেরোয় নি। যেটুকু জানা হয়েছে তাতে বোঝা যায় আততায়ীর গুলী প্রধানমন্ত্রীর একদিকের গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, যার ফলে তিনি অদ্ভুতভাবে প্রাণে বেঁচেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা হতে পারে সে খবর আগে থেকে জানতে পারেনি। এটা আমাদের পুলিশবিভাগের পক্ষে কর্তব্যে অবহেলার এক লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত, অন্ততঃ আমার নিজের তাই ধারনা। আমাদের প্রধান মন্ত্রীর মনোবল ইস্পাতের মত কঠিন. যে কারণে তাঁর পার্টির অন্যান্য সদস্যরা অনেকেই তাঁকে আড়ালে 'লড়াকু ম্যাক' বলে ডাকেন। যারা লড়াই শুরু করেছিল রাতারাতি তারা সবাই শান্তিবাদীর নামাবলী গায়ে চাপিয়েছে, যুদ্ধ চালু থাকতে থাকতেই এই যে অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা যে কজনের আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাদের একজন। মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামকে শুধু ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বললে ভুল বলা হবে, তিনি নিজেই। ইংল্যাণ্ড। এমন একজন নেতাকে তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে একবার সরিয়ে ফেলতে পারলে গোটা ব্রিটেন সহ গোটা মিত্রপক্ষকে পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে শত্রুদের দেরী হবে না তা বলাই বাহুল্য। জার্মান গুপ্তচরেরা যে ইংল্যাণ্ডে বসে একের পর এক নষ্টামি চালিয়ে যাচ্ছে তা পুলিশের অজানা থাকার কথা নয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানে খতম করে দেবার ঝুঁকি নিতে তাদের হাত যে একবারের জন্যও কাঁপবেনা, আজকের ঘটনাই তার প্রমাণ।

পয়ারোর শোবার ঘর থেকে বেঞ্জিনের কড়া গন্ধ ভেসে আসছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে এঘরে এসে দাঁড়াল। পয়ারোর পরণে হাল্কা ধূসর রংয়ের স্যুট, ডান হাতে একটুকরো স্পঞ্জ, তাই দিয়ে স্যুটের একটি জায়গা একমনে সে ঘষে চলেছে। এবার বুঝতে পারলাম স্যুটের ময়লা দাগ তুলতেই পয়ারো স্পঞ্জে বেঞ্জিন ঢেলেছে।

'আরেকটু বোস, ক্যাপ্টেন,' মুখ না তুলেই পয়ারো বলল, 'এই তেলকালির

দাগটা মুছেই আমি আসছি। এতক্ষণে ঝামেলা মিটল। বলে পয়ারো তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে পড়ল। সাজ-গোজের দিক থেকে বরাবরই ফুলবাবু, আজও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে না।

'কি হে, কেমন চলছে?' সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইলাম, 'ইন্টারেস্টিং কিছু হাতে এল নাকি?'

'জনৈকা মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তাঁকে খুঁজে বের করতে আমি সেই মহিলাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করছি। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন, হাঁসিল করতে গেলে কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কারণ খুঁজে পাবার পক্ষে স্বামীরূপী সেই ভদ্রলোক যে আদৌ খুশি হবেন না সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তুমি হলে কি করতে জানি না। তবে ভদ্রলোকের জন্য আমার সহানুভূতি আছে। ওঁর মত এক সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন এটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না।'

কোনও মন্তব্য না করে শুধু হাসলাম।

'এই যে, দাগটা তেলের এতক্ষণে মুছেছে, ব্যাটা তাহলে শেষপর্যন্ত ভাগল, বুঝলে ক্যাপ্টেন!' বেঞ্জিন মাখানো স্পঞ্জটা সরিয়ে রেখে পয়ারো সোজা হয়ে বসল, 'হাত খালি হয়েছে, এবার আমি তোমার হাতে, কি বলবে বলো।'

'বলছিলুম আমাদের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক অ্যাডামের প্রাণনাশের এই যে অপপ্রয়াসের ঘটনা ঘটে গেল, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?'

'এককথায় বলতে গেলে নেহাৎ ছেলেমানুষী!' পয়ারো জোরগলায় বলল, 'এসব খুন করতে গেলে রাইফেলের ঝুঁকি না নেয়াই ভালো, ওটা সেকেলে হাতিয়ার।'

'আততায়ী অথবা আততায়ীরা কিন্তু কাজটা প্রায় হাঁসিল করে ফেলেছিল;' আমি বললাম। পয়ারো উত্তরে যেভাবে মাথা ঝাঁকালো তাতে এটাই বুঝলাম যে সে প্রবলভাবে আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে চাইছে। কিন্তু কিছু বলার আগেই আমাদের ল্যাণ্ডলেডী ঘরে ঢুকলেন, তাঁর কথা থেকে জানতে পারলাম দুজন ভদ্রলোক পয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ওঁরা নাম ধাম, কোথা থেকে এসেছেন, এসব বলেন নি, ল্যাণ্ডলেডী জানালেন, 'শুধু বলছেন দরকারটা খুব জরুরী আর গোপনীয়।'

'তাহলে আর খামোকা বসিয়ে রেখে লাভ কি,' পয়ারো তার ট্রাউজারের ভাঁজ ঠিক করে নিল, 'ওঁদের পাঠিয়ে দিন।'

একটু বাদেই দুজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন যাঁদের মধ্যে একজনকে চিনতে আমার কষ্ট হল না—লর্ড এসটেয়ার, হাউস অফ কমনসের নেতা; তাঁর সঙ্গীর নাম মিঃ বার্ণাড ডজ, তিনি ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য, এবং আমি যতদূর জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন।

মঁসিয়ে পয়রো কে তা লর্ড এসটেয়ারের প্রশ্নের জবাবে আমার বন্ধুবর মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে দীর্ঘদেহী সেই পুরুষটি বললেন, 'মঁসিয়ে পয়ারো, যে ব্যাপারে আমি আপনার কাছে এসেছি তা অত্যন্ত গোপনীয়!'

'ওঁর জন্য চিন্তা করবেন না,' পয়ারো জবাব দিল, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের সামনে যে কোন বিষয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে।'

আমি বাইরে যাবার উদ্দ্যোগ করছি দেখে পয়ারো ইশারায় আমাকে বসতে বলল, অগত্যা আমি থেকেই গেলাম।

লর্ড এসটেয়ার তখনও কিন্তু কিন্তু করছেন দেখে তাঁর সঙ্গী মিঃ ডজ এবার মুখ খুললেন, 'গোপন করে আর লাভ কি, যে সমস্যায় আমরা জড়িয়ে পড়েছি, আজ হোক কাল হোক ইংল্যাণ্ডের মানুষ তা ঠিকই জানতে পারবে।'

'আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন,' ইশারায় বড় চেয়ারটা লর্ড এসটেয়ারকে দেখিয়ে শান্ত গলায় আবো বলল, "মিলর্ড, আপনি এখন বড় চেয়ারটায় বসুন।'

'আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন?' মুখোমুখি চেয়ারে বসে লর্ড এসটেয়ার জানতে চাইলেন।

'অবশ্যই চিনতে পেরেছি, মিলর্ড।'

পয়ারো বলল, 'খবরের কাগজেও আপনার ছবি প্রায়ই বেরোয় তাই

দেখে চিনেছি।'

'ম'সিয়ে পয়ারো' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'অত্যন্ত জরুরী একটি সমস্যায় পড়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি, আশাকরি আপনি এই ব্যাপারে গোপনীয়তা পুরোপুরি বজায় রাখবেন।'

'আমার নাম এরকুল পয়ারো ব্যস্ তার বেশী আর কিছু আপনাকে বলব না,' পয়ারোর সেরা আশ্বাস সেই মুহূর্তে বাতেল্লার মত শোনাল।

'সমস্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'আমরা গুরুতর এক সমস্যায় পড়েছি।'

'মাপ করবেন, আমি বাধা দিয়ে জানতে চাইলাম, 'ওঁর আঘাত কি খুব গুরুতর?'

'কোন আঘাতের কথা বলছেন?' মিঃ ডজ পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'প্রধানমন্ত্রীর গালে একটা বুলেট ছুঁয়ে গিয়েছিল, সেই আঘাত।'

'ওঃ, সেই কথা বলছেন?' মিঃ ডজ তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, 'সে ঘটনা এখন ইতিহাস হয়ে গেছে।'

'উনি ঠিকই বলছেন,' লর্ড এসটেয়ার সায় দিলেন, 'ঘটনাটা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রুর সেই অপপ্রয়াস সফল হয়নি। দ্বিতীয় অপপ্রয়াস নিয়েই আমাদের যা কিছু চিন্তাভাবনা।'

'দ্বিতীয় অপপ্রয়াস?' লর্ড এসটেয়ারের কথায় আমার সঙ্গে সঙ্গে পয়ারো চমকে উঠল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে এটা একটু অন্যরকমের ম'সিয়ে পয়ারো, প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি হঠাৎ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়েছেন।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি, তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'অসম্ভব!' আমি চেঁচিয়ে বললাম, তার সঙ্গে সঙ্গে পয়ারো আড়চোখে আমার দিকে যেভাবে তাকাল তার অর্থ একটাই—তুমি চুপ করো!

'বাইরে থেকে অসম্ভব মনে হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাই ঘটেছে,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'আর সেই কারণেই আমরা আপনার কাছে এসেছি

ম'সিয়ে পয়ারো !'

'মিলর্ড ঠিকই বলেছেন, ম'সিয়ে পয়ারো, 'মিঃ ডজ বললেন, 'আমাদের হাতে এখন এতটুকু সময় নেই আর সেটাই সবচেয়ে চিন্তার বড় কারণ !'

'এ কথার অর্থ কি,' ম'সিয়ে পয়ারো মিঃ ডজের দিকে সরাসরি তাকালো, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?' মিঃ ডজ কোনও উত্তর না দিয়ে লর্ড এসটায়ারের দিকে তাকালেন, চোখের ইশারায় একজন আরেকজনকে কি যেন বললেন দুজনে, তারপর লর্ড এসটেয়ারই মুখ খুললেন।

'ম'সিয়ে পয়রো, মিত্রপক্ষের সম্মেলন যে আসন্ন আশাকরি তা আপনার জানা আছে?'

পয়ারো ঘাড় নেড়ে বোঝাল যে এ খবর তার অজানা নয়।

'বিভিন্ন কারণে ঐ সম্মেলন কবে কোথায় শুরু হবে তা আমরা এখনও খবরের কাগজের রিপোর্টারদের জানতে দিইনি,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'কিন্তু তা হলেও সম্মেলনের তারিখ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মহল ঠিকই জেনে ফেলেছে তা আমরা ধরতে পেরেছি। তবে শুনুন ম'সিয়ে পয়ারো, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধের পরে ভার্সাইয়ে সম্মেলন শুরু হতে চলেছে। এবার পরিস্থিতির গুরুত্ব কি তা আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি কতটা প্রয়োজন তা আপনার কাছে গোপন করব না। এদিকে জার্মান গুপ্তচরেরা এদেশে বসে শান্তিচুক্তির কথা যে ভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে তা আশা করি নতুন করে আপনাকে বলার অপেক্ষা রাখে না। এও জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্মেলনের ফলাফল আমাদের তথা মিত্রপক্ষের অনুকূলে নিয়ে আসবে। কাজেই বুঝতেই পারছেন সম্মেলনে উনি যদি না থাকেন তাহলে তার ফল হবে ভয়াবহ, শান্তি স্থাপনের কোনও সম্ভাবনাই তখন আর থাকবে না, এবং সবচাইতে পরিতাপের বিষয়, ম্যাগের জায়গায় আর কাউকে বসানোর মত লোকও এই মাহূর্তে আমাদের মাঝখানে নেই, উনি একাই গোটা ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।'

লর্ড এসটেয়ারের কথা শুনে পয়রোর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, কিছুক্ষণ

চিন্তা করে সে বলল, 'তাহলে প্রস্তাবিত মিত্রপক্ষের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যাতে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারেন তাই জার্মান গুপ্তচরেরা ওঁর কিডন্যাপ করেছে, এটাই বলতে চান আপনি ?'

'ঠিক তাই, ম'সিয়ে পয়ারো,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'সত্যি বলতে কি, প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের দিকে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই এই ঘটনা ঘটেছে।'

'সম্মেলন শুরু হবে কখন ?

'আগামীকাল রাত ঠিক ন'টায়।'

পয়ারো তার জ্যাকেটের ভেতরে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে একটা ঢাইণ ট্যাকঘড়ি বের করল, একনজর সময়টা দেখে বলল, 'এখন বেজেছে পৌনে ন'টা।'

'আমাদের হাতে আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে,' মিঃ ডজ গম্ভীর গলায় বললেন।

'সেই সঙ্গে আরও পনেরো মিনিট তা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, ম'সিয়ে,' পয়ারো সময়ের হিসেব শুধরে দিল, 'হয়ত ওটুকু কাজে লাগবে। এবার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিন, প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় আহ্বান করা হয়েছে—ইংল্যাণ্ডে নাকি ফ্রান্সে ?'

'ফ্রান্সে,' মিঃ ডজ বললেন, আজ সকালেই মিঃ ম্যাক অ্যাডাম সীমানা পেরিয়ে ফ্রান্সে পৌঁছোন। আজ রাতে তিনি কম্যাণ্ডার ইন চীফের অতিথি হবেন এটাই স্থির ছিল, উনি নিজে আগামীকাল রওনা হচ্ছেন প্যারিসের দিকে। প্রধানমন্ত্রী বোলগ্না পৌঁছোনোর পরে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে কম্যাণ্ডার হল চীফের জনৈক এডিসি একটি গাড়িতে চেপে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, নৌবাহিনীর একটি ডেষ্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আজই ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে পৌঁছে দিয়েছে।'

'তারপর ?'

'ঐ এডিসি বেলিগ্না থেকে ঠিকই গাড়িতে চেপে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি আর পৌঁছোতে পারেন সি।'

'তার মানে?' পয়ারো অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল, 'কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি ম'সিয়ে পয়ারো।' মিঃ ডজ বললেন, গাড়ি একটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসেছিল ঠিকই ; কিন্তু সে গাড়িতে যিনি ছিলেন তিনি জাল এডিসি পরে ঐখানে রাস্তার ধারে আসল গাড়িটি পড়ে আছে দেখা যায়। যার ভেতরে ছিলেন আসল এডিসি, তাঁর হাত পা আর মুখ বেঁধে রাখা হয়েছিল।'

'তাহলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেই গাড়িটা এসেছিল তার কি হল?' পয়ারো জানতে চাইল।

'সে গাড়ি উধাও, তার খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি!'

'এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।' পয়ারো বলে উঠল, 'কিন্তু উধাও হবার পরে আর কেউ ঐ গাড়িটাকে একবারের জন্যও দেখতে পায়নি, তা কি করে হয়?'

'আমরাও গোড়ায় তাই ভেবেছিলাম,' মিঃ ডজ বললেন, 'তখন সবাই ধরে নিয়েছিলাম ব্যাপক খানাতল্লাসী করলেই ঐ গাড়ির হদিশ মিলবে। ঘটনা যেখানে ঘটেছে ফ্রান্সের সেই এলাকায় সামরিক আইন চালু আছে তাই ঐ গাড়ি কারও না কারও নজরে ঠিকই পড়বে আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। ফরাসী পুলিশ, ওদের আর আমাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়াড' একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিশ মেলেনি!'

মিঃ ডজের কথা শেষ হতেই বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল, পরমুহূর্তে একজন অল্পবয়সী সামরিক অফিসার ভেতরে ঢুকলেন, একটা মুখবন্ধ খাম তিনি তুলে দিলেন লড' এস্টেয়ারের হাতে।

'এইমাত্র ফ্রান্স থেকে এসেছে, স্যার।' অফিসার জানালেন, 'আপনার নিদে'শমত আমি তাই এটা এখানে নিয়ে এলাম। এইটুকু বলেই তরুন সামরিক অফিসারটি স্যালিউট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উদগ্রভাবে

লর্ড এসটেরার খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ টেনে বের করলেন, তাতে চোখ বুলিয়ে জানালেন, 'যাক এতক্ষণে একটা খবর পাওয়া গেল! এই সাংকেতিক টেলিগ্রামের অর্থ একটু আগেই বের করা হয়েছে! দেখুন এতে লিখেছে, দ্বিতীয় গাড়িটি পুলিশ খুঁজে পেয়েছে অর্থাৎ যে গাড়িতে চেপে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী ড্যানিয়েলস ছিলেন ঐ গাড়িতে সি নামে একটা জায়গায় এক পরিত্যক্ত খামারবাড়ির ভেতর থেকে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করেছে, তাঁর হাত পা আর মুখ বাঁধা ছিল। গোয়েন্দারা এবিষয়ে নিশ্চিত যে তাঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছিল। ড্যানিয়েলস জেরার জবাবে বলেছেন যে পেছন থেকে আচমকা কে যেন তাঁর নাকে কিছু একটা চেপে ধরেছিল, অনেক চেষ্টা করেও তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননি, এর বেশী আর কিছু তাঁর মনে নেই। তাঁর বক্তব্যে যে সন্দেহ করার মত কিছু নেই এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত।'

'ওরা তাছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওনি?'

'না।'

প্রধানমন্ত্রীর মৃতদেহ পুলিশ যখন খুঁজে পায়নি তখন মনে হচ্ছে তাঁর উদ্ধার সম্পর্কে, তখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু একটা ব্যাপার ভারী অদ্ভুত ঠেকছে—আজই সকালে শত্রুরা যখন প্রধানমন্ত্রীকে গুলি ছুঁড়ে খুন করতে গিয়েছিল তখন হাতের মুঠোর ভেতর পেয়েও তারা ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে কেন?'

লর্ড এসটেয়ার পয়ারোর এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না। মিঃ ডজ শুধু মাথা নেড়ে বললেন, 'একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহল, প্রধানমন্ত্রী যাতে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে শত্রুরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

'আমার মত এক মানুষের পক্ষে ওকে উদ্ধার করার জন্য যতদূর করা সম্ভব করবো' পয়ারো জানাল, 'ঈশ্বর করুন খুব দেরী হয়নি। যাক্ এবার গোড়া থেকে সবকথা আমায় খুলে বলুন, সেইসঙ্গে ওঁকে যে আজ সকালে

গুলি ছুঁড়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাও বিস্তারিতভাবে খুলে বলুন।'

'গতকাল রাতেরবেলা প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস নামে ওঁর একজন সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে—

'ইনিই ফ্রান্সে ওঁর সঙ্গে ছিলেন? পয়ারো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। যা বলছিলাম, ওঁরা গাড়িতে চেপে উইণ্ডসারে যান, সেখানে প্রধানমন্ত্রী একটি ভাষণ দেন। আজ সকালবেলা উনি শহরে ফিরে আসছিলেন, ফেরার পথে ওঁর প্রাণনাশের চেষ্টা চালানো হয়।'

'একটু দাঁড়ান', পয়ারো বলল, 'এই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস ব্যক্তিটি কে? ওঁর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে আপনাদের কাছে?'

'জানতাম আপনি এই প্রশ্ন করবেন,' লর্ড এসটেয়ার জানালেন, 'সত্যি বলতে কি যার কথা বলছেন সেই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস সম্পর্কে তেমন কিছু আমাদের জানা নেই। তেমন কোনও নামী পরিবারের ছেলে উনি নন। তবে এটুকু বলতে পারি যে উনি সেনাবাহিনীতে বহুদিন হল কাজ করছেন, এবং সেক্রেটারী হিসেবে সত্যিই উপযুক্ত। ক্যাপ্টেন ডানিয়েলস কম করে সাতটি ভাষা জানেন, আর এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে যাবার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।'

ইংল্যাণ্ডে ওঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'আছেন, দুই পিসি—একজন থাকেন হ্যাম্পস্টেডে, নাম মিসেস এভারার্ড, অন্যজন মিস ড্যানিয়েলস থাকেন অ্যাসকটের কাছাকাছি।'

'অ্যাসকট?' পয়রো জানতে চাইল, 'জায়গাটা উইণ্ডসরের খুব কাছেই, তাই না?'

'আপনি যে সন্দেহ করবেন তা আমাদের মনেও জেগেছিল,' লর্ড এসটেয়ার জানালেন, 'কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি সন্দেহ অমূলক।'

'তাহলে আপনাদের মতে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস সবরকম সন্দেহের উর্দ্ধে?'

কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন লর্ড এসটেয়ার, তারপর

মুখ তুলে তিক্ততা মেশানো গলায় বললেন, 'না, ম'সিয়ে পয়ারো, বর্তমানে যে সময়ে আমরা আছি সেখানে কাউকে সন্দেহের উর্দ্ধে' বলার আগে আমি ইতস্ততঃ করব।'

'ঠিক বলেছেন,' পয়ারো সায় দিয়ে বলল, 'এবার বুঝতে পারছি মিলর্ড' যে প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা দরকার। আশাকরি সেক্ষেত্রে তাঁর ওপর শত্রুর কোনরকম আক্রমণ সফল হবে না?'

'ঠিক ধরেছেন', লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর গাড়ীর ঠিক পেছনে একদল সাদা পোশাকের গোয়েন্দা আরেকটি গাড়িতে চেপে তাঁর অনুসরণ করছিল। মিঃ ম্যাক অ্যাডাম কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে আগে কিছুই জানতে পারেন নি। ওঁর ভয়ের কিছু নেই, সাদা পোষাকের গোয়েন্দাদের পাহারায় যাচ্ছেন জানতে পারলে উনি আগেই ধমকে ওদের বিদেয় করে ছাড়তেন। কিন্তু তাহলেও পুলিশকে তো তার কর্তব্য পালন করতেই হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি যে চালাচ্ছিল সেই ও' মার্ফি' নিজেই সি আই ডির লোক।'

'ও' মার্ফি?' পয়ারো বাধা দিল, 'লোকটি নিশ্চয়ই আইরিশম্যান, তাই না?'

'হ্যাঁ' ও'মার্ফি আইরিশম্যান।'

'আয়ারল্যাণ্ডের কোন জায়গায় ওর বাড়ি?'

'ক্লেয়ার এলাকায়।'

'বেশ! তারপর কি হল বলে যান মিলর্ড।'

'প্রধানমন্ত্রী একটা ঢাকা গাড়িতে চেপে লণ্ডনের দিকে রওনা হলেন, তিনি আর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস ছিলেন ভেতরে। দ্বিতীয় গাড়িটি তাদের অনুসরণ করছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও অজানা কারণে বড় রাস্তার বদলে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি গিয়ে পড়ল অন্য রাস্তায়—'

'যেখানে রাস্তাটা ভাগ হয়েছে?' পয়ারো বাধা দিল 'তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কি করে?'

'এত এমনিতেই বোঝা যায়,' পয়ারো উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বলে যান

মিলর্ড। থামবেন না?'

"কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল,' লর্ড এসটেয়ার আবার খেই ধরলেন, 'এদিকে হল কি, পুলিশের যে গাড়িটা পেছন পেছন আসছিল প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির ঐ পথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তার চালক টের পায় নি, তাই তারা বড় রাস্তা ধরেই ছুটে এগোল। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি নিরুপদ্রবেই যাচ্ছিল, আচমকা একটা গলির ভেতর থেকে একদল মুখোশ পরা লোক দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ির সামনে পথ আটকাবার জন্য। গাড়ির চালক—'

'ঐ সাহসী ও'মার্ফি,' প্রায় বিড়বিড় করে বললেও পয়ারোর মন্তব্য আমার কানে স্পষ্ট ভেসে এল।

'হ্যাঁ, গাড়ির চালক গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়ে ব্রেক চাপতে গিয়েছিল, সেইসময় ব্যাপার কি দেখতে প্রধানমন্ত্রী জানলার কাঁচ নামিয়ে বাইরে মুখ বের করেছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুবার কাছেই কোথাও রাইফেল গর্জে উঠল, একটা গুলি ছিটকে এল প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে, কিন্তু মুখে না লেগে গুলিটা তার গালের চামড়া পুড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় গুলিটা অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি! বিপদের গুরুত্ব টের পেয়ে ও'মার্ফি এবার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। যারা পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল কোন কিছুর পরোয়া না করে তাদের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল সে, ঘাবড়ে গিয়ে মুখোশপরা সেই লোকগুলো ছিটকে পড়ল পথের দুধারে।

'অল্পের জন্য উনি প্রাণে বেঁচেছেন,' বলতে গিয়ে আমায় গা কেঁপে উঠল!

মিঃ ম্যাক অ্যাডাম নিজে কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে কোনও হৈ চৈ করেন নি, ওঁর নিজের মতে গালের আঘাত সামান্য একটা আঁচড় বই কিছু নয়। ও'মার্ফি ওঁকে নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় একটি ছোট হাসপাতালে, সেখানকার লোকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ওঁর মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। প্রধানমন্ত্রী ঐ হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে তাঁর নিজের পরিচয় দেন নি, ওঁরাও তাঁকে চিনতে পারেন নি। এরপরে সফরসূচি অনুযায়ী উনি

এসে পৌঁছোন চেয়ারিং ক্রস, সেখানে ডোভারগামী একটি বিশেষ ট্রেন ওঁদেরই জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেখানে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের মুখ থেকে চিন্তিত পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঘটনার বিবরণ জানতে পারে, তার অল্প কিছুক্ষণ বাদে প্রধানমন্ত্রী সেই ট্রেনে চেপে রওনা হন ফ্রান্স অভিমুখে। ডোভারে ট্রেন থেকে নেমে প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ারে চাপেন। পরের ঘটনা গোড়াতেই বলেছি, বোলগ্নায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী দেখতে পান একটি গাড়ি তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই গাড়িতে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়ছিল, ভেতরে যিনি ছিলেন তিনি নিজেকে কম্যাণ্ডার ইন চীফের এ ডি সি বলে পরিচয় দেন ; কিন্তু তিনি এবং ঐ গাড়ি দুটোই যে জাল তা তখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।'

'এইটুকুই আপনার বক্তব্য ?' লর্ড এসটেয়ার থামতে পয়ারো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

'কিছু বাদ পড়েনি ত ?'

'হ্যাঁ পড়েছে।'

'সেটা কি ?'

'চেয়ারিং ক্রশে প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দেবার পরে ওঁর গাড়ি বাড়ি ফেরেনি। পুলিশের সন্দেহ পড়েছিল ও'মার্ফির ওপর তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তল্লাসী। পরে সোহো এলাকায় অবস্থিত এমন একটি বাজে রেস্তোর্াঁর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর সেই গাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল যে জায়গাটা জার্মান গুপ্তচরদের আড্ডা হিসেবে কুখ্যাত।'

'গাড়ির চালকের কি হল ?'

'চালককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও উধাও হয়েছে।'

'তাহলে দুজন নিরুদ্দেশ হয়েছে ?'

পয়ারো আপন মনে বলল, 'প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে এবং ও'মার্ফি লণ্ডনে।'

'ম'সিয়ে পয়ারো,' লর্ড এসটেয়ারের গলায় হতাশা ফুটে বেরোল।

'গতকালও কারও মুখ থেকে যদি শুনতাম যে ও'মার্ফি বিশ্বাসঘাতক, তাহলে সেকথা আমি মোটেও বিশ্বাস করতাম না।'

'আর আজ?'

'আজ কি বলব তা এখনও আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

শালগমের মত দেখতে নিজের ট্যাঁকঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে পয়ারো বলল, 'মিলর্ড, এই রহস্য সমাধান করতে গেলে আমার তদন্তের প্রয়োজনে যে কোন জায়গায় যেতে হতে পারে তা আশা করি বুঝতে পারছেন? এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা আশা করতে পারি কি?'

'অবশ্যই,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'আর ঠিক একঘণ্টা বাদে একটি বিশেষ ট্রেন ডোভার থেকে ছাড়বে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একদল গোয়েন্দা থাকবেন ঐ ট্রেনে। এছাড়া আরও দুজন থাকবেন আপনার সঙ্গে একজন সামরিক অফিসার, অন্যজন সি আই ডি অফিসার। বলুন, এতে চলবে ত?'

'আর দরকার নেই। হ্যাঁ, যাবার আগে আমার আরও একটা প্রশ্নের উত্তর অনুগ্রহ করে দেবেন আশা করছি। আপনারা আমার কাছে এলেন কেন? লণ্ডনের মত এক বিশাল কর্মব্যস্ত শহরে আমাকে ত কেউ চেনে না, জানে না!'

'আপনার নিজের দেশের অর্থাৎ বেলজিয়ামের বাসিন্দা, এক বিরাট লোকের ইচ্ছা ও সুপারিশেই আমরা আপনাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি।'

'আমার নিজের দেশের এক বিরাট বড় লোক? তিনি কি আমার বন্ধু প্রিফেট?'

'না, প্রিফেট নন,' লর্ড এসটেয়ার মাথা নেড়ে বললেন, 'ইনি প্রিফেটের চাইতেও অনেক বড় মাপের মানুষ, একসময় যাঁর মুখের কথাই ছিল বেলজিয়ামের আইন এবং আবারও তাই হবে। ইংল্যাণ্ড শপথ করে বলতে পারে।'

লর্ড এসটেয়ারের মন্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে পয়ারো নাটকীয় ঢংয়ে কোনও এক অদেখা পুরুষের উদ্দেশ্যে স্যালিউট ঠুকল, নিজের মনেই বলল, 'তবে তাই হোক। কিন্তু আমার গুরুদেব ভুলে গেছেন যে···শুনুন মশাইরা, আমি এরকিউল পয়ারো নিজ মুখে বলছি, একান্ত বিশ্বাসভাজন হিসেবে আমি আপনাদের সেবা করব। ঈশ্বর করুন আমার কথা যেন যথাসময় সত্যি বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পুরো ধোঁয়াটে হয়ে আছে···আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না···।'

মন্ত্রী দুজন বিদায় নেবার পরে আমি বললাম, 'কি গো পয়ারো, এই মারাত্মক কেস সম্পর্কে তোমার নিজের কি অভিমত? কি হবে এখন?'

পয়ারো আমার প্রশ্নের জবাব দিল না, একটা ছোট স্যুটকেস গোছাতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, সুটকেস গোছানো শেষ হলে বলল, 'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আমি এই মুহূর্তে কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে বুদ্ধিশুদ্ধি যা কিছু ছিল সব আমায় ছেড়ে পালিয়েছে।'

'একটা প্রশ্নের জবাব অন্তত দাও?' নাছোড়বান্দার মত জানতে চাইলুম, 'মাথায় দু এক ঘা দিলেই যেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার কথা সেখানে ওরা প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করতে গেল কেন?'

'যদি বলে থাকি তাহলে মাফ করো ভাই,' পয়ারো বলল 'আসলে আমি অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছিলুম। এখন দেখতে পাচ্ছি শুধু কিডন্যাপ করা নয়, ওদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ অনিশ্চয়তা আতঙ্ক ছড়াবে। সেটা একটা কারণ। প্রধানমন্ত্রী যদি মারা যান তবে তা হবে ভয়ানক বিপর্যয়কর। কিন্তু আমাদের সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, তাকে সামাল দিতে হবে। আরও যেসব সম্ভাবনা আছে সেসব শুনলে তোমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, নড়াচড়া করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসবেন, কি আসবেন না? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না, এবং যতক্ষণ

পর্যন্ত না তারা কিছু জানতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছুই করা যাবে না! এবং একটু আগে এই প্রসঙ্গে তোমাকে যা বলছিলাম, এইসব অনিশ্চয়তাই আতঙ্ক ছড়াবে, আর শত্রুরা ঠিক সেটাই চাইছে। তারপর ভাবার মত আরও আছে, যেমন কিডন্যাপাররা যদি ওঁকে গোপনে কোথাও আটকে রেখে তাকে তাহলে তুপক্ষের কাছ থেকেই ফায়দা তোলার সুবিধে ওদের থেকে যাচ্ছে। সচরাচর জার্মান সরকার টাকাকড়ি খুব উদার হাতে বিলোয় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাতে তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মুক্তিপণ বাবদ প্রচুর টাকা খরচ করতেও পারে। তৃতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রীকে খুন করলেও ফাঁসীতে ঝোলার ঝুঁকি তাদের থাকছে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কিডন্যাপ করাই ছিল ওদের মতলব।'

'তাই যদি হয় তাহলে প্রথমে ওরা প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার চেষ্টা করেছিল কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'এই ব্যাপারটা, আমারও মাথায় ঢুকছে না!' পয়ারো রেগেমেগে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা ধোঁয়াশার মত অস্পষ্ট—অপদার্থ। প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করার সব যোগাড়যন্ত্র করে এবং চমৎকার ব্যবস্থা করল। আবার তারপরেও নাটক করার সাধ জাগল ওদের মনে অতিনাটকীয় ঠিক সিনেমার গল্পের মত। লণ্ডন থেকে কুড়ি মাইল ও নয় এমন দূরত্বে একদল মুখোশ পরা লোক একটা সরু গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরেই তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল গুলি! ভাবতে পারো? অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না?'

এমনও ত হতে পারে, 'আমি বললাম, 'ওরা একইসঙ্গে ওঁকে খুন আর কিডন্যাপ করতে প্রয়াসী হয়েছিল, যেটা কার্যকরী হয় হবে এই ভেবে নিয়ে।'

"না ক্যাপ্টেন," পয়ারোর ঠোঁটে এতক্ষণ বাদে একটু হাসি দেখা গেল। "সেটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যাপার হয়ে যাবে, তারপর দেখ—এতবড় একটা ঘটনার পেছনে একজন বিশ্বাসঘাতক নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু কে সে লোক? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস, না ও'মার্ফি? ওদের তুজনের মধ্যে একজনই যে বিশ্বাসঘাতক তাতে কোনও সন্দেহ নেই নয়ত প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি

বড় রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে গেল কেন? প্রধানমন্ত্রী আশা করি নিজে তাঁর প্রাণ নাশের পরিকল্পনা করেন নি, এর সঙ্গে ত‍ঁর কোনও যোগসাজশও ছিল না. সেইভাবে যারা তাঁকে অপহরণ করেছে তাদের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তিনি হাত মেলান নি। হয় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস অথবা ও'মার্ফি এদের মধ্যে কোনও একজন রাস্তা পাল্টেছিল!'

'আমার নিজের ধারণা, এটাও মার্ফির কাজ,' আমি বলে উঠলাম।

'ঠিক বলেছো,' পয়ারো হাসিহাসি মুখে বলল. 'কারণ ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস রাস্তা পাল্টানোর নির্দেশ দিলে তা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কানে যেত তখনই তিনি তার কারণ জানতে চাইতেন। আবার এই গোটা ব্যাপারটাই এতগুলো 'কেন,' এমনিতেই দেখা দিয়েছে যেগুলো পরস্পর বিরোধী। ও'মার্ফি যদি খাঁটি লোক হয়ে থাকে তাহলে সে রাস্তা পাল্টাতে গেল কেন? আবার দেখ, ও'মার্ফি যদি খাঁটি লোক নাই হয় তাহলে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ শোনার পরেও ও গাড়ি নিয়ে সেই মুখোশপরা লোক-গুলোর দিকে তেড়ে গেল কেন? একথা মানতেই হবে যে ওর এই তেড়ে যাবার ফলে তখনকার মত প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল। আবার দেখ, ও'মার্ফি যদি সত্যি খাঁটি লোক হয় তাহলে চেয়ারিংক্রশ থেকে ফিরে এসে ও এমন এক জায়গায় গাড়ি নিয়ে হাজির হবে কেন যেটা জার্মান গুপ্তচরদের ঠেক বলে সবাই জানে?'

'কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই,' এর বেশী কিছু আমার মুখ দিয়ে সেই মুহূর্তে বেরোল না।

'এবার নিয়ম মত কেসটার দিকে তাকাও,' পয়ারো বলল, 'ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস আর ও'মার্ফি এদের পক্ষে আর বিপক্ষে আমরা কি পাচ্ছি? ও'মার্ফির কথাই আগে ধরা যাক। ওর বিরুদ্ধে যাবার মত প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে তাদের মধ্যে আছে বড় রাস্তা ছেড়ে এক অজানা পথে গাড়ি ঢোকানো খুবই সন্দেহজনক, এছাড়া আইরিশম্যান যার বাড়ি কাউন্ট ক্লোরে, আইরিশম্যানেরা প্রায় সবাই যে গ্রেট ব্রিটেন থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বহুদিন হল বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে তা

আশাকরি বিশদভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ্য করলেই দেখবে ও'মার্ফির উধাও হওয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক, যেন এবং পূর্ব পরিকল্পিত।

এবার ও মার্ফির নির্দোষিতার পক্ষে যেসব যুক্তি আছে সেগুলো বলছি: এইমাত্র বলেছি যে ও প্রচণ্ড ঝুকি নিয়েও আহত প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচিয়েছে। এছাড়া ও'মার্ফি নিজেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পাঠানো সি আই ডির এক গোয়েন্দা অফিসার যাকে কোনমতেই অবিশ্বাস করা যায় না।

এবার ক্যাটেন ড্যানিয়েলসের প্রসঙ্গে আসছি। ওঁর বিরুদ্ধে লম্বা করা যায় এমন কিছুই আমাদের জানা নেই, ওঁর অতীতের ইতিহাস ও আমাদের অজানা। তার ওপর একজন ইংরেজ হিসেবে অনেকগুলো ভাষা ওঁর জানা (মাপ করো সখা, কিন্তু ভাষবিদ হিসেবে তোমাদের কেউ ভাবতেও পারবে না!) ওঁর পক্ষে একটি বড় যুক্তি দেখা যাচ্ছে তাহল হাত পা এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় ওঁকে শত্রুরা একটি খামারবাড়িতে ফেলে রেখেছিল এবং এও প্রমাণ হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করার আগে ওঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করেছিল শত্রুরা যা দেখে এটাই মনে হয় যে এই কাণ্ডের পেছনে ওঁর কোনও হাত নেই।'

'কিন্তু এও ত হতে পারে যে সন্দেহ এড়ানোর জন্য উনি নিজেই এই পরিকল্পনা করেছিলেন? আমি বললাম, 'হয়ত ওঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুরা ওঁকে বেহুঁশ করে হাত পা বেঁধে ঐ খামারবাড়িতে ফেলে রেখে ছিল?'

'না ভাই,' পয়ারো ঘাড় নেড়ে বলল, 'তেমন কিছু আঁচ করতে পারলে ফরাসী পুলিশ ওঁকে অব্যাহতি দিত না। তাছাড়া ধরো বা তোমার যুক্তি অনুযায়ী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য কি? লক্ষ্য একটাই প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করা। একবার তা যখন করা হয়েছে তখন শত্রুরা ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে যাবে কেন?'

কারণঃ সে চটপট গাড়িটা আবার চালু করার ফলেই বেঁচে গেছে প্রধানমন্ত্রীর জীবন, এছাড়া আমরা আগেই জেনেছি যে ও'মার্ফি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন গোয়েন্দা অতএব নিঃসন্দেহে তাকে বিশ্বাসভাজন হিসেবে ধরে নেয়া চলে। এবার ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের প্রসঙ্গে আসা যাক। ওর অতীত

ইতিহাস যেহেতু আমাদের জানা নেই তাই ওকে এইমুহূর্তে' সন্দেহভাজন বলা যাচ্ছে না শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া তাহল ও অনেকগুলো ভাষা জানে যেটা সাধারণত ইংরেজদের বেলায় দেখা যায় না (তুমি রাগ করলেও আমি নাচার সখা, কারণ বিদেশী ভাষা শেখার ব্যাপারে তোমরা ইংরেজরা এককজন যে আস্ত ভোঁদাই তা কারও অজানা নয়।) যাক গে ওসব—কোথায় থেমেছিলাম যেন ? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস ! হ্যাঁ, তাঁকে হাত আর মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করার আগে আততায়ীরা ওঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুশ করেছিল তাও আমরা জেনেছি—এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাই যাচ্ছে যে এতবড় একটি অপকর্মের পেছনে ওঁর কোনও হাত নেই।'

'এমনও ত হতে পারে যে সন্দেহ এড়াতে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস নিজেই নিজের মুখ আর দুহাত বেঁধেছিলেন ?' আমি বললাম।

'ভুল করছ,' পয়ারো আমার যুক্তি খণ্ডন করে বলে উঠল, 'ফরাসী পুলিশের এতবড় ভুল কখনো হতে পারে না। তাছাড়া, ধরো তোমার যুক্তি গ্রহণ করলাম তাতেও কি দেখছ না যে উদ্দেশ্য সফল হবার পরে অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপদে অপহরণ করার পরে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের পক্ষে আর পেছনে পড়ে থাকার কোনও অর্থ হয় না ? শুধু একটা নাটক করার জন্য ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের নির্দেশে তাঁর স্যাঙ্গপাঙ্গরা যদি তাঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করে তারপর দু'হাত আর মুখ বেঁধে ফেলে তাহলে তাতে ওদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসকে নিয়ে শত্রুর এখন আর তেমন মাথাব্যথা নেই। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত পরিস্থিতি যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের ওপর সবসময় নজর রাখবে এটাই স্বাভাবিক।'

ড্যানিয়েলস ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বলে পুলিসকে ভুল পথে চালনা করতে চেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস এমনও ত হতে পারে ?'

'চেয়েছিলেন যখন তখন উনি তাই করলেন না কেন ?' পয়ারো আবার আমার যুক্তি খণ্ডন করল, 'ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস শুধু বলেছেন যে ওঁর নাক

আর মুখের ওপর কেউ কিছু একটা চেপে ধরেছিল, এর বাইরে আর কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না। এই বিবৃতির ভেতরে মিথ্যের গন্ধ একফোঁটাও নেই, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য।'

'এবার তাহলে আবাদের স্টেশনের দিকে রওনা হতে হয়,' ঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে পয়ারোকে বললাম, 'হয়ত ফ্রান্সে তুমি আরও কিছু সূত্র পাবে।

'হয়ত তাই,' পয়ারো বলল. 'কিন্তু তাছে ফল কতটুকু হবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। ঐটুকু একটা জেট সীমাবদ্ধ জায়গার ভেতরে নিখোঁজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া গেল না এটাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না. যেখানে ওঁকে লুকিয়ে রাখা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি দু'দেশের সামরিক আর পুলিশ বাহিনী ওঁর খোঁজ না পায় তাহলে আমি পাব কি করে?'

চেয়ারিং ক্রশ রেল স্টেশনে মিঃ ডজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন দুজন অচেনা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পয়ারোকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি।

'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা অফিসার মিঃ বার্নস আর ইনি মেজর নর্মাণ,' সঙ্গী ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, "এঁরা দুজন সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবেন, প্রয়োজনে সবরকম সাহায্য পাবেন এঁদের কাছ থেকে। যা ঘটেছে তা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার হলেও আমি হাল ছাড়িনি, এখনও নিরাশ হইনি আমি। আচ্ছা আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি তাহলে এবার বিদায় নিচ্ছি,' এটুকু বলেই মন্ত্রীমশাই দ্রুত পা ফেলে অন্যদিকে চলে গেলেন।

ভদ্রতা রক্ষার্থে যেটুকু কথা বলা দরকার সেইভাবে আমরা মেজর নর্মাণের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় প্লাটফর্মে ভীড়ের মাঝখানে একটা চেনা মুখ চোখে পড়ল—ভদ্রলোকের মুখের গড়ন অনেকটা বেজীর মুখের মত, ঢ্যাঙ্গা, সুন্দর দেখতে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রলোক ইন্সপেক্টর জ্যাফ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেরা গোয়েন্দাদের একজন। আমাদের দেখতে

পেয়ে ইন্সপেক্টর জ্যাপ এগিয়ে এলেন, হাসিমুখে পয়ারোকে বললেন, 'খবর পেলাম এই খোঁজাখুঁজির ভেতরে আপনিও জড়িয়েছেন মাথা খাটানোর মত কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কাজটা যেই করুক না কেন মাল পাচার করেছে নিঃশব্দে, খুব চটপট। কিন্তু অনেকদিন ওরা ওঁকে আটকে রাখতে পারবে এ আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের গোয়েন্দারা ফ্রান্সের ভেতরে সবখানে চিরুনি চালানোর মত খানা তল্লাসী করছে, ফরাসীরাও বসে নেই। আমার ধারণা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

'যদি তখনও পর্যন্ত উনি জীবিত থাকেন, ইন্সপেক্টর জ্যাপের পাশে দাঁড়ানো ঢ্যাঙ্গা গোয়েন্দাটি মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, ইয়ে, তা বটে, ইন্সপেক্টর' জ্যাপের গলা হঠাৎ বিষন্ন বোঝালো, 'কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে উনি এখনও জীবিত।'

"আপনি ঠিকই বলেছেন, উনি এখনও জীবিত,' ঢ্যাঙ্গা গোয়েন্দাটির দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে পয়ারো ঘাড় নেড়ে সায় দিল, কিন্তু ওকে সময় মত খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার মত আমারও বিশ্বাস ছিল যে ওঁকে বেশীদিন আটকে রাখা যাবে না।'

পয়ারোর কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ির বাঁশি বাজল, আমরাও দল বেঁধে উঠে পড়লাম। আস্তে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এল।

সে এক অদ্ভুত যাত্রী—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যত গোয়েন্দা আছে, সবাই যেন ঝেঁটিয়ে এসে উঠেছে কামরার ভেতর। উত্তর ফ্রান্সের অনেকগুলো ম্যাপ কোলের উপর বিছিয়ে আমরা সবাই একেকবার ম্যাপের একেকটা এলাকার ওপর আঙ্গুল বোলাচ্ছি আবার পরমুহূর্তে নিজেদের কপালে টোকা দিচ্ছি কিছুটা উত্তেজিতভাবে—প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে যে যার নিজস্ব মতামত দিচ্ছে। মেজর নর্মান মানুষটি বেশ আমুদে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে আমার বেশী সময় লাগল না। অথচ আশ্চর্য, পয়ারো নিজে যথেষ্ট কথা বলে কিন্তু আজ তার মুখে একটি

কথাও নেই, ছোট ছেলেরা যেমন কোনও কারণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে বসে থাকে, পয়ারোকে দেখেও ঠিক যেমনি মনে হচ্ছে। ট্রেন ডোভারে এসে পেঁাছোতে হাওয়ার বেগ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। ট্রেন থেকে নেমে জাহাজে ওঠার সময় পয়ারো আমার হাতটা এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যা দেখে এত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যেও হাসি চাপতে পারলাম না।

"ওহ! একি বিশ্রী ব্যাপার!' পয়ারো চাপা গলায় মন্তব্য করল।

'সাহস হারিয়ো না পয়ারো,' তাকে সাহস দিতে আমি গলা চড়ালাম, 'জেনে রেখো তুমি জিতবে, ওঁকে তুমি ঠিকই খুঁজে বের করবে এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।'

'আঃ, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস তুমি ভুল করছ,' পয়ারো এতক্ষণ বাদে মুখ খুলল, "তুমি যা ভাবছো তা নয়, আসলে এই বদখত সমুদ্দুর আর এই অসভ্য হাওয়ার দাপট একদম যাকে বলে যাচ্ছেতাই!'

'তাই বলো। পয়ারো আবার তার স্বাভাবিক মুডে ফিরে এসেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

জাহাজের এঞ্জিন চালু হল। সেই বিশ্রী যান্ত্রিক আওয়াজ অসহ্য ঠেকতে পয়ারো চোখ বুঁজে দুহাতে কান চাপা দিল, আমি বললাম, 'মেজর নর্ম্যানের মতে উত্তর ফ্রান্সের একটা ম্যাপ আছে, তুমি একবার ওতে চোখ বোলাবে নাকি?'

ওফ্! ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তুমি অতি অসহ্য! দুহাতে কান চাপা দিয়ে এক চোখ খুলে পয়ারো আমাকে ধমকে উঠল, 'দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও, অযথা বাজে বকবক কোর না! একটা কথা মনে রাখবে, তাহল, পেট আর মাথা শরীরের এই দুটো অঙ্গ সবসময় একই রকম চালু রাখতে হয়, এ বিষয়ে ল্যাভেরগুইর এক অভিনব প্রণালী শিখিয়াছেন। আস্তে, খুব আস্তে একবার শ্বাস নাও, তারপর আবার ছেড়ে দাও। এর থেকে ছয় গুণতে গুণতে মাথাটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে এটা করতে হবে, ঠিক এরকম।' বলে পয়ারো সত্যিই সেই অভিনব প্রণালী অনুযায়ী হাতেকলমে মাথা আর পেটের ব্যায়াম শুরু

করল। তাকে আর না ঘাঁটিয়ে আমি জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম।

বেলিগ্না বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছোতেই পয়ারো এসে হাজির হল ডেকে, চাপা গলায় যা বলল তার অর্থ সাভারওইর পদ্ধতির কোনও জবাব নেই।

আমাদের পুরানো বন্ধু গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জ্যাপ তখনও উত্তর ফ্রান্সের ম্যাপের ওপর আঙ্গুল বোলাচ্ছেন, একপলক দেখে বুঝলাম তিনি এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

'যাচ্ছেতাই!' ইন্সপেক্টর জ্যাপ নিজের মনে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গাড়িটা রওনা হল বেলিগ্না থেকে, তারপর (ম্যাপের একটি জায়গায় আঙ্গুল রেখে) ঠিক এইখানে দুটো গাড়ি আলাদা পথ নিল। প্রধানমন্ত্রীকে ওরা এখান থেকে ওঁর গাড়ি থেকে বের করে অন্য গাড়িতে তুলে নিয়েছিল, এটাই আমার ধারণা। তুমি বুঝলে কি বল্লাম?'

যার উদ্দেশ্যে বলা, ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গী সেই ঢ্যাঙ্গা গোয়েন্দা প্রবর বললেন, 'তাহলে আমি এখুনি পারি বন্দরগুলোতে ফের নতুন করে খানা তল্লাসী করব। আপনি যাই বলুন না কেন, ওরা প্রধানমন্ত্রীকে জাহাজে চাপিয়ে কোথাও পাচার করেছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'খুবই স্বাভাবিক,' জ্যাপ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন,' বন্দরগুলোতে হুকুম পাঠাও যাতে একটি জাহাজও আমাদের অনুমতি ছাড়া পাড়ি না দেয়।'

রাতের আঁধার কেটে গিয়ে পূবের আকাশে সূর্য উঠছে এমনি সময় আমাদের জাহাজ বন্দরে ভিড়ল।

'আমাদের সামরিক বাহিনীর একটা গাড়ি আছে না। সেই জন্য অপেক্ষা করছে, মঁসিয়ে।' মেজর নর্মান পয়ারোকে বললেন।

'ধন্যবাদ, মেজর,' পয়ারো বলল, 'কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বেলিগ্না ছেড়ে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে আমার মন চাইছে না।'

'তার মানে?' মেজর নর্ম্যান অবাক চোখে পয়ারোর দিকে তাকালেন, 'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলেছি, মেজর,' পয়ারো বলল,' আপাততঃ আসুন বন্দরের

লাগোয়া এই হোটেলে আমরা ঢুকব।'

মেজর নর্ম্যান কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বাঁটকুল পয়ারো আমাদের নিয়ে এবার বীরদর্পে ঢুকে পড়ল বন্দরের লাগোয়া হোটেলে, একটা কামরা ভাড়া নিল সে। পয়ারোর বুদ্ধি বিবেচনার ওপরে আমার অগাধ আস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে তার এই নিশ্চিন্ত হাবভাব দেখে আমি নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

'কি হে, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' আমায় খোঁচা দিয়ে পয়ারো বলে উঠল, "আমার মত এক ধুরন্ধর গোয়েন্দা এতবড় সংকটেও কিছু করছে না এটাই নিশ্চয়ই ভাবছো? বলুন মেজর নর্ম্যান, আপনার মনেও এই একই প্রশ্ন জাগছে তাই না? মশাই আমার পেশাটা কি তা ভুলে যাবেন না মানুষের মনের কথা আমি পড়তে পারি। গোয়েন্দা যতই ধুরন্ধর হোক, তাকে ত কাজ করে নিজের এলেম দেখাতে হবে আর সেজন্য চাই অফুরন্ত প্রাণশক্তি যাতে সে পলকের ভেতর দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে পারে, রাস্তার ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে গাড়ীর স্কোরের দাগ দেখবে, পোড়া সিগারেটের টুকরো, ফেলে যাওয়া দেশালাই কুড়িয়ে নেবে, তাই না? গোয়েন্দার বলতে এই সবই ভাবেন আপনারা, তাই তো?'

কেউ কোনও কথা বলতে পারলাম না, ফ্যাল ফ্যাল করে সবাই তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আমাদের নীরবতায় যেন উৎসাহিত হল পয়ারো—আপনাদের কাছে হলফ করে বলতে পারি ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। অপরাধীর আসল সূত্র লুকিয়ে আছে এইখানে,' বলে সে নিজের পাতলা টাকের ওপর আলতো করে দুবার টোকা দিল।' আপনারা জেনে রাখুন, লণ্ডন ছেড়ে এতদূর আসার আমার কোনও দরকারই ছিল না। ওখানে ঘরের ভেতর বসেই আমি রহস্য সমাধানে সব সূত্র পেয়ে যেতাম। সবকিছুরই একটা নিয়ম আর যুক্তি আছে, সেই নিয়মের সাহয্যে একটু মাথা ঘামালেই প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে তা বের করে ফেলতে পারতাম। তা না করে তাড়াহুড়ো করে ফ্রান্সে এসে খুবই ভুল করেছি আমি—এ যেন

বাচ্চা ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি খেলা। কিন্তু যথেষ্ট দেরী হলেও আমি এবার আমার নিজের পথে কাজে নামছি। বন্ধুরা, আপনারা বক বক না করে দয়া করে এবার চুপ করুন, আমায় একটু ভাবতে দিন!'

আমরা চুপ করতেই পয়ারো ভাবতে শুরু করল। আধঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা এইভাবে দেখতে দেখতে পুরো পাঁচটি ঘণ্টা একইভাবে কেটে গেল তবু পয়ারোর মাথা খাটানো শেষ হবার নামটি নেই, আমরা অধৈর্য হলেও আমার বেঁটেখাটো বেলজিয়াম বন্ধু বসে আছে পাথরের মত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে না, শুধু ঘন ঘন চোখ পিট পিট করছে। পয়ারোর চোখের মণির রং সবজে কটা, ঠিক বেড়ালের মত, আমার বার বার মনে হচ্ছে তার দুচোখের মণির রং ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, এতবড় একটা সংকট সামনে নিয়ে ঐভাবে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে যিনি এসেছেন সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে লক্ষ্য করলাম, তাচ্ছিল্যের চাউনি তিনি একেকবারে ছুঁড়ে দিচ্ছেন গম্ভীর চিন্তামগ্ন পয়ারোর দিকে, অন্যদিকে মেজর নর্ম্যান নিজেও যে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন তাও আমার চোখে ধরা পড়ছে। আর আমি নিজে? একটানা পাঁচঘণ্টা—পয়ারোর সঙ্গে একটি কথাও বলতে না পেরে আমার নিজের মানসিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তা এই মুহূর্তে ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

'পেয়েছি,' আরও কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর পয়ারো মুখ খুলল, 'এবার চলো এগোনো যাক!'

একটানা পাঁচঘণ্টা ধরে একা একা ভেবে সে এমন কি খুঁজে পেয়েছে তা তে আন্দাজ করতে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম পয়োরোর দিকে। দেখলাম তার চোখের চাউনী হঠাৎ কেমন যেন পাল্টে গেছে, ইঁদু কাছাকাছি ইঁদুরের গন্ধ পেলে শিকারী বেড়ালের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে তার কটা সবজে দুচোখের চাউনী, চাপা উত্তেজনায় তার বুকের খাঁচাটা বার বার ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে।

'আমি গোড়ায় মতিছন্ন হয়েছিলাম, বন্ধুরা!' পয়ারো স্বাভাবিক গলায়

বলল, 'কিন্তু এবার আমি আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি ?'

'আমি যাই, গাড়ি তৈরী করতে বলি,' বলে মেজর নর্ম্যান সোফার নরম গদী ছেড়ে উঠতে যেতেই পয়ারো হাত নেড়ে তাঁকে বারণ করল।

'তার আর দরকার হবে না।' পয়ারো বলল, 'আমি ওতে চাপতে যাচ্ছি না। ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কমেছে বলে করুণাময় ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'আপনি কি তাহলে পায়ে হেঁটে যাবেন, ম'সিয়ে পয়ারো ?' বিভ্রান্ত মেজর নর্ম্যান জানতে চাইলেন।

'না ভাই, আমি বাইবেলের সেন্ট পিটার নই তাই পায়ে হেঁটে সাগর ডিঙ্গোতে পারব না। সাগর পেরোতে হলে আমার মতে জাহাজই ভাল।'

'সাগর পেরোবেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পয়ারো একই রকম গলায় বলল, 'নিয়ম মেনে কাজ করতে গেলে একদম গোড়া থেকেই শুরু করা দরকার। এই রহস্যের সূত্রপাত ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে, অতএব তার সমাধান করতে হলে এই এক্ষুনি এইমুহূর্তে আমাদের ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে।'

এই মুহূর্তে আমরা আবার এসে দাঁড়িয়েছি চেয়ারিন ক্রস রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, এখন বিকেল ঠিক তিনটে। আমরা অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করা সত্বেও পয়ারো মুখ খোলে নি, বরং বারবার এটাই বলেছে যে গোড়া থেকে শুরু করলে তাতে সময়ের অপচয় মোটেই হয় না বরং সমস্যা সমাধানের সেটাই একমাত্র পথ। ফেরার পথটা পয়ারো আমাকে এতটুকু পাত্তা না দিয়ে খুব চাপা গলায় মেজর নর্ম্যানের সঙ্গে কি কথা বলল তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না। ডোভার থেকে মেজর নর্ম্যান একগাদা টেলিগ্রাম করলেন।

মেজর নর্ম্যানের কাছে বিশেষ অনুমতিপত্র থাকার ফলে খুব অল্প সময়ের ভেতর আমরা যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। লণ্ডনে একটি টাউন পুলিশের গাড়ি আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছিল ভেতরে কয়েকজন সাদা পোষাকের

গোয়েন্দাও বসেছিল। আমাদের দেখে তাঁদের মধ্যে একজন একটা টাইপ করা কাগজ তুলে দিল পয়ারোর হাতে। এক পলক তাতে চোখ বুলিয়ে পয়ারো আমায় বলল, 'লণ্ডনের পশ্চিম দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাসের ভেতর যত ছোট হাসপাতাল আছে এটা তাদের তালিকা। এটা যোগাড় করতে আমি ডোভার থেকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।

সেই গাড়ি আমাদের লণ্ডনের বিভিন্ন পথে নিয়ে গেল। কত রোড পেরিয়ে আমরা হ্যামার্সমিথে এলাম, সেখান থেকে এলাম চিসউইক, তারপরে বেণ্টফোর্ডে। আমাদের লক্ষ্যস্থল কোন জায়গা হতে পারে এবার তার আভাস পেলাম। উইণ্ডসর পেরিয়ে একসময় হ্যাসকটে এসে পৌঁছেতেই আমার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—মনে পড়ে গেল এই অ্যাসকেটেই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের এক মামী না পিসি থাকেন। আমরা তাহলে যাকে খুঁজছি সে যে ও'মার্ফি নয়, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস, এ সম্পর্কেও নিশ্চিত হলাম।

একটা ছিমছাম ভিলার গেটে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই পয়ারো নেমে কলিংবেল বাজাল। লক্ষ্য করলাম তার উজ্জ্বল মুখখানা ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সদর দরজা খুলে গেল, কে যেন পয়ারোকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে পয়ারো আবার বেরিয়ে এল বাইরে, মাথাটা জোরে একবার ঝাঁকিয়ে আবার গাড়িতে চাপল সে। যেটুকু আশা একটু আগেও আমার বুকের ভেতরে মাথা তুলেছিল আবার তা ঝিমিয়ে পড়ল। বিকেল চারটে অনেকক্ষণ হল বেজেছে। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ যদিবা পয়ারো পেয়ে থাকে তবু ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রীকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট জায়গার হদিশ না পেলে তা কোন কাজে আসবে?

লণ্ডনে ফেরার মুখে পথে কয়েকবার থামতে হল। বেশ কয়েকবার বড় রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরতে হল। একসময় আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা ছোট বাড়ির সামনে একনজর তাকিয়েই বুঝলাম এটা একটা ছোট হাসপাতাল। যেতে যেতে ঐরকম আরও অনেকগুলো হাসপাতালের সামনে

গাড়ি থামিয়ে পয়ারো ভেতরে ঢুকে কি খোঁজখবর নিল সেই জানে, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস যে আবার ফিরে আসছে সেটা তার মুখের দিকে তাকিয়েই টের পেলাম। আরও কিছুদিন বাদে পয়রো মেজর নর্ম্যান চাপাগলায় কি যেন বলল, উত্তর তিনি বললেন,' হ্যাঁ আমরা বাঁদিকে মোড় নিলেই দেখবেন ওরা সাঁকোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।" নির্দেশে গাড়ির চালক বড় রাস্তা ছেড়ে লাগোয়া একটা সরু রাস্তায় ঢুকল, বিকেলের মরা আলোয় চোখে পড়ল আরেকটা গাড়ি সেই রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে তাকাতে দেখলাম সেই গাড়ির ভেতরেও দুজন সাদা পোষাকের গোয়েন্দা বসে। পয়ারো গাড়িকে থামিয়ে নেমে পড়ল, দ্বিতীয় গাড়িটির কাছে গিয়ে ভেতরের আরোহী কে কি যেন বলল সে, তারপর আবার উঠে এল গাড়িতে এবার আমরা উত্তর দিকে এগোলাম, দ্বিতীয় গাড়িটা আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগল। লণ্ডনের উত্তর শহরতলী এলাকায় একটা বড় বাড়ির সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল, তারপর আবার খানিকটা পিছিয়ে এল। সঙ্গে গোয়েন্দাদের একজনকে নিয়ে পয়ারো সেই বাড়ির সদর দরজায় ঘণ্টা বাজাতেই পাল্লা গেল খুলে, ভেতর থেকে যে মুখ বাড়াল তাকে কাজের মেয়ে ছাড়া আর আর কিছু ভাবা যায় না।

'আমি একজন পুলিশ অফিসার,' পয়ারোর সঙ্গী গোয়েন্দা বললেন, 'এই বাড়ি খানাতল্লাসী করব। আমার সঙ্গে ওয়ারেণ্ট আছে।'

কাজের মেয়েটি সেকথা শুনে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠতেই এক সুশ্রী মাঝবয়সী লম্বা মহিলা ভেতর থেকে উঁকি দিলেন, কাজের মেয়েটিকে তিনি বললেন, 'দরজা বন্ধ করো, এডিথ এরা চোর ছ্যাঁচোর না হয়ে যায় না।' কাজের মেয়েটি দরজার পাল্লা বন্ধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পয়ারো জুতো সমেত একটি পা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল তারপর পকেট থেকে বাঁশি বের করে সজোরে বাজাল। সেই বাঁশির আওয়াজ কানে যেতেই বাকি গোয়েন্দারা সবাই গাড়ি থেকে নেমে সদলবলে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতর, ঢুকে সদর দরজাটি বন্ধ করে দিলেন ওঁরা। মেজক নর্ম্যান আর আমি, আমরা দুজন এই ব্যাপারে গা করলাম না, তাই ভেতরে কি ঘটছে তাই

নিয়ে গাড়ির ভেতর বসে নানারকম সম্ভাবনার ছক করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে দরজা গেল খুলে, দেখলাম এক মাঝবয়সী মহিলা আর দুজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দারা সবাই বেরিয়ে এলেন। সবার শেষে বেরোল পয়ারো, তার নির্দেশে গোয়েন্দারা সেই ধৃত মহিলা আর যুবকদের একজনকে দ্বিতীয় গাড়িটিতে ঢোকালেন, অন্য যুবকটিকে এক ধাক্কা মেরে পয়ারো ঢোকাল আমাদের গাড়িতে তারই গা ঘেঁষে বসল সে। পয়ারো ইশারা করতেই শেষবার এঞ্জিন চালু করল।

'কিন্তু মনে করবেন না আপনারা', গাড়ি ছাড়তেই পয়রো আমাদের উদ্দেশে বলল, কর্তব্যের খাতিরে আমার আর সবার সঙ্গী হতে হবে। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বসা এই ভদ্রলোকের মুখখানা একবার ভাল করে দেখে নিন। এঁকে চিনতে পারছেন না, আদৌ না? ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, চিনে নাও, ইনিই মঁসিয়ে ও'মার্ফি প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপ হবার সময় ইনিই তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলেন।'

ও'মার্ফি! পয়ারোর মুখে নামটা শোনামাত্র হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ল আমার মগজের ভেতর। ওমার্ফির হাতে হাতকড়া নেই, কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়ির সামনের কাঁচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে সে, চোখের চাউনী কেমন যেন আচ্ছন্ন। পয়ারোর অনুপস্থিতিতে এই মহাশয় হাজার চেষ্টা করলেও মেজর নর্ম্যান আর আমার হাত ফসকে পালাতে পারবেন না এবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এতবড় একটা কাণ্ডের পরেও আমাদের গাড়ি উত্তর দিক ধরে এগিয়ে চলেছে দেখে বুঝলাম এখুনি আমরা লণ্ডনে যাচ্ছিনা। তাহলে এতগুলো লোক সবাই মিলে যাচ্ছি কোথায়, প্রশ্নটা বার বার মনের কোণে উঁকি দিলেও কোনও সদুত্তর পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ বাদে গাড়ির গতি কমলে লক্ষ্য করলাম আমরা লণ্ডন এরোড্রোমের কাছাকাছি এসে গেছি। এবার মনে হল পয়ারোর পরিকল্পনা আমি ধরতে পেরেছি—ও নিশ্চয়ই প্লেনে চেপে আকাশপথে ফ্রান্সে যেতে চায়। এরোড্রামের ভেতর ঢুকে গাড়ি থামতেই মেজর নর্ম্যান তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, একজন গোয়েন্দা অফিসার

এসে বসলেন তাঁর জায়গায়, কয়েক মিনিট চাপাগলায় পয়ারোর সঙ্গে কি কি যেন আলোচনা করলেন ভদ্রলোক তারপর আবার নেমে গেলেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারছিলাম না গাড়ি থেকে নেমে পয়রোর হাত ধরে বললাম, 'যাক যারা ধরা পড়েছে তারা প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা নিশ্চয়ই জানিয়েছে—এতবড় সাফল্যের জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি পয়ারো। কিন্তু হাতে ত বেশী সময় নেই তাই আমার মতে এক্ষুনি তোমার ফ্রান্সে টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার; নয়ত তুমি নিজে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

আমার অভিনন্দনের উত্তরে পয়রো সামান্য ধন্যবাদটুকুও জানাবার প্রয়োজন মনে করল না। কয়েক মিনিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল· দুর্ভাগ্যবশত এমনকিছু ব্যাপার আছে যেসব টেলিগ্রামে উল্লেখ করা যায় না।'

ঠিক সেইমুহূর্তে মেজর নর্ম্যান একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। দেখলাম তাঁর সঙ্গীর পরনে রয়্যাল ফ্লাইং কোরের ইউনিফর্ম।

ইনি ক্যাপ্টেন লায়লি, নবাগত অফিসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মেজর নর্ম্যান বললেন,এর প্লেনে চেপেই আপনারা ফ্রান্সে যাবেন ওঁর প্লেন তৈরী আছে।'

'গরম পোষাক যা আছে এবার গায়ে জড়িয়ে নিন,' বৈমানিক ক্যাপ্টেন লায়াস বললেন, 'আমার সঙ্গে বাড়তি কোট আছে লাগলে বলবেন।'

এদিকে পয়ারো তখন তার পেল্লাই ট্যাকঘড়ি খানা বের করেছে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে। নিবিটভাবে সময় দেখতে দেখতে সে আপন মনে কি বলছে: 'হ্যাঁ সময় হাতে আছে সময় আছো।' পরক্ষণে ঢাকনা এঁটে ঘড়িটা দেখে পকেটে গুঁজল সে, ক্যাপ্টেন লায়লিকে সংক্ষেপে বেসামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মঁসিয়ে। কিন্তু আমি নই, আপনি যে ভদ্রলোককে ফ্রান্সে নিয়ে যাবেন তিনি এখানে অপেক্ষা করছেন।"

কথা শেষ করে পয়ারো একপাশে সরে গেলে, ঠিক তখুনি যে গাড়িটি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এসেছে তার ভেতর থেকে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক

বাইরে বেরিয়ে এলেন। এরোড্রোমের চোখধাঁধানো আলো তাঁর মুখের ওপর পড়তেই আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম কারণ—

ইনি মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডাম, আমাদের নিখোঁজ প্রধানমন্ত্রী? তা ও'মার্ফির সঙ্গে আর কিছুক্ষন আগে এঁকেই ত আমরা উদ্ধার করেছি, কিন্তু সন্ধ্যার অাঁধারে সেইসময় চিনতে পারিনি। না, আমার বাঁটকুল গোয়েন্দা বন্ধু যে ভাল নাটক করতে জানে তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সমেত গোটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বহুকাল মনে রাখবে।

'পয়ারো ঈশ্বরের দোহাই, এতবড় অসাধ্যসাধন কি করে তুমি করলে তা আমায় খুলে বলো!' গাড়িতে চেপে লণ্ডনে ফেরার পথে মেজর নর্ম্যানের পাশে বসে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম 'আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় আটকে রেখেছিল দুষমনেরা? সেখান থেকে ওঁকে শিবিরে আনলে কি করে?

'শিবিরে আনার প্রশ্নই ওঠেনা,' পয়রো খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'প্রধানমন্ত্রী ইংল্যাণ্ডের ভেতরেই ছিলেন—উইণ্ডসর থেকে লণ্ডন যাবার পথে ওঁকে কিডন্যাপ করা হয়।'

'কি বলছ তুমি?' পয়ারোর কথা শুনে আমি বিষম খেলাল। 'আমার কথা মন দিয়ে শোন তাহলেই দেখবে রহস্যটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে পয়ারো বলতে লাগল, 'প্রধানমন্ত্রী ওর গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিলেন, পাশে ছিলেন ওঁর সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস। কিছুদূর যাবার পরে ক্লোরোফর্ম মাখানো খানিকটা তুলো দিয়ে ওঁর নাক মুখ চেপে ধরা হয়।

'কে ধরেছিল?'

''ওঁর বহু ভাষাবিদ সেক্রেটারী, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস,' পয়ারো না থেমে বলতে লাগল, 'প্রধানমন্ত্রী বেহুঁশ হতেই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস গাড়ি ডাইনে ঘোরাবার নির্দেশ দেন কোনও রকম সন্দেহ না করে গাড়ির চালক সে নির্দেশ পালন করে। যে রাস্তা ধরে গাড়ি যাচ্ছিল সেটা একরকম পরিত্যক্ত গাড়ি ঘোড়া মানুষ সেখানে চলেনা বললেই হয় সেখানে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল যা দেখে প্রথমেই মনে হয় কলকব্জা বিগড়েছে। ঐ গাড়ির

চালক ও'মার্কিকে থামবার ইঙ্গিত করতেই সে গাড়ীর স্পীড দেয় কমিয়ে এরপর দ্বিতীয় গাড়ির চালক বাইরে বেরোতেই প্রধানমন্ত্রীর সচিব ক্যাপ্টেন ডানিয়েল জানালা দিয়ে মুখ বের করেন এবং খুব জলদি সেই একই নাটকের পুনরাভিনয় ঘটে অল্প কিছুক্ষণ আগে যে অভিনয় তিনি করেছিলেন— ক্লোরোফর্ম মাখানো খানিকটা তুলো দ্বিতীয় গাড়ির চালক তাঁর নাকে চেপে ধরেন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস নিজেও হেহু'শ হয়ে ঢলে পড়েন প্রধানমন্ত্রীর পাশে যিনি আগেই জ্ঞান হারিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের অচেতন দেহদুটি দ্রুতহাতে গাড়ি থেকে বের করে এনে দ্বিতীয় গাড়ির ভেতরে ঢোকানো হল এবং দুজন বাজে লোক এসে বসল তাঁদের জায়গায় যাদের অনায়াসে প্রধানমন্ত্রী মি' ডেভিড ম্যাক অ্যাডাম এবং তাঁর সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস হিসেবে ধরে নিয়ে যায়, 'ডাবল' না হলেও তারা চেহারা, হাবভাব, পোষাক আর ব্যক্তিত্বে অনেকটা তাঁদের প্রতিরূপ। 'অসম্ভব' না হলেও পয়ারোর মুখ নিঃসৃত সমস্যা সমাধানের এই সরলীকৃত বিবরণ গল্পো মনে হতে আমি গাড়ির ভেতরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কখনো হতে পারে না। সব তোমার বানানো গালগল্প!'

'কেন, গালগল্প হতে যাবে কেন?' জোর গলায় প্রতিবাদ করলো পয়ারো, 'জলসা বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে দেখোনি কমেডিয়ানরা মন্ত্রী আর এম পি দের চোখের চাউনি, গলার আওয়াজ, হাঁটাচলায় বদভ্যাস হুবহু নকল করে হাততালি কুড়োয়। জেনে রেখো, ক্ল্যাপহ্যামের শ্রীযুক্ত স্মিথের চাইতে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামসকে অনুকরণ করা খুব সহজ। এবার ও'মাফির প্রসঙ্গে আসছি। ওর দিকে কারও তেমন নজর পড়েনি, আগে অন্ততঃ প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপড হবার আগে। ঘটনা ঘটবার পরেও বাইরে বেরুত না, চেয়ারিং ক্রস থেকে রওনা হয়ে সেথা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে, সেখানে থাকতে থাকতে চেহারার ভোল পুরো পাল্টে ফেলেছিল। প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপড হলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হল তাঁর গাড়ির চালক ও'মার্ফি, এবং তখন থেকেই সে

হয়ে উঠল সন্দেহজনক ব্যক্তি।'

'কিন্তু যে লোকটা প্রধানমন্ত্রী সেজেছিল তাকে ত অনেকেই দেখছে, তাদের কারও সন্দেহ হ'ল না কেন ?

'কারণ মিঃ ম্যাক অ্যাডামসের ঘনিষ্ঠ আর অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁদের কেউই ঐ দু'নম্বরী প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পান নি একবারের জন্যও' পয়ারো বলল, 'এছাড়া ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস অনসল প্রধানমন্ত্রীকে সবসময় আগলে আগলে রাখতেন, যাতে পরিচিত কেউ তাঁকে কখনও দেখে না ফেলে। আরও একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে—প্রধানমন্ত্রীর মুখের একপাশে গুলি লেগেছে এমন একটা খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনি নিখোঁজ হবার পরে—ঐ সময় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস তাঁর মুখখানা সব সময় ব্যাণ্ডেজে ঢেকে রাখতেন। কাজেই প্রধানমন্ত্রীকে মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখলে কে চিনতে পারবে ? এসবের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য—প্রধানমন্ত্রীকে ফ্রান্সে যেতে না দেওয়া। একবার ফ্রান্সে পৌঁছোতে পারলে প্রধানমন্ত্রীকে এইভাবে কিডন্যাপ করা সম্ভব হত না। বুঝতেই পারছো, প্রধানমন্ত্রীকে শত্রুরা লুকিয়ে রাখল ইংল্যাণ্ডের ভেতর, আর পুলিশ তাঁকে খুঁজে বের করতে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সে গেল, কিন্তু সেখানে কি করে তাঁর হদিশ পাবে তারা ? কিন্তু ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসকে যেভাবে হাত মুখ বাঁধা বেহুঁশ অবস্থায় পুলিশ খুঁজে পেয়েছে তাতে এই ধারণাই তাদের মনে গোড়ায় লেখা তৈরী হয়েছিল যে আততায়ীরা প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করে ফ্রান্সে নিয়ে গেছে এবং সেখানেই তাঁকে লুকিয়ে রেখেছে।'

'আর যে লোকটা প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপ হবার পরে তার জায়গায় অভিনয় করে গেল তার কি হল ? সে গেল কোথায় ?' সে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস এবং ও'মাফি এদের চরিত্রে যারা অভিনয় করেছে তারা ছদ্মবেশ খুলে যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে এতদিনে, পয়ারো বলল 'সন্দেহজনক লোক হিসেবে তাদের গ্রেপ্তার করা যায় বটে, কিন্তু এত বড় নাটকে কোন ভূমিকায় তারা অভিনয় করেছে তা কেউ ভুলেও সন্দেহ করবেনা, এবং নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে শেষকালে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।'

'তাহলে আসল প্রধানমন্ত্রী ?'

'আসল প্রধানমন্ত্রী আর ও'মাফিকে হ্যাম্পস্টেডে মিসেস এভেরার্ড নামে যে মহিলার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস তাঁকে নিজের পিসি অথবা মামী বলে এতদিন পরিচয় দিয়েছেন, আগে কিন্তু বাস্তবে ঐ মহিলা ফ্রাউ বার্থা এবেনফল নামে পরিচিত, ফ্রাউ শুনেই বুঝতে পারছো উনি ইংরেজ নন, জার্মানি। জার্মানি গুপ্তচর হিসাবে পুলিশ ওঁকে ভালভাবেই জানে এবং তাঁকে হাতেনাতে ধরার বহু চেষ্টা তারা এতদিন করে এসেছে। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের সঙ্গে ঐ কুখ্যাত জার্মান মেয়ে গুপ্তচরকেও আমি পুলিশকে উপহার দিলাম। ওঃ সত্যিই প্রধানমন্ত্রী যাতে শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে কিডন্যাপ করে দেশের ভেতরে লুকিয়ে রাখার এক দারুন বুদ্ধি বের করেছিল বটে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে এরকুল পয়ারোর সামনে খাপ খোলার ক্ষমতা যে ওর নেই তা ও আগে টের পায় নি।'

সত্যিই দেশের এই ভয়ানক দুঃসময়ে পয়ারো যে ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে বের বরে আমাদের দেশ আর জাতিকে বাঁচিয়েছে সে কথা মনে রেখে ওর এই নিজের তাক নিজে মেটানো মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

'আচ্ছা', আমি জানতে চাইলাম, 'প্রধানমন্ত্রীকে যে এখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা প্রথম কখন তোমার মনে এল ?'

'যখন আমি ঠিক পথে কাজে লাগলাম তখনই মাথার ভেতরে ব্যাপারটা ধরা পড়ল,' পয়ারোর গলায় আত্মগরিমা ফুটে বেরোল, প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের চেষ্টা চালানো হয়েছিল, এবং অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচেছেন এই ব্যাপারটাত আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে গেছেন এ খবর জানার পরে আমি চুপ করে বসে থাকিনি, উইণ্ডসর আর লণ্ডনের মাঝখানে যত হাসপাতাল আছে সবখানে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু ঐ চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী এমন কোনও দোষীর কথা শুনি নি যাঁর গালে গুলি লাগার পরে ঐ দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঐদিন সকালেই যিনি ছাড়া পেয়েছেন হাসপাতাল থেকে।

এটুকু শোনার পরে আমার মত মাথাওয়ালা লোকের পক্ষে আর কিছু বুঝতে কি বাকি থাকে?

পরদিন সকাল বেলায় পয়ারোর নামে একটা টেলিগ্রাম এল। দেখলাম তাতে প্রেরকের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর কিছুই উল্লেখ নেই আছে শুধু দুটি শব্দ।

'যথা সময়।'

সেদিন বিকেলে সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মিত্রপক্ষের শান্তি আলোচণার বিবরণ ফলাও করে ছেপে বেরোল। সবকটি কাগজে একই ভাষায় মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামের উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানানো হয়েছে যাঁর ভাষণের অনুপ্রেরণা শান্তি আলোচনার ওপর এক অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ মিঃ ডাভেনহাইম

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জ্যাপের নাম আশা করি পাঠকদের নতুন করে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই, মিঃ পয়ারো আর আমি দুজনেই আশা করছিলাম জ্যাপ আজ আমাদের এখানে চা খাবেন। আমাদের ছোট চায়ের টেবিলের দুপাশে বসে আমরা তাঁরই অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের ল্যাণ্ডলেডি কিছুদিন আগেও চায়ের পেয়ালা পিরিচ টেবলের ওপর না রেখে একরকম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন, পয়ারো এতক্ষণ বসে সেগুলো ঠিকঠাক করছিল। ধাতুর তৈরী চায়ের পটের গায়ে জোরে একবার শ্বাস ফেলল পয়ারো, তারপর রেশমী রুমাল দিয়ে সেটা মুছে নিল আগাপাস্তালা। কেৎলীতে জল ফুটছে টগবগ করে, তার পাশে এনামেলের তৈরী একটা ছোট সসপ্যানে ফুটছে খানিকটা পুরু মিষ্টি চকোলেট? চকোলেটকে পয়ারো মুখে 'তোমাদেরই ইংরেজী বিষ, বললেও এই সুস্বাদু খাদ্যটি তার কত প্রিয় তা বলে বোঝানো যায় না।

নীচে সদর দরজায় বাইরে থেকে 'টুক টুক' শব্দে কে যেন জোরে টোকা দিল, তার একটু পরেই ইন্সপেক্টর জ্যাপ এসে ঢুকলেন, সেই স্বভাবসিদ্ধ ফুর্তিবাজ হাবভাবে।

'বেশী দেরী করিনি আমি,' হাসিমুখে করমর্দন করতে করতে জ্যাপ বললেন, 'আসলে হয়েছে কি জানেন, মিলারের সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করতে করতে জমে গিয়েছিলাম। মিলারকে মনে আছে ত, ড্যাভেনহাইমের কেস উনি তদন্ত করছেন।'

নামটা শোনামাত্র আমার দু কান চুলকোতে লাগল। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ নিয়ে গত তিন দিন হল রাজ্যের যত খবরের কাগজ আছে। তারা সবাই হামলে পড়েছে। মিঃ ড্যাভেনহাইম সম্পর্কে কে

কত খবর যোগাড় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তাদের ভেতর। যাঁর কথা বলছি সেই মিঃ ড্যাভেনহাইস পেশায় ব্যবসায়ী বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যাঙ্কার্স ও ফাইন্যানসিয়াল প্রতিষ্ঠান ড্যাভেনহাইম অ্যাণ্ড স্যালমনের সিনিয়র পার্টনার তিনি। গতকাল শনিবার বাড়ি থেকে বেরোবার পরে আর ফিরে আসেন নি ভদ্রলোক, তারপর আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে দেখেনি, তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই আমি সোজা হয়ে বসলাম জ্যাপের মুখ থেকে কৌতূহলজনক কোনও বিবরণ যদি বের করা যায় এই আশায়।

'এখনকার দিনে কারও পক্ষে নিখোঁজ হওয়া প্রায় অসম্ভব একথা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল,' আমি বললাম।

'যা বলার তা ভেবে চিন্তে ঠিক ঠিক বলবে।' রুটি মাখনের একটা প্লেট খুব আলতো ভাবে প্রায় এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ সরিয়ে পয়ারো আবার ধমকে উঠল; 'নিখোঁজ হওয়া বলতে কি বোঝ তুমি? এক্ষেত্রে কি রকম নিখোঁজ হবার কথা বলতে চাইছো?'

'নিখোঁজ হবার আবার শ্রেনী বিভাগ আছে নাকি?' হেসে পালটা প্রশ্ন দিলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর জ্যাপ নিজেও হাসলেন, ভুরু কুঁচকে আমাদের দুজনকে এক পলক দেখে পয়ারো তার মুখ খুলল, 'অবশ্যই আছে। নিখোঁজ হবার তিন রকম শ্রেণী বিভাগ আছে: প্রথম এবং যা সাধারণ ভাবে ঘটে তাহল স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হওয়া। দ্বিতীয়—স্মৃতিশক্তি নাশ হবার ফলে অনেকে নিখোঁজ হয় যা বহুনিন্দিত এবং রীতিমত দুর্লভ, কিন্তু ঘটনাচক্রে এক আধটা যখন ঘটে তখন তা খাঁটি না হয়ে যায় না। তৃতীয় শ্রেণী বিভাগের পর্যায়ে পড়ে খুন এবং সাফল্যের সঙ্গে লাশ পাচার। তা এই তিনটিই কি তোমার মতে অসম্ভব?

'অনেকটা তাই', আমি বললাম, 'অন্ততঃ আমার ধারণা। তুমি হঠাৎ কোন কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললেও কেউ না কেউ তোমাকে নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করতে পারবে—বিশেষতঃ ড্যাভেনহাইমের মত এক নামী

লোকের বেলায়। তারপর দেখ রাতারাতি হাওয়া করে দেয়া যায়না, আজ হোক কাল হোক তাদের হদিস ঠিকই পাওয়া যায় তা সে দূর দূরান্তরের কোনও জায়গাতেই হোক অথবা সিন্দুকের ভেতরে হোক। খুন করলে তা জানাজানি হবেই এটা চাপা থাকে না। একই ভাবে অফিসের ক্যাশ ভেঙ্গে পালিয়েছে এমন কর্মচারী, অথবা বাজারে প্রচুর দেনা আছে এমন যে কেউ এই যুগে পালিয়ে যেখানে যাক না কেন, বেতার মারফৎ তার গতিবিধি জানা যাবে। সে যদি পালিয়ে বিদেশে কোথাও আশ্রয় নেয় তবে সেখানকার যত রেল স্টেসন আর বিমান বন্দরের ওপর নজর রাখা হয়। আর যে লোকে পালিয়ে না গিয়ে দেশের ভেতরে লুকিয়ে থাকে তার ফোটো অনেক ক্ষেত্রে খবরের কাগজে ছেপে বেরোয়, দৈনিক খবরের কাগজ পড়া যাদের অভ্যাস তাদের চোখে সে লোক ঠিক ধরা পড়ে যায়।'

'মানছি,' পয়ারো শান্ত গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি একটা জায়গায় ভুল করছ। যে লোক অন্য কারও চোখের সামনে থেকে অথবা নিজের কাছ থেকে জানাতে চাইছে তার কথা তুমি একবারও ভাববোনা। অত্যন্ত দুর্লভ হলেও হয়ত দেখবে সে লোক সবসময় পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে, সে যদি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী হয় এবং নিজের কার্যকলাপের খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখতে না ভোলে তাহলে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সফল হবেনা কেন তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা।'

'আপনাকে অবশ্যই পারবেনা,' জ্যাপ রসিকতার সুরে বললেন, 'কি বলেন মসিয়ে পয়ারো, পুলিশের ক্ষেত্রে সফল হলেও সে লোক নিশ্চয় আপনার চোখে ধুলো দিতে পারবেনা।'

'কেন পারবে না কেন?' অনেক কষ্টে নিজের বিনয় দেখাতে পয়ারো বলল, 'এটা মানতেই হবে যে এইরকম যেকোন রহস্য সমাধান করতে গিয়ে আমি একটি নির্দিষ্ট ও যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত পথ অবলম্বন করি যা গণিতের মত নির্ভুল তবু সে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না এমন দাবী আমি অবশ্যই করবো না আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আমি রহস্য সমাধান করি। এখনকার জমানার

ছোকরা গোয়েন্দাদের মধ্যে ক'জন তা অবলম্বন করে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

'তা বলতে পারব না,' আকর্ণ হাসলেন জ্যাপ, 'তবে এই কেস যে তদন্ত করছে সেই মিলার খুব চালাকচতুর ছেলে। এটুকু জানবেন যে চুরুটের খসে পড়া ছাই, পায়ের ছাপ, এমন কি পাঁউরুটির এক আধটা টুকরোও ওর নজর এড়িয়ে যায় না, কোনও সূত্রকেই ও অবহেলা করে না। যাক ওসব কথা, আপনি বলুন ম'সিয়ে পয়ারো, যেটুকু শুনলেন সেই রহস্য সমাধানের সূত্র হিসেবে কি আপনি তা গণ্য করেন না?'

'কোনমতেই নয়', পয়ারো জোর গলায় বলল, এইসব বিবরণের ওপর অযথা গুরুত্ব দিলে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। বেশীরভাগ বিবরণেরই কোনও বৈশিষ্ট্য নেই একটা কি দুটো অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে নির্ভর করতে হয় এর ওপর,' বলতে বলতে পয়ারো নিজের কপালে দুবার টোকা মারল, 'সব সত্য সব রহস্য লুকিয়ে আছে এর ভেতরে, বাইরে নয়।'

'তার মানে ম'সিয়ে পয়ারো এই কামরায় চেয়ারে বসে থেকে যে কোন রহস্য সমাধানের দায়িত্ব নেবেন এটাই আপনি বলতে চান?'

'ঠিক ধরেছেন দাদা', পয়ারো জবাব দিল, 'অবশ্য তথ্য সবিস্তারে আমাকে জানালে তখনই এভাবে রহস্যের সমাধান করা সম্ভব। না, না, এতে অবাক হবার কিছু নেই, ডাক্তারদের মত আমিও নিজেকে রহস্য সমাধানের এক কনসালটিং স্পেসালিষ্ট হিসেবে গন্য করি।'

'বেশ,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন, 'আপনার সঙ্গে রাজী ছিলাম, 'এক হপ্তার মধ্যে যদি এই চেয়ারে বসে মিঃ ড্যাভেনহাইমের নিখোঁজ হবার রহস্য সমাধান করতে পারেন তাহলে আমি নিজের গ্যাঁট থেকে নগদ পাঁচ পাউণ্ড দেব আপনাকে, ভদ্রলোক জীবিত না মৃত তা বলতে হবে কিন্তু।'

'বেশ আমি রাজী,' পয়ারো মুচকি হাসল 'খেলার ছলে বাজী ধরা ত আপনাদের ইংরেজদের পুরোনো রেওয়াজ।" এবার তাহলে নিখোঁজ ভদ্রলোক সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমায় দিন।'

'গত শনিবার দিন বরাবরের মত মিঃ ড্যাভেনহাইমের ভিক্টোরিয়া থেকে চিংসাইডে গিয়েছিলেন দুপুর বারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে। ওঁর গ্রামের বাড়িখানা এক প্রাসাদ, নাম দ্য সিডাস। দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে উনি বাগানে পায়চারী করছিলেন; মালীরা বাগানে কাজ করছিল মিঃ ড্যাভেনহাইম ওদের নানারকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আচার আচরণ অন্যান্য দিনের মতই ছিল খুব স্বাভাবিক। চা খাবার পরে মিঃ ড্যাভেনহাইম কিছু সময় ওঁর গিন্নীর খাস কামরায় কাটিয়েছিলেন, তারপর বলেন যে কয়েকটা চিঠি ডাকে ফেলার জন্য উনি গ্রামের দিকে একলাই যাবেন, এও বলেন যে মিঃ লোয়েন নামে এক ভদ্রলোক ব্যবসায়ির কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর কাজের লোকদের নির্দেশ দেন। লোয়েন এলে তাঁকে যেন তারা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসায় এবং অপেক্ষা করতে বলে। মিঃ ড্যাভেনহাইম এরপর বাড়ির সামনেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, গাড়ির চলার পথ ধরে হালকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গেটের বাইরে চলে যান, এবং সেই যে তিনি বাইরে গেলেন তারপর আর তিনি ফিরে আসেননি। বলা যায় সেই মুহূর্তে মিঃ ড্যাভেনহাইম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন যাই বলেন না কেন।"

'বা : বা : চমৎকার একটি সমস্যা,' পয়ারো নিজের মনে বিড় বিড় করে বলল, 'আপনি থামবেন না দাদা,যতটুকু জানেন বলে যান।'

'বলছি,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ বলতে লাগলেন, 'মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর বাড়ি থেকে রওনা হবার প্রায় সোয়া ঘণ্টা বাদে তামাটে গায়ের রং খুব লম্বা, ঘন কালো গোঁফ আছে এমন একটি লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, নিজেকে তিনি মিঃ লোয়েন বলে পরিচয় দেন এবং জানান মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

বাড়ির কাজের লোকেরা তাদের মনিবের নির্দেশ মত তাঁকে মিঃ ড্যাভেনহাইমের স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে বসায় এবং তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে। ঘণ্টা খানেক কেটে যাবার পর মিঃ লোয়েন উঠে পড়েন, শহরে ফেরার ট্রেন ধরতে হবে একথা বলে বিদায় দেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা না হওয়ার

মিসেস ড্যাভেনহাইম নিজে ব্যক্তিগত ভাবে মিঃ লোয়েনর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।' সে রাতে মিঃ ড্যাভেনহাইম আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে পুলিশে খবর দেওয়া হয় কিন্তু তারা আসে পাশে খুঁজে তাঁর হদিস পায়নি। ভদ্রলোক যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেছে মুখে বললেও মিঃ ড্যাভেনহাইমকে আগের দিন বিকেলে গ্রামের পথ ধরে কেউ হাঁটতে দেখেনি এবং পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তিনি সেখানেও যাননি। তাঁর নিজের গাড়ি বাড়ির গ্যারাজে রাখা ছিল, এবং স্থানীয় রেল স্টেশানেও কেউ তাঁকে যেতে দেখেনি। হয়ত বলতে পারেন কোন নির্গম জায়গায় তাঁকে তুলে নেবার জন্য মিঃ ড্যাভেনহাইম অনেক গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, কিন্তু উনি নিখোঁজ হবার পরে খবরের কাগজে যে পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার লোভ সামলাতে না পেরে সেই গাড়ির চালক নিশ্চয়ই পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করত, এক্ষেত্রে যা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তা আদৌ ঘটেনি। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়ি থেকে মাইল পাঁচেক দূর এন্টফিল্ডে একটা ছোট রেসকোর্স অবশ্য আছে এবং পায়ে হেঁটে সেখানে গেলে ভীড়ের মধ্যে কারও পক্ষে তাঁকে লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু নিখোঁজ হবার পর থেকে এপর্যন্ত খবরের কাগজে ওঁর এত ফোটো বেরিয়ে গেছে তা দেখে রেসকোর্সে সেদিন যারা উপস্থিত ছিল তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করত। ইংলণ্ডের বিভিন্ন যায়গা থেকে গাদা গাদা চিঠি আমাদের হাতে এসেছে কিন্তু তাদের একটিতেও আশাব্যঞ্জক কোনও তথ্য পাইনি।'

'সোমবার সকাল বেলা আর কটি ঘটনা আমাদের গোচরে এল। মিঃ ড্যাভেনহাইমের গাড়ির এক কোনে একটি সিন্দুক ছিল, সেই সিন্দুকের তালা ভাঙ্গা হয়েছে এবং ভেতরে যা কিছু ছিল সব হাতিয়ে নেয়া হয়েছে।' বাড়ির সব কটি জানালায় ভেতর থেকে মজবুত ভাবে ছিটকিনি এঁটে দেয়া হয়েছিল কাজেই কোনও সাধারণ সিধেল চোরের কাজ যে এটা সহজে বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির ভেতরের কোনও লোক সিন্দুক ভাঙ্গেনি এও জোর করে বলা যায় না। অন্যদিকে, কর্তা হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ায় রবিবার দিন বাড়ির লোকেরা সবাই

এত ব্যস্ত ছিল যে সেদিন অত বড় চুরির ঘটনা ঘটা আপাত চক্ষে সম্ভব না, অতএব যদি বলি যে সিন্দুক ভাঙ্গার ঘটনাটা ঘটেছে শনিবার রাতে এবং সোমবার পর্যন্ত তা বাড়ির কারও নজরে পড়েনি তবে আশা করি তা ভুল বলা হবে না।

'তাই ত দাঁড়াচ্ছে,' পয়ারো বলল, 'তা সেই মঁসিয়ে লোয়েনকে কি আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন?'

'না, গ্রেপ্তার করা হয়নি।' ইন্সপেক্টর জ্যাপ মুচকি হাসলেন, 'তবে তাঁর গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখা হচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' পয়ারো জানতে চাইল, 'সিন্দুক থেকে কি কি খোয়া গেছে বলতে পারেন?

'এ বিষয়ে আমরা মিসেস ড্যাভেনহাইম আর তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠানের জুনিয়ার পার্টনারদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছি।' জ্যাপ বললেন, 'জানতে পেরেছি প্রচুর পরিমাণ বেয়ারার বণ্ড, বেশ কিছু নগদ টাকা, আর কিছু জড়োয়া গহনা সিন্দুক থেকে খোয়া গেছে। মিসেস ড্যাভেনহাইমের যাবতীয় গয়নাগাটি সবই থাকত ঐ সিন্দুকের ভেতর—গত কয়েক বছর ধরে গয়না কেনার নেশায় মিঃ ড্যাভেনহাইমকে পেয়ে বসেছিল, প্রত্যেক মাসে একটি না একটা দামী পাথরের সেট করা গয়না তিনি তাঁর গিন্নীকে উপহার দিতেন।'

'তাহলে ত প্রচুর টাকার মাল খোয়া গেছে,' পয়ারো মন্তব্য করল, 'এসব হাতাতেই চোর বাবাজী এসেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার মঁসিয়ে লোয়েনের প্রসঙ্গে আসছি, শনিবার সন্ধেবেলা কি কাজে তিনি মিঃ ড্যাভেনহাইমের কাছে এসেছিলেন তা জানতে পেরেছেন?'

'দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি ওদের তুজনের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। লোয়েন ফাটকার দালালী করে। তবে ক্ষমতা আর আয়ের দিক থেকে একদম চুনোপুঁটি। এও জেনেছি যে মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে আগে কখনও দেখা না হলেও সে লোয়েন তাঁকে তু-একবার শেয়ার বেচেছে। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস এয়ারসে শেয়ার কেনা-বেচার ব্যাপারে কথা

বলতে লোয়েন সোমবার সন্ধের পর মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট করেছিল? এ খবরটা আমি মিসেস ড্যাভেনহাইমের গিন্নীর পেট থেকে বের করেছি।'

'ওদের পারিবারিক জীবনে কোনও অশান্তি ছিল কি?' পয়ারো জানতে চাইল, কর্তা গিন্নীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

'ওদের পারিবারিক জীবন ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ, ইন্সপেক্টর জ্যাপ জানালেন। 'অশান্তির ছায়া সেখানে কোনদিনই পড়েনি। বোকা হাঁদা বুদ্ধু শান্তশিষ্ট বলতে যা বোঝায় মিসেস ড্যাভেনহাইম ঠিক সেরকম এক গৃহবধূ।'

'তাহলে এই রহস্যের চাবিকাঠি সেখানে নেই', পয়ারো বলল, 'আচ্ছা, ভদ্রলোকের শত্রুসংখ্যা কিরকম ছিল বলতে পারেন?'

'ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দী ওর অনেক ছিল তা জানি। জ্যাপ জানালেন, এখনও অনেকে আছে যারা ওর নাম শুনলেই রাগে জ্বলে ওঠে। কিন্তু তাই বলে ওকে খুন করার মত হিম্মৎ তাদের কারও নেই—এবং খুন যদি করে থাকে তাহলে ওর লাশ গেল কোথায়?'

'খাঁটি কথা বলেছেন', পয়ারো আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল, ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের কথা মানলে খুন করলে লাশ ঠিকই পাওয়া যায় যেন তারা নিজে থেকে ধরা দেয়।'

'এবার শুনুন, বাগানের মালীদের মধ্যে একজন বলছে যে গোলাপ বাগানের দিকে কে যেন হেঁটে যাচ্ছিল তাকে সে পেছন থেকে নিজে চোখে দেখেছে। কিন্তু তাকে চিনতে পারে নি। মালীর বক্তব্য অনুযায়ী সেই লোকটি বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিঃ ড্যাভেনহাইমের ষ্টাডির বড় জানালার ওপাশেই গোলাপ বাগান, মিঃ ড্যাভেনহাইম শুনলাম প্রায়ই সেই খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়তেন ষ্টাডিতে। যার কথা বলছি সেই মালী আমার মাচায় কাজ করছিল তাই পেছন থেকে দেখে বুঝতে পারি নি সেই লোকটি তার মনিব কিনা এছাড়া ঐ ঘটনা যখন ঘটে তাও সে ঠিক করে বলতে পারছে না। তবে ঘটনাটা যে বিকেল দু'টা নাগাদ ঘটেছিল

এটা ঠিক কারণ মালীরা ঐ সময় কাজ শেষ করে।'

মিঃ ড্যানিয়েল কটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে?'

'বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।'

'গোলাপ বাগানে কি আছে?'

'আছে একটা লেক। আর তার মাঝখানে একটা জলটুঙ্গি, তাই না?' পয়ারো জানতে চাইল।

'ঠিক ধরেছেন', ইন্সপেক্টর জ্যাপ জানালেন, 'দুটো শালতি নৌকা আছে সেখানে। ম'সিয়ে পয়ারো, আপনি কি আত্মহত্যার সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? তাহলে বলি শুনুন, মিলার আগামীকাল ঐ লেকের জল পাম্প করার ব্যবস্থা করেছে, ও এমনি টাইপের অফিসার। আত্মহত্যা আমরাও উড়িয়ে দিচ্ছি না।' পয়ারো কোনও মন্তব্য না করে মুচকি হাসল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হেস্টিংস, কষ্ট করে হাত বাড়িয়ে ডেইলি মেগাফোনখানা একবার আমায় দাও ত। যতদূর মনে হচ্ছে নিখোঁজ মানুষটির একখানা নিখুঁত ফোটো ওতে ছাপা হয়েছে।'

আমি উঠে দৈনিক খবরের কাগজের সেই বিশেষ সংখ্যাটা বের করে এগিয়ে দিলাম। নিখোঁজ মিঃ ড্যাভেনহাইমের ফোটোটা পয়ারো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'হুঁম্! মাথায় লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল, পেল্লাই গোঁফ আর ছুঁচোলো দাড়ি, ঘন কালো ভুরু! চোখের মণির রঙ কালো, কেমন?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'ভদ্রলোকের চুল আর গোঁফদাড়িতে পাক ধরেছিল তাই না?'

ইন্সপেক্টর জ্যাপ হ্যাঁ না কিছুই না বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, তারপর বললেন, 'এবার তাহলে বলুন, ম'সিয়ে পয়ারো, সব শোনার পরে আপনার কি মনে হচ্ছে? রহস্য দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তাই ত?'

'ঠিক উল্টোটাই' পয়ারো জানাল, 'এ রহস্য অত্যন্ত জটিল।'

পয়ারোর মন্তব্য শুনে ইন্সপেক্টর জ্যাপ খুব খুশি হয়েছেন মনে হল।

'আর সমস্যা জটিল বলেই তা সমাধান করতে পারব এ আশা আমার

বিলক্ষণ আছে,' শান্তভাবে, গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল পয়ারো।

'অ্যাঁ! কি বললেন?' পয়ারোর মন্তব্য শুনে জ্যাপ যেভাবে চমকে উঠলেন তাতে এটাই বুঝলাম সমস্যা সমাধানে পয়ারো নিজের ক্ষমতার কথা বললেই তিনি খুশি হতেন।

'বুঝলেন দাদা' খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে পয়ারো ইন্সপেক্টর জ্যাপকে বলল, 'রহস্য জটিল হলেই তা আমার কাছে সুলক্ষণ। যে রহস্য পুলিশের চোখে দিনের আলোর মত পরিষ্কার তাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না? আমার মতে কেউ সে রহস্যকে যাতে করে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করেছে, এই হল ব্যাপার '

পয়ারোর ব্যাখ্যা শুনে জ্যাপ এবার চুপসে গেলেন, যেন খুব দুঃখ পেয়েছেন এমনি করে বললেন, 'সে যার যেমন খুশি দেখুক, কিন্তু আপনি পথ খুঁজে পেলে তা ত আনন্দের কথা।'

'আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না', পয়ারোর কথা শুনে বুঝলাম যে অনেকদিন পরে সুযোগ পেয়ে আমাকে ছেড়ে ইন্সপেক্টর জ্যাপের পেছনে লাগতে চাইছে। আমার চোখের সামনে কেবল শুধু আঁধার, সীমাহীন, অন্তহীন আঁধার। তাই তো আমি দুচোখ বুঁজে শুধু ভাবছি, ভেবেই চলেছি।'

'তা ভাবুন আপনার যত খুশি,' হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যাপ, 'আমাদের মতন আপনার মাথার ওপর ওপরওয়ালাও নেই, কৈফিয়ৎ দেবার দায়িত্বও নেই। হাতে ত পুরো একটা হপ্তা সময় পাচ্ছেন, দেখুন এর ভেতর ভেবে কোনও পথের হদিশ পান কি না।'

'তা একশোবার ভাবব', পয়ারো মুচকি হাসল, 'আপনার সঙ্গে বাজী যখন ধরেছি তখন নিজের ক্ষমতা ত আমায় প্রমাণ করতেই হবে। কিন্তু তার মাঝে এই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে আপনার নেকড়ে চোখো ইন্সপেক্টর মিলার যখন যা নতুন তথ্য হাতে পাবেন সেগুলো আমাকে জানাবেন ত?'

'নিশ্চয়ই,' জ্যাপ বললেন।

'ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে খুব লজ্জার ঠেকছে, তাই না?' ইন্সপেক্টর

জ্যাপকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলে তিনি গলা নামিয়ে আস্তে বললেন, 'ঠিক যেন একটা বাচ্চাকে চুরি করার মতন,' বলে জ্যাপ মুচকি হাসলেন। তাঁর মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমিও হেসে পারলাম না। দরজা ভেজিয়ে হাসতে হাসতেই ফিরে এলাম ঘরে।

'আমার নজরে কিন্তু কিছুই আটকাল না,' ফিরে এসে মুখোমুখি বসতেই পয়ারো আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে উঠল, 'জ্যাপ তোমাকে ফিসফিস করে কি বললেন ভেবেছো তা আমার কানে যায় নি? আচ্ছা, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এতদিন দেখার পরেও তুমি কি আমার বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখতে পারো না? ঠিক আছে, আর এদিকে ওদিকে দৌড়ে লাভ নেই, এসো দুজনে মিলে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামাই, আমি কিন্তু এরই মাঝে কৌতূহলী হবার সূত্র খুঁজে পেয়েছি।'

'সূত্র!' কিছুক্ষণ একমনে ভাববার পরে মনে হল পয়ারো যেখানে চিন্তা করছে আমি তার হদিশ পেয়েছি, আমার চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে ভেসে উঠল মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়ির বাইরে গোলাপ বাগান আর তার কিছু দূরে অবস্থিত ছোট একটি লেকের বর্ণনা!

'তুমি তাহলে সেই লোকের কথা বলছ?' আমার অনুমান মুখে ফুটে বলেই ফেললাম।

'শুধু লেক কেন, তার মাঝখানে জলটুঙ্গির কথাও ভুলে যেও না,' বলে পয়ারো এক দুর্বোধ্য হাসি হাসল। আমি বুঝতে পারলাম তার মাথায় আবার কোনও দুষ্টুমি চেপেছে, কাজেই এই মুহূর্তে তাকে অন্য কোনও প্রশ্ন না করাই হবে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

পরদিন রাত ন'টা নাগাদ ইন্সপেক্টর জ্যাপ আবার এসে হাজির হলেন, তিনি যে কিছু খবর যোগাড় করেছেন তা তাঁর চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

'এই যে দাদা, বসুন,' পয়ারো আন্তরিক সুরে জ্যাপকে বলল, তারপর, খবর সব ভাল-ত? দেখবেন, নিখোঁজ মিঃ ড্যাভেনহাইমের লাশ ওঁর বাড়ির কাছে যে লোক আছে সেখানকার জলে ওঁর লাশ ভেসে উঠেছে এই

খবর যেন ভুলেও বলবেন না। কারণ বললেও আপনার সে কথা আমি বিশ্বাস করব না।'

'না ওঁর লাশ আমরা এখনও খুঁজে পাইনি. জ্যাপ স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'কিন্তু ওঁর জামাকাপড় আমরা পেয়েছি, নিখোঁজ হবার দিন যে পোষাক উনি পরেছিলেন এ হুবহু সেই পোষাক। বলুন, এবার কি বলবেন আপনি?'

'মিঃ ড্যাভেনহাইমের অন্য কোনও পোষাক ওঁর বাড়ি থেকে হারিয়েছে?'

'না,' জ্যাপ জানালেন, তা সম্পর্কে ওঁর ভ্যালেট পুরোপুরি নিশ্চিত আলমারীতে ওঁর সে সব জামাকাপড় ছিল সেগুলো ঠিকই আছে। আরও খবর আছে—আমরা মিঃ লোয়েনকে গ্রেপ্তার করেছি। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়িতে একজন পরিচারিকা আছে। শোবার ঘরের সব জানালায় ছিটকিনি ভেতর থেকে এঁটে দেয়াই তার কাজ, সেই কাজের মেয়েটি বলছে ঘটনার দিন সন্ধ্যে সোয়া ছুটা নাগাদ দেখেছিল লোয়েন গোলাপ বাগানের দিক থেকে স্টাডির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ও বাড়ি থেকে বেরোবার প্রায় দশ মিনিট আগে।'

'এ সম্পর্কে লোয়েনের নিজের বক্তব্য কি?'

'ও স্টাডিতে অপেক্ষা করার সময় একবারও বাইরে বেরোয় নি এটা গোড়া থেকেই লোয়েন বলে আসছে,' জ্যাপ বললেন, 'কিন্তু কাজের মেয়েটি জোর গলায় বলছে যে ও ভুল দেখেনি। আমরা পরে লোয়েনকে চাপ দেবার পরে ও বলেছে যে স্টাডিতে বসে থাকতে থাকতে বাইরের বাগানের একটা অস্বাভাবিক ধাঁচের গোলাপ চোখে পড়তে ও জানালা দিয়ে একবার বাইরে বেরিয়েছিল কিন্তু এ কথাটা বলতে ও ভুলেই গিয়েছিল। লোয়েনের এই গল্পোটা কতদূর দুর্বল তা বুঝতেই পারছেন। এছাড়া লোয়েনের বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রমাণ এখন দিনের আলোর মত ফুটে উঠছে। মিঃ ডাভেনহাইমের ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা হীরে বসানো সোনার আংটি ছিল, যেটা উনি একদিনের জন্যও আঙুল থেকে খোলেন নি। এদিকে, শনিবার রাতে লণ্ডনে বিলি কেলেট নামে একটি লোক সেই আংটি বাঁধা রেখে টাকা ধার

নিয়েছে এও আমরা জেনেছি। বিলি কেলেট নামে এই লোকটি গত শরৎ কালে এক বুড়ো ভদ্রলোকের ঘড়ি চুরি করে ধরা পড়েছিল, বিচারে ওর তিন মাস জেল হয়, কাজেই বিলি কেলেটকে পুলিশ ভালভাবে চেনে বুঝতে পারছেন। এও জেনেছি কেলেট ঐ হীরে বসানো আংটিখানা পর পর পাঁচটি দোকানে বাঁধা দিতে গিয়েছিল কিন্তু সেথায় দোকানের মালিক ঐ আংটি বাঁধা রাখতে রাজী হন নি। তবু হার মানে নি কেলেট, আরও একটি দোকানে চেষ্টা করেছিল সে. এবং তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল! আংটি বাঁধা রেখে কেলেট এন্তার মদ খায়, তারপর একটা পুলিশ কনষ্টেবলকে নেশার ঘোরে মারধোর করে ধরা পড়ে যায়। মিলারের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম গ্রে স্ট্রীট থানায়, সেখানকার হাজতে কেলেটকে রাখা হয়েছে। হাজতে ঢোকানোর পরেই কেলেটের ধুমকি কেটে গিয়েছিল তাছাড়া পুলিশ কনষ্টেবলকে খুন করতে গিয়েছিল এই অভিযোগে ওর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হল এরপরে ও মুখ খুলেছে। কেলেট হাজতে বসে যে বিবৃতি দিয়েছে তা এরকম ঃ

উইলি কেলেট বলেছে যে সে শনিবার দিন এণ্টসিল্ডে গিয়েছিল রেস খেলতে, তবে রেসের মাঠে বাজি ধরার চাইতে চুরি, ছিনতাই এসব অপকর্মে ওর উৎসাহ ছিল অনেক বেশী। যাক, সেদিন কেলেটের কপাল ছিল মন্দ, তাই রেসের মাঠে লোকসান ছাড়া লাভ কিছু ওর হয় নি। সবকটা বাজীতে হেরে ভূত হয়ে কেলেট রেসের মাঠ থেকে বেরিয়ে চিংসাইডের দিকে হেটে যাচ্ছিল, কিছুদূর গিয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে একটা বড় নালার পাশে ইট পাথরের একটা গাদার পাশে বসে জিরোচ্ছিল কেলেট। কয়েক মিনিট বাদে ও দেখতে পেলো গাঢ় তামাটে গায়ের রং, ঠোঁটের ওপরে পেল্লাই গোঁফ এক ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লেন! চারপাশে একবার দেখে নিল পকেট থেকে ছোট মত কি একটা জিনিস বের করে ছুঁড়ে মারলেন ঝোপের দিকে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন ষ্টেশনের দিকে। কেলেট বলছে, ভদ্রলোকের হাতের মুঠো থেকে সেই

ছোট জিনিসটা ঝোপের ভেতর পড়বার আগে ইঁট বা পাথরে লেগে 'ঠুং' করে আওয়াজ তুলেছিল আর সেই আওয়াজ কানে যেতেই জিনিসটা কি তা দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছিল কেলেটের মনে। সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে আসে ঝোপের ভেতর থেকে হাতড়ে হীরে বসানো সেই আংটিটা খুঁজে বের করে। ব্যাপার হল আংটি ঝোপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলার কথা লোয়েন পুরোপুরি অস্বীকার করেছে এবং উইলি কেলেটের মত এক চোর ছ্যাচোরের বিবৃতিও সঠিক বলে মেনে নেয়া ঠিক না। আমার মতে, কেলেট সেদিন মিঃ ড্যাভেনহাইমকে ছিনতাই করে ঐ হীরের আংটিটি নেয় তারপর তাঁকে খুন করে।'

'দুঃখিত, দাদা', পয়ারো ঘাড় নেড়ে বলল, 'আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারছি না। লাশ পাচার করার কোনও উপায় ওর হাতের কাছে ছিল না, তাছাড়া সত্যি খুন করে থাকলে এতদিনে লাশের হদিশ ঠিকই পাওয়া যেত। দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে কেলেট মিঃ ড্যাভেনহাইমের হীরে বসানো আংটি বাঁধা দিয়েছে তাতে ওকে একবারের জন্যও খুনী বলে সন্দেহ করা যায় না। তৃতীয়তঃ এই ধাঁচের চোর ছ্যাঁচোরেরা সচরাচর মানুষ খুন করে না। চতুর্থতঃ শনিবার থেকে কেলেট হাজতে থাকার ফলে লোয়েনের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দেয়া ওর পক্ষে একরকম কাকতালীয় ব্যাপার তা জানবেন।'

'আপনি ঠিক বলছেন না একথা আমি একবারও বলছি না।' জ্যাপ ঘাড় নাড়লেন, 'কিন্তু কেলেটের মত এক সাধারণ অপরাধীর বিবৃতিকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? আংটিটা সরিয়ে ফেলার আর কোন ও ভাল পথ লোয়েন খুঁজে পেল না এটা ভাবতেই আমার অবাক লাগছে।'

হীরের আংটি ওই তল্লাটে পাওয়া গেলে প্রশ্ন উঠতে পারে মিঃ ড্যাভেন- সত্যিই ওটা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন কিনা,' পয়ারো বলল।

'কিন্তু আংটিটা লাশের আঙ্গুল থেকে খুলে নেবার কারণ কি?' আমি প্রশ্ন তুললাম।

'তারও কারণ থাকতে পারে,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ জবাব দিলেন,

আপনাদের হয়ত জানা নেই যে লেক থেকে অল্প কিছু দূরে পাহাড়ে ওঠার মুখে একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়া ঢুকে মিনিট তিনেক হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন কোথায় জানেন ?—একটা চূণের ভাঁটিতে।'

'হা ঈশ্বর!' আমি উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি কি বলতে চান ঐ চূণ পোড়াবার ভাঁটিতেই মিঃ ড্যাভেনহাইমের লাশটা পোড়ানো হয়েছে এবং আংটিটা তার আগে খুলে নেয়া হয়েছে তাঁর আঙ্গুল থেকে ?'

'ঠিক ধরেছেন,' জ্যাপ সায় দিলেন।

'তাহলে সাদাচোখে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে যা ঘটেছে তা এক জঘন্য ও নৃশংস অপরাধ!' আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম।

জ্যাপ এবার আর কোনও উত্তর দিলেন না, দেখলাম তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন পয়ারোর দিকে। এবার আমি তাকালাম পয়ারোর দিকে আর তখনই চোখে পড়ল সে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। পয়ারো যে কোনও গভীর চিন্তায় ডুবে আছে তা তার কোঁচকানো দুটি ভুরুর দিকে এক পলকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। যাক, পয়ারো নিজের যে শক্তি বুদ্ধির বড়াই করে তা যে এবার কাজ করতে শুরু করেছে তাও টের পেলাম। কিন্তু এত চিন্তাভাবনা করার পরে কি বলতে পারে পয়ারো এই প্রশ্ন আমাদের দুজনের মনে দেখা দিল। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল পয়ারো, হালকা গলায় জ্যাপকে প্রশ্ন করল।

"দাদা, বলতে পারেন মিঃ আর মিসেস ড্যাভেনহাইম একই ঘরে রাত কাটাত কি না ?'

সত্যি বলতে কি, পয়ারোর ঐ হাস্যকর প্রশ্ন শুনে ইন্সপেকটর জ্যাপ আর আমি দুজনেই থমকে গেলাম। কয়েক মুহূর্ত বাদে হাসতে হাসতে বললেন, 'মঁসিয়ে পয়ারো আপনি যে এত সাংঘাতিক লোক তা আগে জানা ছিল না। আপনি কি বলবেন তাই নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি, ভাবছি কি জানি কি অকাট্য বক্তব্য বেরোবে আমার শ্রীমুখ থেকে, আর শেষকালে কিনা এই! যাক, আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ওরা কর্তা গিন্নী একই শোবার ঘরে রাত কাটাতেন কি না তা আমার জানা নেই।'

'খুঁজে বের করতে পারবেন ?' পয়ারো এতটুকু না হেসে গম্ভীর মুখে জানতে চাইল।

'আপনার খুব দরকার হলে নিশ্চয়ই জেনে বের করব', জ্যাপ জানালেন।

'মনে করে খবরটা জোগাড় করুন, 'পয়ারো বলল, 'জানতে পারলে খুবই বাধিত হব।

জ্যাপ কিছু না বলে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন পয়ারোর দিকে তাকাল'ম আমি নিজেও। কিন্তু পয়ারোর ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হল সে আমাদের আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেনা। বেঁচারার মাথায় বড় বেশী বোঝা চেপেছে। এই মন্তব্যটুকু করে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপর কিছু না বলে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

একবার মনে হল পয়ারো হয়ত দিনেরবেলা ঝিমুনির ফাঁকে স্বপ্ন দেখছে। তাকে আর ঘাঁটালাম না।

ড্যাভেনহাইমের রহস্যজনক নিরুদ্দেশের তদন্ত সম্পর্কে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা সূত্র নিয়ে সময় কাটাচ্ছি এমন সময় পয়ারোর তন্ময়তা ভাঙ্গল, তাকিয়ে দেখি সেই চেনা একাধারে সতেজ আর হুসিয়ারী সতর্ক চাউনী ফিরে এসেছে তার ত্রু-চোখে।

'কাগজের বুকে কি পদ্য লেখা হচ্ছে, সখা ?' পয়ারো জানতে চাইল।

'পদ্য নয় ভাই', কলম থামিয়ে বললাম, 'যেসব সূত্র খুব কৌতূহল জনক ঠেকেছে সেগুলো লিখে রাখছি।'

'যাক এতদিনে তুমি তাহলে নিয়ম মেনে চলতে শুরু করলে।' হালকা গলায় মন্তব্য করল।

'কি কি লিখেছি পড়ব ?'

'অবশ্যই।'

'এক, যে সব সূত্র পাওয়া গেছে তাতে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে লোয়েনই মিঃ ড্যাভেনহাইমের স্টাডির সিন্দুক ভেঙ্গেছে।'

'দুই, মিঃ ড্যাভেনহাইমের ওপর লোয়েনের আক্রোশ ছিল।'

'তিন, স্টাডি থেকে একবারও বেরোয়নি লোয়েনের এই প্রথম বিবৃতি

মিথ্যে তাও প্রমানিত হয়েছে।”

“চার, বিলি কেলেট যা বলেছে তাকে সত্য বলে মেনে নিলে লোয়েন যে জড়িত তা সম্পূর্ণ বোঝা যায়।' একটু থেমে বললাম, 'সব ও শুনলে, এবার বলো তোমার মন্তব্য কি?'

'আমার মন্তব্য,' পয়ারো করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল, 'তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু বিচার করার ক্ষমতা তোমার নেই এছাড়া তোমার যাবতীয় যুক্তি ভিত্তিহীন।'

'কিভাবে?'

'তোমার লেখা চারটে সূত্র একে একে বিচার করে দেখা যাক।'

'এক সিন্দুকখোলার সুযোগ পাবেন একথা মিঃ লোয়েনের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই জানার কথা নয়। তিনি ব্যবসার কাজে মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মিঃ ড্যাভেনহাইম একখানা চিঠি ডাকে ফেলবেন বলে অনুপস্থিত থাকবেন এবং তার ফলে তাঁকে স্টাডিতে একা সময় কাটাতে হল তাও মিঃ লোয়েনের জানা ছিল না।'

'উনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এও হতে পারে', আমি বললাম।

'আর সিন্দুক ভাঙ্গার যন্তোর?' পয়ারো ফ্যাকড়া তুলল, 'কবে কখন সুযোগ পেলে সিন্দুক ভাঙ্গবে এই ভেবে শহুরেবাবুরা কিন্তু সিন্দুকভাঙ্গার যন্ত্র পাতি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। পেনসিল কাটা ছুরি আর দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে যে সিন্দুক ভাঙ্গা যায়না তা নিশ্চয়ই মানবে?'

'মানলুম, কিছুটা নিরাশ হয়ে বললাম, 'এবার দ্বিতীয় সূত্রের প্রসঙ্গে এসো।'

'আসছি,—তুমি বলছো মিঃ ড্যাভেনহাইমের ওপর লোয়েনের আক্রোশ ছিল। তোমার কথা মানলে এটাই দাঁড়ায় ও আগে দু-একবার শেয়ার কেনাবেচার খেলায় মিঃ ড্যাভেনহাইমের কিছু টাকা নষ্ট করেছিল। কিন্তু তাতে লোয়েন নিজেই উপকৃত হয়েছে। বরং আমি বলব ঘটনাটা ঠিক উল্টো আক্রোশের কথা যদি তোলো তাহলে বলব লোয়েনের ওপরেই মিঃ ড্যাভেনহাইমের আক্রোশ ছিল।'

কিন্তু বাড়ি থেকে একবারও বাইরে বেরোয়নি এমন একটা জলজ্যান্ত

মিথ্যা যে লোয়েন বলেছে তা তুমি অস্বীকার করবে নাকি?'

'অবশ্যই অস্বীকার করব না,' পয়ারো জবাব দিল, 'কিন্তু এ শুও ত হতে পারে যে লোয়েন খুব ভয় পেয়েছে। মনে রেখো নিখোঁজ ব্যাক্তির জামা-কাপড় সবে লেক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এটা মানতে হবে যে লোয়েন সত্যি কথা বললেই ভাল করত।' আর চতুর্থ সূত্র, সেখানেও কি ব্যর্থ হয়েছি?'

'না, তোমার যুক্তি এই বেলা মেনে নিচ্ছি আমি।' পয়ারো বলল, 'মেয়েটার বিবৃতি সত্যি হলে লোয়েন এই রহস্যের সঙ্গে নিঃসন্দেহে জড়িত, এবং এই কারণেই গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'তাহলে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমার চোখে ধরা পড়েছে একথা মানছো?'

'হয়ত মানছি,' পয়ারো বলল, 'কিন্তু দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তোমার নজর এড়িয়ে গেছে; গোটা রহস্যের চাবি কাঠি যে দুটি সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'সে দুটো সূত্র কি বলেই ফ্যালো না।'

'এক মিঃ ড্যাভেনহাইম কোন আবেগের বসে গত কয়েক বছর ধরে জোড়া গয়না কিনে চলেছেন।' 'দুই, গত শরৎকালে ওঁর বুয়েনস এয়ারসে যাওয়া।'

'পয়ারো, তুমি মজা করছো না ত?'

'না ভাই, পয়ারো সিরিয়াস ভাবে বলল, 'দেবগুরুর নামে দিব্যি খেয়ে বলছি, আমি এতটুকু মজা করছি না তোমার সঙ্গে। এখন কথা হল জ্যাপকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছি তা কি সত্যিই ওঁর মনে থাকবে?'

কিন্তু জ্যাপ যে দায়িত্বের কথা ভোলেননি তার প্রমাণ সকালে প্রায় এগারোটা নাগাদ একটি টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলো পয়ারোর নামে, তাতে লেখা।

"গত বছর শীতকাল থেকেই স্বামী স্ত্রী আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

'এই ত পেয়েছি!' আমার মুখে টেলিগ্রামের বয়ান শুনে উল্লসিত হল

পয়ারো, 'জ্যাপ ভায়া দেখছি ওঁর কথা রাখলেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। গত শীতে মিঃ ড্যাভেনহাইম আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন, আর এটা হল পরের বছরের জুনের মাঝামাঝি। যাক, সব রহস্যের সমাধান হল।'

পয়ারো ভাবগতিক কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

'এবার তোমাকে প্রশ্ন করছি,' পয়ারো বলল, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ড্যাভেনহাইম-অ্যাণ্ড স্যামন ব্যাংকে টাকাকড়ি কিছু রেখেছো নাকি?'

'না,' অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'রেখে থাকলে বলব সময় থাকতে টাকা কড়ি যা কিছু ওখানে রেখেছো এই বেলা তুলে ছাখো, নয়ত পরে পস্তাতে হবে।'

'কেন, কি হতে পারে ভাবছো?'

'ছু চারদিনের ভেতর ঐ ব্যাঙ্কের সাংঘাতিক ভরাডুবি হবে', পয়ারো জবাব দিল।' কিন্তু তার আগে জ্যাপকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য। দেখি, কাগজ কলম নাও ত, জ্যাপকে মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে ঠিক এই স্থানে লেখো। মিঃ ড্যাভেনহাইমের প্রতিষ্ঠানে টাকাকড়ি কিছু থাকলে এক্ষুনি তুলে ফেলার সত্নপদেশ দিচ্ছি!' আমার এই টেলিগ্রাম পেয়ে জ্যাপের চোখ যে ছানাবড়া হয়ে উঠবে তা আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি।' আগামীকাল, পর্যন্ত অথবা তার পরদিন ও আমার সত্নপদেশের অর্থ খুঁজে বের করতে পারবেন না উনি!'

পয়ারোর নির্দেশে ইন্সপেক্টর জ্যাপকে তখনই সেই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এলাম। পয়ারো যা ভাবছে তা আদৌ সত্যি হবে কিনা এবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু তার ভবিষৎবানী যে নির্ভুল তা পরদিন সকালে মালুম হল—স্থানীয়-সবকটি খবরে কাগজের সামনের পাতায় বড় বড় হরফে ড্যাভেনহাইম ব্যাংকের আকস্মিক লোকসানের খবর ছেপে বেরিয়েছে। ব্যাংকের মালিক কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি নিখোঁজ হয়েছেন এই ব্যাপারটা ব্যবসায়ীদের চোখে অবশ্য রকম ঠেকছে, ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ঐ নিরুদ্দেশ স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তোলে। আমাদের প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর

জ্যাপ, তাঁর বাঁ হাতে আজকের খবরের কাগজ, ডান হাতের মুঠোর ধরা পয়ারোর টেলিগ্রাম।

'ব্যাংকের যে ভরাডুবি হতে যাচ্ছে তা আগে থেকে আপনি কিভাবে জানলেন মঁসিয়ে পয়ারো?' জ্যাপ চেয়ার টেনে আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিলেন, 'আজ কিছুতেই ছাড়ব না। এত বড় ঘটনা ঘটতে তা আপনি আগেই কি করে জানতে পারলেন?'

'এ আর এমন কি,' পয়ারো দৃঢ়গলায় বলল, 'এ রকম একটা 'ব্যাপার আমি গোড়াতেই আন্দাজ করেছিলাম, গতকাল আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে নিশ্চিত হলাম। গোড়ার দিকেই আমার মনে হয়েছিল, সিন্দুক ভাঙ্গার ঘটনাটা লক্ষ্য করার মত। সিন্দুকের ভেতর গাদা গাদা জড়োয়া গহনা, বেয়ারার বণ্ড এসব কার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে? মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর নিজের জন্যই যে ওগুলো সাজিয়ে এসেছিলেন তা তখনই আমার মনে হয়েছিল! এছাড়া বড়ো বয়সে সে হঠাৎ জড়োয়া গয়না কেনার সখ ওঁর মাথায় চেপেছে কেন কি উদ্দেশ্যে? এর উত্তর খুব সোজা। ব্যাংকের টাকাকড়ি হাতিয়ে উনি সেই টাকায় গাদাগাদা দামী গয়না কিনেছেন, সেসব গয়না সস্তা নকল। ব্যাংকের ভল্ট থেকে আসলগুলো উনি এনে রেখেছিলেন গ্রামের বাড়িতে ওঁর যে সিন্দুক আছে তার ভেতরে। যে গয়না বিক্রীর টাকায় বাকী জীবনটা উনি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবেন। এর পরে মিঃ ড্যাভেনহাইম নিজেই ওঁর সিন্দুকের গায়ে ছ্যাঁদা করেন এবং মিঃ লোয়েনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চাকর বাকরদের উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে মিঃ লোয়েন এলে ওরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসায়। এই নির্দেশ দিয়ে মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে বেরোলেন, কিন্তু তারপরে—তিনি গেলেন কোথায়?' এইটুকু বলে পয়রো থামল, আরেকটা সেদ্ধ ডিম পাত্র থেকে তুলে নিতে হাত বাড়াল সে।

'না, এ খুব অন্যায়, কোনমতেই সমর্থন করা যায় না', পয়রো হালকা গলায় বলল, মুর্গিরা যেসব ডিম পাড়ে সেগুলো একেকটা একেক সাইজের,

সকালবেলা জলখাবারের টেবিলে এর সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য দেখতে পাবেন না আপনি। তার ওপর দেখুন, ডিম যারা বিক্রী করছে তারাও কম পাজী নয়। ডজন ডজন ডিম তাদের আকার অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা উচিত কি অথচ তা তারা করছে না। কতবড় অন্যায় তা আপনিই বলুন দাদা?'

'চুলোয় যাক মশাই ডিম!' জ্যাপ অধৈর্য হয়ে উঠলেন, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের মক্কেল কোন দিকে গেলেন তাই বলুন, অবশ্য তা যদি খুঁজে বের করে থাকেন!'

বলছি, শুনুন,' পয়ারো তার কথায় খেই ধরল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের এই মক্কেল স্রেফ গা ঢাকা দিলেন। এই মঁসিয়ে ড্যাভেনহাইম লোকটির মগজে প্রচুর কুবুদ্ধি আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো রীতিমত জাতের তা মানবেন যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে সে লোকের কাজ নয়।'

'উনি কোথায় লুকিয়ে আছে জানেন?'

'নিশ্চয়ই,' পয়ারো জবাব দিল, 'এতো সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার, অল্প মাথা খাটালেই বার করা যায়।'

'ভগবানের দোহাই,' জ্যাপ বললেন 'আর ধাঁধার মধ্যে না রেখে বলেই ফেলুন।'

কিন্তু, চাইলেই কি পয়ারো পেট থেকে কথা বের করা যায়? জ্যাপ ব্যাকুল হয়ে উঠছেন দেখে তার মাথায় চাপল পুরোনো বজ্জাতি, কিছু না বলে বলে নিজের প্লেট থেকে ডিমের ভাঙ্গা খোসা একটি একটি করে তুলল সে যেমনভাবে লোকে মাটি থেকে টাকাপয়সা কুড়িয়ে তোলে। খোসাগুলো এবার ডিম সেদ্ধর পাত্রে রাখল পয়ারো তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হেসে বলল,

'আপনারা দুজনেই পেশাদার গোয়েন্দা যাদের একমাত্র হাতিয়ার হল বুদ্ধি। যে প্রশ্নটা আমি নিজেকে করেছিলাম সেটাই এবার আপনারা নিজেদের করে দেখুন ত—মিঃ ড্যাভেনহাইমের জায়গায় আমি থাকলে কোথায় লুকোতাম? বলো হেস্টিংস, তোমার উত্তর কি শুনি?'

'ওঁর জায়গায় আমি হলে আর কোথাও না গিয়ে লণ্ডনেই থেকে যেতাম,

অনেকটা বাস, ট্রেন, আর পাতাল রেলে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে গা মিশিয়ে মিশিয়ে থাকতুম যাতে চেনাশোনা লোকের চোখে না পড়ি। একা থাকার চাইতে ভীড়ের মধ্যে থাকা অনেক বেশী নিরাপদ।'

'এবার আপনি বলুন, 'পয়ারো জ্যাপের দিকে তাকাল।

'আমি হলে যত শীগগির সম্ভব পালাতাম কারণ এই পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র সুযোগ। চিমনি দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এমন একটা ইয়ার্ডে চেপে লোক জানাজানি হবার আগেই দুনিয়ার অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতুম যার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।'

'আমাদের বক্তব্য ত শুনলেন,' জ্যাপ তাকালো পয়ারোর দিকে এবং আপনার মতামত কি তাই বলুন।'

এক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল পয়ারো। পরমুহূর্তে এক রহস্যময় অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'শুনুন বন্ধুরা,' পয়ারো থেমে থেমে বলল, 'পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে আমি কি করতাম জানেন, স্রেফ জেলে গিয়ে ঢুকতাম।'

'কি বলছেন মঁসিয়ে পয়ারো?' জ্যাপের বিস্ময়াহত গলা শুনে মনে হল পয়ারো এক্ষুনি মঙ্গলগ্রহ থেকে ঘরে এল।

'ইন্সপেক্টর জ্যাপ। মঁসিয়ে ড্যাভেনহাইমকে জেলে পাঠানোর জন্য আপনি তাঁকে চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, তাই ইতিমধ্যেই তিনি ওখানে ঢুকে পড়েছেন কিনা তা ভাবতেও পারছেন না।' পয়ারোর গলা অদ্ভুত রহস্যময় শোনাল আমাদের কানে।

'কি বলছেন, মঁসিয়ে পয়ারো?' জ্যাপ একদিন আপনি এই ঘরে বসে মিসেস ড্যাভেনহাইমকে বুদ্ধিশুদ্ধিহীনা গিন্নী টাইপ মহিলা বলে উল্লেখ করেছিলেন মনে পড়ে?' পয়ারো বলল, 'তার পরে ও বলছি, 'মহিলাকে শুধু একবার বো স্ট্রীট থানায় নিয়ে যান তারপর সেখানকার হাজত থেকে বিলি কেলেটকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিন ওঁর সামনে, দেখবেন মহিলা তাঁর স্বামীকে ঠিক চিনতে পেরেছেন! হ্যাঁ গোঁফ, দাড়ি এমন কি ঘন ভুরুজোড়া কামিয়ে ফেলেছেন মিঃ ড্যাভেনহাইম, মাথার লম্বা চুল ও ছোট করে ছেঁটে

ফেলেছেন ভোল পাল্টানোর জন্য। কিন্তু তা হলেও ত গিন্নীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না তিনি। হাজার লোকের চোখে ধুলো দিলে ও যে কোনও পুরুষ তাঁর গিন্নীর চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যাবেন।'

'বিলি কেলেট ?' জ্যাপের বিস্ময়ের প্রথম ঘোর তখনও কাটেনি, 'কিন্তু পুলিশ ত ওকে আগেই ছ্যাঁচড়া চোর হিসেবে জানে।'

'তাতে কি হল,' পয়ারো জবাব দিল, 'ড্যাভেনহাইম যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর ধূর্ত তা কি আমি আপনাকে আগে বলিনি ? অনেক আগে থেকেই উনি নিজের অ্যালিবাই সাজিয়ে রেখেছেন। জেনে রাখুন, গত শরৎকালে মিঃ ড্যাভেনহাইম মোটেও বুয়েনস্ এয়ারসে যান নি, বিলি কেলেট নামে এক ছ্যাচোরের চরিত্র তৈরী করার উদ্দেশ্যে সেই সময় তিনি ছোটোখাটো একটি অপরাধ করে জেলের ভেতরে তিন মাসের মেয়াদ খাটছিলেন। ওঁর মতলব ছিল একটাই, বরাবরের মত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে উনি বিলি কেলেট পরিচয়ে জেলের ভেতরে সময় কাটাবেন আর পুরনো অপরাধী হিসাবে পুলিশ ওঁকে একবারও সন্দেহ করবে না। প্রচুর টাকা হাতানো ওঁর পরিকল্পনা ছিল তেমনি চাইছিলেন উনি মুক্তি মিঃ ড্যাভেনহাম নামে এক ব্যক্তির জীবন থেকে। পরিকল্পনা প্রায় সফল করে এনেছিলেন ভদ্রলোক, শুধু—'

'হ্যাঁ ?'

'প্রথমবার জেল খেটে বেরোনার পরে মুশকিলে পড়লেন মিঃ ড্যাভেন-হাইম চুল, দাড়ি গোঁফ ভুরু সব বিদেয় করেছেন তিনি, অথচ আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে আর সেই কারণে আগের চেহারা করতে হবে। তাই এবার পরচুল, নকল গোঁফ দাড়ি আর ভুরু মুখে অাঁটলেন তিনি। কিন্তু তাতেও আরেক মুশকিল, ঐ সব মুখে চাপিয়ে রাতে ঘুমোনো খুব সহজ নয়, তাছাড়া বাড়ির কাজের লোকেদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। এইসব ভেবে মিঃ ড্যাভেনহাইম গিন্নীর কাছ থেকে আলাদা হলেন। দুজনে দুটো ঘরে থাকতে শুরু করলেন। আপনি নিজেও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারবেন বুয়েন্স এয়ার্স থেকে ফেরার পরে গত ছ'মাস যাবৎ ওঁরা স্বামী স্ত্রী আলাদা ঘরে রাত কাটাচ্ছেন। এই খবরটুকু জেনে আমি, আমার ধারণা

নিশ্চিত হলাম, বুঝলাম ঠিক পথেই এগোচ্ছি। তদন্তের বিবরণে বাগানের এক মালির বিবৃতি আছে—সে তার মনিবকে বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে যেতে দেখেছিল। লোকটির দেখায় কোনও ভুল ছিল না। আমাদের মহাপ্রভু চিঠি ডাকে ফেলার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর জলটুঙ্গিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেইখানে বিলি কেলেট নামে এক চোর ছ্যাঁচোরের যে পোষাক পরা স্বাভাবিক তাই গায়ে চাপিয়ে ছিলেন। তার আগে নিজের দামী পোষাক ফেলে দিয়েছিলেন লেকের জলে। তারপর কি হয়েছিল বুঝতেই পারছেন? ব্যবসায়ী মিঃ ড্যাভেনহাইম বিলি কেলেটের পরিচয় নতুন করে জন্ম নিলেন, লণ্ডনে পৌঁছে অনেক চেষ্টা করে শেষকালে হাতের হীরে বসানো সোনার আংটি বাঁধা রেখে কিছু টাকা জোগাড় করলেন, তারপর এক বেচারা পুলিশ কনেস্টবলকে আচ্ছা করে পেঁদিয়ে ধরা পড়লেন বো স্ট্রীট থানার হাজতে। বিলি কেলেট নামে ঠাঁই পেলেন তিনি, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

'অসম্ভব!' চাপা গলায় মন্তব্য করলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ, 'এ কখনও হতেই পারে না!'

'মহাপ্রভুর গিন্নী মিসেস ড্যাভেনহাইমকে খুব ভয় দেখিয়ে জেরা করুন।' পয়ারো মুচকি হাসল। 'তাহলেই বুঝবেন আপাত চক্ষে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়।'

জ্যাপের মুখে এবার আর কোনও কথা ফুটল না।

পরদিন সকালের ঘটনা, প্রাতঃরাশ খেতে বসেই চোখে পড়ল একটা মুখবন্ধ রেজেষ্ট্রী খাম পড়ে আছে পয়ারোর প্লেটের পাশে। আমি কোনও প্রশ্ন করার আগে পয়ারো নিজেই সেই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল। খামের ভেতরে চিঠিপত্র কিছু নেই, পড়ে আছে শুধু একটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট।

'দেখছো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?' হাতে ধরা নগদ পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানা ইশারায় দেখিয়ে পয়ারো বলল, 'দাদা তাঁর…কথা রেখেছেন। মনে পড়ে, মিঃ ড্যাভেনহাইমের কেস এই ঘরে বসে সমাধানের প্রসঙ্গে ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গে পাঁচ পাউণ্ড বাজি ধরেছিলাম?' সমাধান যা করার

গতকালই ত করলাম দেখলে তারপরে আজ যখন পাঁচ পাউণ্ড হাতে এল তখন এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বাজিতে আমিই জিতেছি। সাবধান ইন্সপেক্টর জ্যাপ, আপনার উন্নতি হোক! তাহলে সব পুলিশ অফিসারেরা একরকম নয়, কি বলো? কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই ঠিকানা নিয়ে এখন কি করব আমি? সবাই বলে, বাজির টাকা কখনও জমিয়ে রাখতে নেই। এসো এক কাজ করা যাক। দাদাকে খবর দাও. আজ রাতে আমরা তিন জনে একসঙ্গে বাইরে কোথাও ডিনার করব। টাকা সেখানেই খরচ করা যাবে। মনে হয় সেটাই ঠিক হবে। জ্যাপের মত এক মহাপ্রাণ কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ অফিসারের জন্য আমারও ত কিছু করা উচিত, তাই না? একবার ভেবে ছাখো। সোজা কাজ। এখন ভাবলে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। এবার জ্যাপের সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখুক আমি যেভাবে রহস্যের রমাধান করি তাকে বাচ্চা চুরি করার সঙ্গে কখনোই তুলনা দেয়া যায় না। ও কি, তুমি আবার ফিক ফিক করে হাসছো কেন বাপু, এমন কি খুশির জোয়ার উথলে উঠল তব পরাণে?'

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য চীফ ফ্ল্যাট

এ পর্যন্ত যেসব কেস আমি নথীবদ্ধ করেছি তা সে খুন বা ডাকাতি যাই হোক, দেখেছি মূল সত্য থেকে পয়ারো তার তদন্ত শুরু করেছে সেখান থেকে যুক্তিনিষ্ঠ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগোতে এগোতে এক সময় এসে পৌঁছেছে চরম সত্য উদ্‌ঘাটনের বিজয়ে। এবার যে কেসটি বিবৃত করব সেখানে সাধারণ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আপাত দৃষ্টিতে যা অকিঞ্চিৎকর ঠেকে এমন কিছু ঘটনা পয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যা ক্রমে একাধিক বিস্ময়কর কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, উদ্ভূত হয়েছিল কিছু অশুভ পরিস্থিতি এক অভাবনীয় রহস্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল।

পুরোনো বন্ধু জেরাল্ড পার্কারের বাড়িতে তারই সঙ্গে সেদিন সন্ধেটা কাটাচ্ছিলাম। আমরা দুজন ছাড়া কম করে অন্ততঃ আরও ছ'জন সেখানে ছিলেন, এবং কথায় কথায় এক সময় লণ্ডনে ভাড়া বাড়ি জোগাড় করার প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। ঠিক দালালি ব্যবসা না হলেও থাকার উপযোগী ঘরবাড়ি জোগাড় করে দেয়া পার্কারের এক বিশেষ কাজ বা নেশা। যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত সে কম করে ছখানা নানা ধরনের ফ্ল্যাটে আর বাড়িতেও থেকে এসেছে। কোথাও পছন্দসই জায়গা পেয়ে হয়ত থাকতে শুরু করল পার্কার, কিন্তু তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার বাড়ি খোঁজার দৌড়ে নেমে পড়ত সে নতুন করে কোমর বেঁধে। ভাড়ার পরিমাণ কিছু কম এমন ফ্ল্যাটের হদিশ পেলে পার্কার আর দেরী করত না, সামান্য পাঁচ দশ পাউণ্ড কম হলেও পুরোনো জায়গা ছেড়ে আবার নতুন বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে উঠে যেত সে। আমার এই পুরোনো বন্ধুটি দরাদরি করে বাড়ির ভাড়া নিজের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসত খুব সহজেই কারণ তার ব্যবসা বুদ্ধি ছিল প্রচুর, তবে দুদিন পরপর তেমন বাসস্থান পাল্টানোর মূলে তার তেমন কোনও ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না, এক ধরনের খেলা বা নেশার মতন

এই ব্যাপারটা তার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ আনাড়ী লোকেরা যেমন গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ওস্তাদ লোকেদের কথা শোনে সেইভাবে আমরা কিছুক্ষণ ধরে পার্কারের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলাম। এবার এল আমাদের পালা। কিন্তু সবাই একসঙ্গে কিছু বলতে গেলে যা হয় অর্থাৎ হৈ হট্টগোল অবস্থাটা ঠিক তাই দাঁড়াল। শেষকালে গোলমাল থামলে এক অল্পবয়সী সদ্যবিবাহিতা খুব রূপসী যুবতী মুখ খুললেন। তাঁর নাম মিসেস রবিনসন। ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই সেখানে এসেছিলেন। পার্কারের সঙ্গে মিসেস রবিনসনের আলাপ হয়েছে হালে তাই তার ওখানে এর আগে আমি ওঁদের দেখিনি।

'ফ্ল্যাটের কথায় মনে পড়ে গেল,' মিসেস রবিনসন বললেন, 'মিঃ পার্কার, আমরা অনেক চেষ্টা করে শেষকালে মণ্টেগু ম্যানসনকে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি, শোনেননি হয়ত? একরকম বরাতজোরে ওটা পেয়েছি বলা যায়।

'আমি ত আগেই বললাম', পার্কার জবাবে বলল, 'টাকা ছড়ালে ফ্ল্যাটের অভাব হয়না, কটা চাই আপনার?'

'তা ঠিক,' মিসেস রবিনসন জানালেন, 'কিন্তু আমরা যেটা পেয়েছি তার ভাড়া এত কম যে শুনলে বিশ্বাস হবে না—বছরে পড়ে মাত্র আশী পাউণ্ড।'

'কিন্তু—কিন্তু আপনি যে বাড়ির কথা বলেছেন সেই মণ্টেগু ম্যানসনস নাইটস। ব্রীজের ওপারে, তাই না?' পার্কার জানতে চাইল, 'সেই পেল্লায় বাড়িটাই ত, নাকি কাছাকাছি বস্তি এলাকায় ঐ নামের কোনও পুরণো সেকেলে বাড়ির কথা বলছেন

'না, বস্তি নয়', মিসেস রবিনসন হাত নেড়ে বললেন, 'এটা নাইসব্রীজের ওপারের সেই বিখ্যাত মণ্টেগু ম্যানসনস আর ব্রীজের ওপারে বলেই বাড়িটাকে এত চমৎকার দেখায়।'

'কি বললেন, চমৎকার, তাই না?' পার্কার বলল,

'চমৎকার, সুন্দর', এইসব শব্দগুলো মানুষের মনে কি অদ্ভুত অলৌকিক প্রভাব খাটাতে পারে তা এককথায় বলে শেষ করা যায় না। 'তা আপনার সস্তা ফ্ল্যাটের জন্য নিশ্চয়ই সেটা টাকা আগাম বা দস্তুরী দিতে হয়েছে?'

'মোটেও না,' হাত নেড়ে মিসেস রবিনসন জানালেন, 'একটি পয়সাও আমাদের আগাম বা দস্তুরী দিতে হয়নি।'

'আগাম দিতে হয়নি? পার্কারবলল, 'আমার কথা শুনে আমার মাথাটা সত্যিই একপাক ঘুরে উঠল, বিশ্বাস করুন, আপনার মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই হয়ত বাড়িওয়ালা আগাম চায়নি, আপনার রূপ দেখেই বেচারার মন ভরে গিয়েছিল। পুরুষোচিত কাজ ঠিকই, কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতরে যেসব আসবাব ছিল সেগুলো আমাদের কিনতে হয়েছে,' মিসেস রবিনসন বললেন।

'তাই বলুন,' পার্কার মুচকি হাসল, 'একটু খুঁত কোথাও না কোথাও ঠিকই ছিল তাই এত খাতির করে আগে বধ করেছেন।'

'তাও দাম এমন কিছু বেশী পড়েনি,' জানেন মিসেস রবিনসন বললেন, 'মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড!' আর ফ্ল্যাটের ভেতরটা কি চমৎকার সাজানো গোছানো। আসবাবগুলো পুরাণো হলেও এত সুন্দর যা বলে বোঝানো যায় না।'

'আমার আর কিছু বলার নেই,' পার্কার বলল, 'ধরে নিচ্ছি যে এখন ঐ ফ্ল্যাটে যারা আছে তারা এমন একজাতের পাগল পরোপকার করাই যাদের নেশা।'

পার্কারের কথা শুনে মিসেস রবিনসন ভুরু কোঁচকালেন, ইতস্তত করে বললেন, 'তাহলে আপনার মতে ফ্ল্যাটের ভাড়া এত কম হওয়া অস্বাভাবিক, কেমন? জায়গাটা ভুতুড়ে নাকি?'

'ভুতুড়ে বাড়ির কথা জানি,' পার্কার জবাব দিল, 'কিন্তু ভুতুড়ে ফ্ল্যাটের কথা কখনও শুনিনি।'

'না, ঠিক তা না,' মিসেস রবিনসন বললেন, 'তবে এমনকিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলো আমার কাছে ইয়ে কি বলে—খুবই অদ্ভুত ঠেকছে।'

'কি রকম অদ্ভুত,' আমি এবার মুখ খুললাম, 'দু-একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই ত,' পার্কার ইশারায় আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আপনার কথা শুনে আমার গোয়েন্দা বন্ধু নড়ে চড়ে বসেছেন! মিসেস রবিনসন, সংক্ষেপে শুধু জেনে রাখুন ইনি ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আমার পুরাণো বন্ধু। গোয়েন্দা হিসেবে নামডাক কুড়োচ্ছেন, আপনি ওঁর কাছে স্বচ্ছন্দে ঝেড়ে কশতে পারেন। রহস্য সমাধানে হেস্টিংসের জুড়ি নেই।'

'তা, বেশ ত, শুনুন তাহলে, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' মিসেস রবিনসন এবার আমার দিকে তাকালেন, 'যে দালালদের ধরে আমরা এই ফ্ল্যাট পেয়েছি তাদের নাম 'স্টোসার অ্যাণ্ড পল্।' ওদের হাতে শুধু সে মেফেয়ারের ছাড়া অন্য কোনও ফ্ল্যাট ছিল না। ঐসব ফ্ল্যাটের কি ভাড়া তা ত জানেন? তবু শেষকালে চেষ্টা করতে দোষ কি ভেবে আমরা ওদের অফিসে গেলাম। গোড়ায় যেসব ফ্ল্যাটের খোঁজ ওরা দিল তাদের একেকটার ভাড়া কম করে চারশো নয়ত পাঁচশো পাউণ্ড, আবার কম ভাড়ায় ফ্ল্যাটে প্রচুর টাকা আগাম দিতে হবে। দরে পোষাবে না ভেবে আমরা চলে আসব ঠিক সেই সময় ওরা জানাল বছরে মাত্র আশী পাউণ্ড ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট কিন্তু আমরা কম ভাড়া শুনে কৌতূহল দেখাতেই ওরা যা বলল তার অর্থ কম ভাড়ার ঐ ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে কি না সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ কি আমরা জানতে চাইলাম, উত্তরে ওরা জানালেন, এর আগে আরও বহু লোককে তারা ঐ ফ্ল্যাটের খোঁজ খবর দিয়েছে, কাজেই তাদের মধ্যে কেউ যে ওটা ইতিমধ্যেই ভাড়া নিয়ে বসেনি তা কে বলতে পারে। ওখানে যে বুড়ো কেরানী আছেন তাঁর মুখ থেকেই এসব শুনলাম, এও জানলাম যে বাড়ি বা ফ্ল্যাট পাবার পরে নতুন ভাড়াটারা কেউ তাঁদের কাছে আসেন নি, তবু তাঁরা ঐ ফ্ল্যাট দেখতে বহুবার লোক পাঠিয়েছেন, একন তাঁরা ক্লান্ত, তাই নতুন করে আর কাউকে সেখানে চাইছেন না।'

এত গুলো কথা এক সঙ্গে বলে মিসেস রবিনসন কয়েক মুহূর্ত থেমে দম নিলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

'কিন্তু বুড়ো কেরানীর এসব গালগল্পে ভোলার মত পাত্রী আমি নই, ভাড়া নিই বা না নিই দেখতে ক্ষতি কি এই বলে ঠিকানাটা ওঁর কাছ থেকে

জোগাড় করে নিলাম, বাইরে এসেই ট্যাক্সি চেপে সোজা হাজির হলাম ঐ ঐ মণ্টেগু ম্যানসানে। যে ফ্ল্যাট দেখতে যাচ্ছি সেটা পাঁচতলায় তাই আমরা দুজনে এসে দাঁড়ালাম লিফটের সামনে। মিনিট পাঁচেক বাদে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল জোরগলায়, পাশ ফিরে তাকাতেই পুরোনো এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হল, নাম এলসি ফার্গুসন, ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছে সে। এলসি আমায় দেখেই বলে উঠল, 'যাক, জীবনে অন্ততঃ একবার তোমার আগে একটা কাজ সেরে ফেললাম।' কতনম্বর ফ্ল্যাট দেখতে এসেছিস, বল?' চার নম্বরের কথা শুনেই বলল, 'বড্ড দেরী করে ফেলেছিস রে,' এলসি বলল, 'ওটা আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।' এলসির কথা শুনেই আমি চুপসে গেলুম কিন্তু জন অর্থাৎ আমার স্বামী উৎসাহ দিতে আমায় বলল যে এতে মুষড়ে পড়ার কিছু নেই, তেমন হলে আগাম দিয়ে অন্য কোথাও ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া যাবে। তাছাড়া ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়া যখন খুব কম তখন কিছু টাকা ধরে দিলে এখন যারা ওখানে আছে তারা নিশ্চয়ই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে। জনের ঐ প্রস্তাব আমি মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না, কারণ প্রচুর প্রচুর টাকাকড়ি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধরে দিলেও কাজটা খুব লজ্জার। তবে লণ্ডণের মত জায়গায় বাড়ি খুঁজে বের করা কি সাংঘাতিক ব্যাপার তা আশা করি জানেন।'

তাই মা আর আমি শেষকালে লিফটে চড়ে ওপরে উঠলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওপরে উঠে দেখি পাঁচতলার চারনম্বর ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে, শুধু একজন কাজের মেয়ে ছাড়া ভেতরে আর আর কেউ নেই। বাড়ির মালিক এক মহিলা, ফ্ল্যাট দেখে পছন্দ হয়েছে জেনে সে আমাদের নিয়ে এল তাঁর কাছে। ফ্ল্যাটের যাবতীয়আসবাবের দাম বাবদ নগদ পঞ্চাশ পাউণ্ড ধরে নিয়ে আমরা তখনই দখল নিলাম। পরদিন আবার আমাদের যেতে হল ঐ বাড়িতে দরকারী দলিলপত্র নিতে আর সেই হিসেবে আগামীকাল আমরা দুজনে সেই ফ্ল্যাটে ঢুকছি।' মিসেস রবিনসনের গলায় এমন ভাব ফুটে বেরোল যেন বিশ্বজয় করেছেন।

'তাহলে ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে যে পুরোনো বান্ধবীর সঙ্গে মিসেস

রবিনসনের দেখা হল সেই এলসি ফার্গুসন. যা বললেন তা কি মিছেকথা ?
পার্কার জানতে চাইল, তোমার অভিমত কি শুনি, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ?'

'খুব সাধারণ ব্যাপার পার্কার,' আমি জবাব দিলাম, 'ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই অন্য কোনও ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিলেন।'

'বাঃ, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' মিসেস রবিনসন আমার দিকে তাকিয়ে প্রশংসা মেশানো গলায় বললেন, 'কি অদ্ভূত বুদ্ধিমান লোক আপনি ?'

আহা, ঠিক এই সময় যদি পয়ারো এখানে থাকত, সুন্দরী মহিলা আমার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করছেন এটা যদিই মুহূর্তে নিজের কানে শুনত সে। একেকসময় সে যে আমার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

জেরাল্ড পার্কারের বাড়িতে সেদিন মিসেস রবিনসনের মুখ থেকে শোনা ঘটনাটা বেশ মজার বলে মনে হয়েছিল, পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ খেতে বসে এমনভাবে পয়রোর কানে তা তুললাম যেন সত্যিই তা এক জটিল সমস্যা। পয়ারো কিন্তু পুরো ঘটনাটা মন দিয়া শুনল, তারপর লণ্ডনের বিভিন্ন এলাকায় ফ্ল্যাটের ভাড়া কেমন তাই নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করল।

'সত্যিই ব্যাপারটা কৌতূহলজনক,' পয়ারো গম্ভীর গলায় বলল, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আমি কাছাকাছি একটু ঘুরে আসছি ভাই, মাপ করো তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না বলে।' পয়ারো ফিরে এল প্রায় এক ঘণ্টা পরে, লক্ষ্য করলাম তার দুচোখের চাউনী অদ্ভুত উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হাতের ছড়িটা টেবিলে রেখে সযত্নে বহু পরিচিত ভঙ্গিতে মাথার টুপির কানাতের আঁশগুলো মুছে নিয়ে মুখ খুলল।

'এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তেমন জরুরী কোনও কাজ যখন নেই, তখন তোমার ঐ ব্যাপারটা নিয়ে চলো তদন্ত শুরু করা যাক।'

'আমার কোন ব্যাপারটার কথা বলছ বলো ত ?' আমি জানতে চাইলাম।

'ঐ যে তখন বলছিলে তোমার বান্ধবী মিসেস রবিনসনের নতুন ফ্ল্যাট

যার ভাড়া তোমাদের মতে জলের দরের সমান।'

'পয়ারো' গম্ভীর গলায় বললাম, 'তুমি এটাকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছ!'

'ভুল করছ বন্ধু,' পয়ারো বলল, 'আমি খুবই সিরিয়াস। তুমি নিজেই একবার ভেবে ছাখো, আজকের দিনে ঐ রকম যে কোন একটি ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া হওয়া উচিত কমকরে সাড়ে তিনশো পাউণ্ড, কি বলো? ঐ মণ্টেগু ম্যানসনসে যারা ভাড়াটে ঢোকায় সেই দালালদের সঙ্গে একটু আগে আলোচনা করেই কথাটা বললাম তোমায়। অথচ তা সত্ত্বেও এমন একটি ফ্ল্যাট বছরে মাত্র আশী পাউণ্ডের বিনিময়ে মিসেস রবিনসন দিব্যি পেয়ে গেলেন। কেন? ভাড়া এত কম হবার পেছনে কি কারণ?'

'হয়ত ঐ ফ্ল্যাটটা স্থবিধের নয়,' আমি বললাম, 'মিসেস রবিনসন যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাতে সেটাই ঠিক, ফ্ল্যাটটা ভুতুড়ে।'

কিন্তু আমার যুক্তি পয়ারো যে আদৌ মানতে পারেনি সেটা তার মাথা নাড়া দেখেই বুঝলাম।

এদিকে তোমার বান্ধবীর বান্ধবী নিজে মুখে জানালেন যে ঐ ফ্ল্যাটে ভাড়াটে আছে,' পয়ারো বলল, 'অথচ তারপরেও ওপরে উঠে তোমার বান্ধবী দেখলেন ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে, ভাড়া হয়নি। এই ব্যাপারটাও কি তোমার মতে অদ্ভুত ও কৌতূহলজনক নয়!'

'মিসেস রবিনসনের বান্ধবী যে অন্য কোনও ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিলেন এ বিষয়ে তুমি আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবে,' আমি জানালাম, 'এটাই ত একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান।'

'তোমার এই বক্তব্য ঠিক হতেও পারে আবার নাও হতে পারে হেস্টিংস,' পয়ারো বলল, 'তবে এটা সত্যি যে আরও অনেকে ভাড়া নেবার জন্য ঐ ফ্ল্যাট দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু এত কম ভাড়া সত্ত্বেও তারা কেউ ঐ ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়নি। মিসেস রবিনসনের যখন দরকার পড়ল তখনও পর্যন্ত ঐ ফ্ল্যাট খালি পড়েছিল।'

'তাতে এটা কী প্রমাণ হয় যে ঐ ফ্ল্যাটে কোনও গোলমাল আছে।'

'কিন্তু মিসেস রবিনসনের চোখে কোনও গোলমাল ধরা পড়েনি কিন্তু,

পয়ারো বলল, ফ্ল্যাটের দরজা, জানালা, ছিটকিনি আসবাব সবই বজায় কিছুই খোলায় যায়নি, খারাপও হয়নি। এটাও কি তোমার চোখে অদ্ভুত ঠেকছে না? আচ্ছা, হেস্টিংস সত্যি কথা বলোত, মহিলাকে দেখে, ওঁর কথা শুনে কি তোমার মনে হয়েছে যে উনি যা কিছু বলেছেন সৎ নির্ভেজাল সত্যি?'

'পয়ারো' আমি বললাম, 'গতকালই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তার আগে কখনও ওঁকে দেখিনি। আমার মতে, তিনি প্রাণোচ্ছল এক মানবী।'

'থাক, থাক, আর কবিত্ব ফলাতে হবে না,' পয়ারো হাত নেড়ে আমায় মাঝপথে থামিয়ে দিল, 'বুঝতে পেরেছি, পয়লা দিনে আলাপেই মহিলা তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমি যে প্রশ্ন করলাম তার উত্তর কিন্তু তুমি দিতে পারোনি মহিলার অসামান্য রূপ আর চটক এমন প্রভাব ফেলেছে তোমার ওপর। যাক, ওর রূপের বর্ণনাই একবার করো শুনি, দেখি উনি কোথাকার ডাকসাইটে সুন্দরী!

তিনি যে পূর্ণযুবতী তা আগেই বলেছি তোমায়।'

আমি বললাম, 'লম্বা এবং সুন্দরী, মাথার চুল অদ্ভুত লালচে সোনালী—

'আহা এ আর নতুন কি,' পয়ারো মুখটিপে হাসল, 'বরাবর দেখে আসছি লালচে সোনালী চুলের মেয়েদের ওপর তোমার এক বিশেষ দুর্বলতা আছে, কেন, কে জানে! যাক···তুমি থেমো না রূপের বর্ণনা চালিয়ে যাও।'

'মহিলার গায়ের চামড়া অদ্ভুত ফর্সা, যাকে বলে ধপধপে সাদা। গভীর অতলান্ত মহাসাগরের জলের সবটুকু নীলিমা উপছে পড়ছে তাঁর নীল দুটি চোখ থেকে। এইটুকুই বলার মত আর কিছু নেই।'

'ব্যস্?' ফিক করে হাসল, 'এখানেই থেমে গেলে চাঁদু? যাক এবার মহিলার স্বামীর রূপের বর্ণনা একবার সোনাও দেখি।'

'ওঁকেও দেখতে ভাল—তবে অসাধারণ রূপবাণ বলতে যা বোঝায় তা নয়।'

'তামাটে, না ধপধপে ফর্সা?'

'ঠিক মনে পড়ছে না, 'আমি বললাম, 'দুটো মাঝামাঝি ধরে নাও,

মুখখানাও খুব সাধারণ।'

'হুঁম্,' পয়ারো ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'এরকম বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ দেখতে পুরুষ হাজারে হাজারে পাবে তুমি এবং যাইহোক পুরুষের তুলনায় নারীর রূপ বর্ণনায় তোমার সমঝদারী সহানুভূতি তুটোই বেশী কাজ করে। এবার বলো ত, এই মহিলা আর তাঁর স্বামী সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছো তুমি? তোমার বন্ধু পার্কার কি ওদের ভালভাবে চেনে?'

'আমার মনে হয় পার্কারের সঙ্গে ওদের হালে পরিচয় হয়েছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু পয়ারো তুমি কি একবারের জন্যও ওদের তুজ'নকে—'

'আহা, তুমি শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ো না, হেস্টিংস,' পয়ারো হাত তুলে আমায় শান্ত করল। আমি কি একবারের জন্যও তোমাকে এর সঙ্গে জড়িয়েছি, না সন্দেহ করেছি? ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং সেইকারণেই কৌতূহলজনক, এর বেশী এইমুহূর্তে কোনভাবেই আলোকপাত করা যাচ্ছে না। আচ্ছা হেস্টিংস, মহিলার নামটা কি তোমার মনে আছে?'

'স্টেলা না,' একটু গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না—'

আমি কথা শেষ করার আগেই পয়ারো এমন হাসল যার ফলে আমি মাঝখানে থেমে গেলাম।

'স্টেলা মানে, তারকা, তাই না? বিখ্যাত ত?'

'তার মানে—?'

'এবং তারকা অর্থাৎ তারার কাজ হল আলোক বিকিরণ করা। কেমন! শান্ত হও, হেস্টিংস, এর সঙ্গে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কোনও কারণ দেখছি না। চলো ত, তুজনে একবার মণ্টেগু ম্যানসানসে যাই। কিছু করা দরকার।'

কোনও প্রতিবাদ না করে পয়ারোর সঙ্গে, বেরিয়ে পড়লাম। মণ্টেগু ম্যানসানস বাড়িখানা দেখতে যেমন পেল্লাই তেমনি ঝকঝকে তার আগাপাস্তালা। সদর দরজায় উর্দি পরা আর্দালি গোছের একটি লোক বসে রোদ পোহাচ্ছিল, পয়ারো তাকে প্রশ্ন করল।

'আচ্ছা, মিঃ রবিনসন আর তাঁর স্ত্রী কি এখানে থাকেন ?'

যাকে প্রশ্ন করা সে একবারও মুখ তুলে তাকাল না, সন্দেহ মেটানো গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল।

'তেতলা চার নম্বর ফ্ল্যাট।'

'অশেষ ধন্যবাদ,' পয়ারো বলল, 'আচ্ছা, ওঁরা এখানে কতদিন আছেন বলতে পারো ?'

'ছু' মাস।

কি বলছে লোকটা ? আড়চোখে তাকিয়ে দেখি পয়ারো ঠোঁটে ফুটে উঠেছে বজ্জাতি হাসি।

'হতেই পারে না।' আর্দালি গোছের লোকটাকে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই ভুল বলছ।'

'বললাম ত ঠিক ছ'মাস,' লোকটা এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল।

'কাদের কথা বলছি বুঝেছো ?' আমি আবার চেষ্টা করলাম, 'ভদ্রমহিলা দেখতে বেশ লম্বা। মাথার চুলের রং লালচে সোনালী।'

'হ্যাঁ রে বাবা ' লোকটা একই ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'আবারও বলছি ওঁরা ঠিক ছমাস হল এখানে এসেছেন।' কথা শেষ করে লোকটা আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

কি গো ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ?' কানে জ্বলুনি ধরানো গলায় পয়ারো বলল, 'আমার ওপর তখন খুব রেগে গিয়েছিলে কিন্তু পরমা সুন্দরী আর প্রানোচ্ছল মহিলারা সবাই যে সত্যি বলেন না তা এবার নিজেই দেখলে ত ?'

পয়ারো রউস্কানির জবাব দিলাম না। পরমুহূর্তে পয়ারো আমাকে কিছু না বলে ক্রম্পটন রোডে গাড়ি ঢোকাল, ও কি করতে চায় কোথায় যেতে চায় কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না।

'চলো হেস্টিংস,' পয়ারো এবার নিজেই মুখ খুলল, 'বাড়ির দালালদের কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। সত্যি বলছি ভাই, ঐ মণ্টেগু ম্যানসানস বাড়িখানা আমার বড্ড ভাল লেগেছে। ওখানে থাকার মত একটা ফ্ল্যাট

আমার চাই। আমার ধারণা যদি ঠি
কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু অদ্ভুত
ঘটবে।'

আমাদের কপাল ভাল বলতে হবে।
যেন আমাদের দখল নেবার জন্যই খালি প
দশ গিনি, পয়ারো মাত্র এক মাসের জন্য
জায়গা থাকতে এত খরচ করে আরেকটা
একথা বলে আমি তাকে বোঝাবার অনেক
জেদ মাথায় চাপলে পয়ারোকে ঠেকাবার এমন
বেরিয়ে পয়ারো চাপা গলায় বলল, 'আঃ, ক্যাপ্টেন
রোজগার করছি, তাহলে এক আধটা সাধ আহ্লাদ মেটাতে
পারো? যাক, হেস্টিংস, তোমার রিভলভার আছে?'

'তা আছে,' পয়ারোর প্রশ্নে এবার চাপা উত্তেজনা অনুভব

'কিন্তু কেন? তোমার কি মনে হচ্ছে—'

য়লা তোলা কাঠের ঝুড়িতে চেপে
র জায়গা করে নিলাম।
ত যাচ্ছি?' আমার নিজের গলা
।
য়ারোর কথা আর গলা শুনে
চড়ে উঠলাম, ঝুড়ি লিফট
ড় এসে নামল তেতলার
ক নেমে পয়ারো যে
বলল, 'দেখেছো
দরজার পাল্লা
এই ফ্ল্যাটে
ন হল

'রিভলভার কাজে লাগবে কি না? হয়ত কাজে লাগতে পারে। এই ত গোমড়া মুখে বেশ হাসি ফুটেছে দেখছি। অ্যাডভেঞ্চার আর রোম্যান্সের গল্প বলেই তোমার চেহারা পাল্টে যায় বরাবর একই রকম রয়ে গেলে তুমি।'

পরদিনই আমরা একমাসের জন্য নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। ফ্ল্যাটের আসবাবপত্রের অভাব নেই, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পয়ারোর মুখ থেকেই জানলাম আমরা যেখানে আছি ঠিক তার দুটো তলা নীচেই আছেন মিসেস রবিনসন আর তাঁর স্বামী।

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পরদিন ছিল রবিবার, ছুটির দিন। বিকেলের দিকে পয়ারো সদর দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নীচের তলায় কোথাও একটা জোরালো আওয়াজ হতেই সে হাত নেড়ে আমায় ডাকল, বাইরের বারান্দায় যেতেই পয়ারো বলল, 'সিঁড়ির রেলিং দিয়ে নীচে তেতলার দিকে তাকাও, দ্যাখো, যাদের কথা বলেছিলে, এরা কি সেই লোক? অত

ঝুঁকো না, ওরা যেন তোমায় দেখতে না পায়।'

পিছিয়ে লাগোয়া রেলিংয়ে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দেখলাম, চাপা গলায় জানালাম,

'হ্যাঁ' এরাই।'

'চমৎকার, এবার একটু অপেক্ষা করা যাক তাহলে।'

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে সেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে অল্পবয়সী এক যুবতী ঝকঝকে রঙদার পোষাক পরে বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে পয়ারো স্বস্তির শ্বাস ফেলল, পা টিপে টিপে আবার নিজেদের আস্তানায় ঢুকল সে, আমিও তার পেছন পেছন ফিরে এলাম।

'যাক বাবা। এতক্ষণ ধরে এই সময়টুকুর অপেক্ষাতেই ছিলাম,' পয়ারো আপন মনে বলে উঠল, 'আগে কত্তা গিন্নী বেড়াতে বেরোলেন, তারপর বেরোল বাড়ির ঝি। তার মানে ঐ ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে কেউ নেই, এটাই দাঁড়াচ্ছে।'

'তার মানে?' পয়ারোর মন্তব্যের মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম, 'কি করতে চলেছো তুমি?'

পয়ারো আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে আমায় টানতে টানতে নিয়ে এল রান্নাঘরের পেছনে কয়লার গুদাম ঘরে। এই ঘরের মেঝের একটা অংশ ফাঁকা। কয়লা বা কাঠের ঝুড়ি দড়িতে ঝুলিয়ে একতলা থেকে এইখানে ওপরে টেনে তোলা হয়—এই বাড়ির প্রত্যেক ফ্ল্যাটে এই সাবেকি ব্যবস্থা বজায় আছে।

'এবার অবশ্য আমার উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পেরেছো,' কয়লার ফাঁকা ঝুড়ি ইশারায় দেখিয়ে পয়ারো হাসি খুশি গলায় বলল, এই ঝুড়ি চেপে আমরা এখন তেতলায় তোমার বান্ধবীর ফ্ল্যাটে ঢুকব, কেউ আমাদের দেখতেও পাবে না। রোববারের কনসার্ট, বিকেলের আড্ডার বৈঠক, তার ওপর ইংল্যাণ্ডের বাবু বিবিরা রোববারের খাওয়াদাওয়ার পরে যে ঘুমিয়ে নেবার রীতিতে অভ্যস্ত তাতেই ব্যস্ত থাকবে সবাই, এরকিউল পয়ারো কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। চলো

এসো, দোস্ত।'

কথা শেষ করে পয়ারো সত্যিই কয়লা তোলা কাঠের ঝুড়িতে চেপে বসল, আমিও সেই ঝুড়ির এক কোণে নিজের জায়গা করে নিলাম।

'আমরা কি ওই সেই ফ্ল্যাটে চুরি করতে যাচ্ছি?' আমার নিজের গলা আমার নিজের কানে কেমন সন্দেহজনক ঠেকল।

'সে আজকে নয়, সে আজকে নয়.' পয়ারোর কথা আর গলা শুনে বুঝতে পারলাম না তার উদ্দেশ্য কি?

দড়ি ধরে উল্টোদিকে টানতে আমরা নড়ে চড়ে উঠলাম, ঝুড়ি লিফট নামতে লাগল নীচের দিকে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঝুড়ি এসে নামল তেতলার নির্দিষ্ট সেই ফ্ল্যাটের কয়লার গুদাম ঘরে। ঝুড়ি থেকে নেমে পয়ারো যে আমরা এলাম সেখানকার দরজার খোলা পাল্লা দেখিয়ে বলল, 'দেখেছো হেস্টিংস? আমি ঠিক এটাই আশা করেছিলাম। এই দরজার পাল্লা তোমার বান্ধবী দিনের বেলা মোটেই বন্ধ রাখেন না, যার ফলে এই ফ্ল্যাটে এসে ঢোকা বাইরের যে কোন লোকের পক্ষে খুব সহজ হয় যেমন হল আমাদের বেলায়। রাতের বেলা। হ্যাঁ—বার বার না হলেও আমরা আরও কয়েকবার অবশ্যই এই পথে এখানে হানা দেব।'

পয়ারো কি বলছে, কি করতে চলেছে তার কিছুই বুঝতে না পেরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা শেষ করে এবার পয়ারো পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো যন্ত্র বের করল, তারপর নিপুণ হাতে কাজে লেগে গেল। ওপরে ছাতের যে খোলা অংশ দিয়ে কয়লার ঝুড়ি নামে সেখানকার দরজার পাল্লায় লাগানো ছিটকিনিটা খুলে ফেলল সে চোখের নিমেষে তারপর ঝুড়িতে চেপে ওপরে উঠে উল্টোদিকে আবার তা এমনভাবে এঁটে দিল যাতে ওটা শু বাইরে থেকে খোলা যাবে। বলতে বাধা নেই একজন দক্ষ সিঁধেল চোরের মত পুরো কাজটা তিন মিনিটের ভেতর সেরে ফেলল পয়ারো। এরপর যন্ত্রপাতি সব পকেটে পুরে আগের মত আমার সঙ্গে নিয়ে আবার ঝুড়ি লিফটে চেপে বসল সে নিজেদের কাজের সামান্য চিহ্নটুকুও না রেখে আমরা আমাদের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম কয়লার গুদাম ঘরের ভেতর দিয়ে।

সোমবার পুরো দিনটা পয়ারো বাইরে ঘুরে ঘুরে কাটাল, সন্ধের পরে পরে ফিরে এসে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে এমন ভাবে শ্বাস ফেললো যা দেখে বুঝলাম ওর কাজ মিটেছে।

'হেস্টিংস' কোনও প্রশ্ন করার আগে পয়ারো নিজেই মুখ খুলল,

'কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নতুন করে বলছি, অনুগ্রহ করে মন দিয়া শোন। আমি যা শোনাব তা তোমার হৃদয়ের সুপ্ত আবেগ জাগিয়ে তুলবে তাছাড়া তোমার প্রিয় সিনেমার কথাও হয়, মনে পড়বে।'

'বলে যাও,' হেসে বললাম, 'তবে আশা করছি যা বলবে তা সত্যকাহিনী, মনগড়া গল্পো নয়।'

'আমি তোমায় যা বলব তা নির্ভেজাল সত্যকাহিনী,' পয়ারো বলল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপ নিজে তার সাক্ষী, কারণ ওঁর অফিস থেকেই ঘটনাটা আমার কানে এসেছে। যাক, এবার কাজের কথায় আসছি। আজ থেকে প্রায় ছ'মাস আগে আমেরিকান সরকারি দপ্তর থেকে নৌবাহিনীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ চুরি হয়, তার মধ্যে বন্দরে প্রতিরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে যে কোন বিদেশী সরকারের কাছে যার দাম অনেক, যেমন ধরা যাক জাপান। গোড়ায় লুইগি ভ্যালভার্গো নামে এক ইটালিয়ান যুবকের ওপর আবার সন্দেহ গিয়ে পড়ে ঐ সরকারী দপ্তরেই খুব সাধারণ একটা চাকরা করত সে এবং কাগজগুলো যখন চুরি হয় সেই সময় ও বেপাত্তা হয়েছিল। লুইগি ভ্যালভার্গো আসল চোর হোক বা না হোক, ঘটনার দুদিন বাদে নিউইয়র্কের পূর্বদিকে তার গুলিবেঁধা লাশ পুলিশ খুঁজে পায়। তবে হারানো কাগজপত্র তার কাছে ছিল না। পুলিশী তদন্তে জানা যায় নিহত লুইগি ভ্যালভার্গো বেশ কিছুদিন ধরে মিস এলসা হাউট্ নামে এক যুবতীর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এলসা নামে এই মেয়েটিকে আগে কেউ দেখেনি হঠাৎই সে কোথা থেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। এলসা কনসার্টে গাইত, ওয়াশিংটনে সম্পর্কে ভাই হয় এমন এক যুবকের এ্যাপার্টমেণ্টে থাকত সে। এলসা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায় সে আসলে এক কুখ্যাত আন্তর্জাতিক

গুপ্তচর যে এর আগে একেক সময় একেক ছদ্ম পরিচয়ে একাধিক ভয়ানক কাজ ও অন্তর্ঘাত সমাধা করেছে। এলসার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার সময় ওয়াশিংটনে থাকেন এমন কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোকের ওপরেও নজর রেখেছিল, যারা সবাই সাধারণ স্তরের মানুষ, বিখ্যাত নন। এলিসা তার নিজের গতিবিধি ঢাকতে গিয়ে ঐ সব সন্দেহভাজন জাপানীদের কারও না কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে এ বিষয়ে পুলিশের নিঃসন্দেহের অবকাশ ছিল না। আজ থেকে দিন পনেরো আগে তাঁদের একজন হঠাৎ ইংল্যাণ্ডের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। অতএব এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ নিশ্চিত যে এলসা হার্টট্ আপাততঃ ইংল্যাণ্ডেই আছে। কয়েক মুহূর্ত থামল পয়ারো তারপর শব্দ পাল্টে খুব নরম গলায় বলল, 'পুলিশের কাছ থেকে এলসার চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি তা এরকম : লম্বা প্রায় ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, চামড়ার রং ধপধপে ফর্সা, খাড়া টিকালো নাক, নীল চোখ, আর চুলের রং লালচে সোনালী।'

'মিসেস রবিনসন!' চুপসে যাওয়া বেলুনের মত কোনরকমে বললাম, 'এই চেহারার বর্ণনা সেই সুন্দরীর তাতে কোনও সন্দেহ নেই!'

'যে ভাবেই হোক তেমন একটা সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে,' পয়ারো এমনভাবে কথাটা বলল যেন আমার মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই, মানুষের মত মানুষ দেখতে এত হামেশাই ঘটতে দেখা যায়। তবে এও জেনেছি যে গায়ের রং কালচে তামাটে। লেঁদানাক এমন এক বিদেশী ভদ্রলোক আজ সকালেই তেতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন একতলার আর্দালির কাছে। অতএব বুঝতেই পারছো ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আজ রাতের বেলা আর আরাম করে তোমার ঘুমোলে চলবে না, আমি আজ সারা রাত জেগে থেকে নীচে তেতলার অভাবনীয় সস্তা ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখব, আর রিভলভারে গুলি ভরে তোমাকেও আমার সঙ্গে আজ রাত জাগতে হবে।'

এ আর বলতে,' উৎসাহ আর উত্তেজনা চাপতে না পেরে বললাম, তাহলে ক'টা নাগাদ আমরা শুরু করব?'

'তা রাত বারোটার আগে ত কোনমতেই নয়,' পয়ারো জানাল, আমার মতে সেটাই হবে কাজে বসার উপযুক্ত আর পবিত্র সময়, তার আগে কিছু ঘটবে বলে ত মনে হচ্ছে না।'

ডিনার সেরে আমার সামরিক জীবনের পুরোনো রিভলভারে গুলী ভরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম! ঠিক রাত বারোটায় পয়ারো আর আমি আবার পা টিপে টিপে এসে হাজির হলাম আমাদের রান্নাঘরের পেছনে গুদামঘরে, আগের দিনের মতই কয়লা তোলার ঝুড়ি লিফটে চেপে তেতলায় নেমে এলাম। গুদাম থেকে বেরিয়ে বেড়ালের চেয়েও সতর্কভাবে পা টিপে টিপে দুজনে এসে দাঁড়ালাম তেতলার রান্নাঘরে, পয়ারো নিজে একটা চেয়ারে বসল, আমি বসলাম তার পাশে আরেকটা চেয়ারে। আমাদের সামনে রান্নাঘরে ঢোকার দরজা খোলা, যে কেউ এই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।

'তোমার হাতিয়ার সঙ্গে এনেছো ত, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ?'

পয়ারো আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, 'তৈরী থেকো, ওটা কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তার আগে আপাততঃ অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।' কথা শেষ করে চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজল সে। পয়ারো যে মোটেই ঝিমোচ্ছে না তা আমার চাইতে ভাল কেউ জানে না, কিন্তু ঐভাবে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে আমার কেমন ঘুম ঘুম পেতে লাগল। কিন্তু চোরের বাড়িতে সিঁদ কেটে চোর ধরতে ঢুকে ঘুমোব কি করে, তাই একরাশ চাপা উত্তেজনার ভেতর আমি দুচোখ খুলে ঠায় জেগে বসে রইলাম। মনে হচ্ছে আট দশঘণ্টা ঐভাবে কেটে তো যাচ্ছে, কিন্তু আসলে কেটেছে মাত্র একঘণ্টা কুড়ি মিনিট, তারপরই কিছু একটা আঁচড়ানোর ফিকে হালকা আওয়াজ কানে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে পয়ারোর হাতের ছোঁয়া পেয়ে নড়েচড়ে বসলাম, আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম সে ইশারায় আমাকে উঠতে বলছে। পয়ারোকে এইমুহূর্তে একজন সেনাপতির মত লাগছে, যেন এক বিরাট যুদ্ধে যাত্রার মুখোমুখি হয়েছে সে আমাকে নিয়ে যেখানে কোনও শব্দ করা চলবে না, নির্দেশ দিতে হবে

ইশারায় আকারে ইঙ্গিতে। সামরিক জীবনে একাধিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলো এই মুহূর্তে আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমার কাছে, চেয়ার ছেড়ে উঠে তার পেছন পেছন পা টিপে টিপে এগোলাম হলঘরের দিকে খানিক আগে যে আঁচড়ানোর শব্দটা হচ্ছিল সেটা ওদিক থেকেই আসছে। মুহূর্তের জন্য থামল পয়ারো', আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে চাপাগলায় বলল, 'সদর দরজার ওপাশ থেকে কেউ তালা ভাঙ্গছে। হুঁসিয়ার হেস্টিংস, আমি বললেই পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, লোকটাকে জাপটে ধরবে কিন্তু আমি বলার আগে নয়। মনে রেখো ওর সঙ্গে ধারালো ছুরি আছে।'

আগের মতই পা টিপে টিপে দুজনে এসে দাঁড়ালাম হলঘরের দরজার কাছে। ধাতব শব্দটা আগের চাইতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পালানোর জন্য একফালি আলোও জ্বলে উঠল। কিন্তু সে আলো নিভে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা খুলে গেল। পয়ারো আর আমি দুজনে পাশের দেয়ালে গা যতদূর সম্ভব লেপটে দাঁড়িয়ে আছি। দুচার সেকেণ্ড বাদে মুখের ওপর কার নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেতেই সতর্ক হলাম। টের পেলাম ভেতরে কেউ ঢুকেছে। পরক্ষণে কার যেন টর্চ জ্বলে উঠল, আর ঠিক তখনি কানে এল পয়ারোর গলা!

'ধরো শালাকে!

আর চিন্তা ভাবনা না করে সব জড়তা কাটিয়ে পয়ারো আর আমি দুজনে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নিশিরাতের সেই আগন্তুকের ওপর, পয়ারো তার গলার স্কার্ফ খুলে তাই দিয়ে চেপে ধরল তার মাথা আর আমি তার হাতদুটো বাঁহাতে পিছুমোড়া করে চেপে ধরলাম, ডানহাতে রিভলবার বের করে কয়েকটা খোঁচা দিলাম তার ঘাড়ে গলায় কানের দুপাশের যাতে সে টের পায় আমার হাতে কি আছে। এবার পয়ারো তার মুখ থেকে স্কার্ফ সরিয়ে নিল, এতক্ষণ লোকটা প্রতিরোধের যেটুকু চেষ্টা করছিল আমার হাতের উদ্যত রিভলভারের খোঁচা খেয়ে সেই চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হল সে। পয়ারো তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় কি বলতে লোকটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। আর দেরী না করে পয়ারো তাকে চুপ করে সরে

দরজার দিকে এগোবার নির্দেশ দিল, তার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে খোঁচা দিতেই বিনা প্রতিবাদে লোকটা এগিয়ে চলল, তার আগে আগে যাচ্ছে পয়ারো পথ দেখিয়ে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম আমরা গোটা মন্টেগু ম্যানসানস তখনও গাঢ় ঘুমের অতলে। রাস্তায় এসে পয়ারো স্বাভাবিক সুরে বলল, 'হেস্টিংস, রিভালভারটা আমায় দাও, দুপা এগিয়ে মোড়ের দিকে যাও, একটা ট্যাক্সি ওখানে অপেক্ষা করছে, ওটা নিয়ে এসো। আপাততঃ রিভালভার আমাদের দরকার হবে না।'

'সে কি!' আমি অবাক হলাম, ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে বললাম, 'আমি এখান থেকে সরে গেলে এ ব্যাটা যদি তোমায় তখন?'

'ও পালাবে না, ক্যাপ্টেন,' পয়ারোর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল, 'তুমি ওকে একা আমার জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্ত মনে এগোতে পারো।'

কথা না বাড়িয়ে গুলীভরা রিভালভারখানা পয়ারোর হাতে দিয়ে পা বাড়ালাম, মোড়ের মাথায় এসে দেখি সত্যিই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে কার অপেক্ষায়। ট্যাক্সিতে চেপে ফিরে আসতেই দেখি আমাদের বন্দী তখনও মুখ বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে পয়ারোর পাশে। পয়ারো এবার রিভালভারটা আমায় ফিরিয়ে দিল তারপর বন্দীর মুখ থেকে স্কার্ফ খুলে নিয়ে আবার নিজের গলায় চাপাল। ফুটপাথের ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় লোকটার মুখের দিকে চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম।

'পয়ারো,' চাপা গলায় বললাম, 'এ ব্যাটা ত নাক বোঁচা জাপানী নয়।'

'ঠিক ধরেছো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, কিছুই তোমার নজর এড়ায় না', পয়ারো চাপা গলায় জবাব দিল, ফর্সা গায়ের রং চওড়া কপাল, আর খাঁড়ার মত নাক কখনও জাপানীদের হয়? এ ব্যাটা ইটালিয়ান।'

পয়ারো সেই রহস্যময় বন্দীকে নিয়ে ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসল, আমি বসলাম লোকটার ডান দিকের দরজা ঘেঁষে। পয়ারো সেন্টজনস উডের একটা ঠিকানা ড্রাইভারকে বলে চুপ করল। আমার মাথার ভেতরে একরাশ ধোঁয়াশা কোথায় যাচ্ছি তা এই লোকটার সামনে জানতে চাওয়া যায় না তাই চুপ করে বসে শুধু অনুমান করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি একটা ছোট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে পয়ারো আর আমি আমাদের অজ্ঞাত পরিচয় বন্দীকে নিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। একজন ভবঘুরে মাতাল দূর থেকে আসছিল, নেশার ঘোরে পথ দেখতে না পাওয়ায় পয়ারোকে বেজায় ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, কিন্তু তার আগেই পয়ারো ধমকে কি যেন বলল তাকে, আনমনা থাকার ফলে মন্তব্যটা শুনতে পেলাম না। বাড়ির সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালাম তিনজনেই, পয়ারো ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের এক পাশে সবে দাঁড়াতে বলল। ভেতর থেকে সাড়া না পেয়ে পয়ারো আবার ঘণ্টা বাজাল তারপর খুব জোরে কয়েক মিনিট ধরে দরজায় কড়া নাড়ল।

এবার সদর দরজার ঘুলঘুলির ফাঁকে আলোর আভাস চোখে পড়ল দরজার পাল্লা অল্প খুলে গেল।

'এত রাতে কি চাই আপনাদের?' পুরুষ মানুষের হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন ভেসে এল ভেতর থেকে।

'আমার স্ত্রীর বড় বাড়াবাড়ি অসুখ.' পয়ারো জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা করব।'

'এখানে কোনও ডাক্তার থাকে না!' ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব দিয়ে লোকটা দরজা বন্ধ করতে যেতেই পয়ারো তার ডান পাখানা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। অতএব ভেতরে যিনি ছিলেন তিনি আর দরজার পাল্লা বন্ধ করতে পারলেন না।

'কি বাজে বকছেন আপনি,' পয়ারো ভেতরের পুরুষটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলা চড়াল, 'এখানে ডাক্তার নেই বললেই হল? পুলিশে খবর দেব? আসুন, আপনাকে আসতেই হবে! না এলে আমি কিন্তু নড়ব না, বলে রাখছি এখানে দাঁড়িয়ে সারারাত ঘণ্টা বাজিয়ে আর কড়া নেড়ে যাব, দেখব আপনি কি করে দুচোখের পাতা এক করেন।'

"শুনুন কি ছেলেমানুষী করছেন—ভেতর থেকে গলা ভেসে এল তারপরে দরজা এবার পুরো খুলে গেল, পরণে শুধু ড্রেসিং গাউন, পায়ে একজোড়া চটি ভেতরের সেই অচেনা পুরুষ বাইরে বেরিয়ে পয়ারোকে শান্ত করতে চাইলেন।

'আপনি ভেতরে গিয়ে ঘুমোন,' পয়রো আবার গর্জে উঠল 'আমি চললাম থানায়। দেখি পুলিশ দিয়ে আপনাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারি কি না।' বলে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এল সে। 'না! পারেন না। ভেতরের লোকটির আর্তনাদ কানে এল, 'দয়া করে থানায় যাবেন না, পুলিশ ডাকবেন না।' বলে পয়ারোকে রুখতে যেই না নেমে আসা সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে পয়ারো পেছন থেকে এমন এক ধাক্কা মারল তাঁকে। ধাক্কা খেয়ে তিনি খুব সংক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। সেই ফাঁকে পয়ারোর ইশারায় তার পেছন পেছন অচেনা ইটালিয়ান বন্দীকে নিয়ে আমি ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে।

'জলদি, এদিকে!' সামনে একটি খোলা কামরায় ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালল পয়ারো, ঘরের কোণের দিকে জানালায় ঝোলানো পর্দা দেখিয়ে সে সঙ্গী ইটালিয়নেকে নির্দেশ দিল, 'তুমি ওখানে যাও।'

'হ্যাঁ, সিনর,' বলে সেই ইটালিয়ান এগিয়ে গেল কোণের জানলার দিকে, পেলমেটে ঝোলানো গাঢ় গোলাপী রংয়ের ভেলভেটের পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল সে।

মিনিট খানেক যেতে না যেতেই এক ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এসে ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতর। মহিলা বেশী লম্বা, মাথার চুলের রং লালচে, পাতলা ছিপছিপে শরীরে শুধু একটা গাঢ় লাল রংয়ের কিমোনো জড়ানো।

'আমার স্বামী গেলেন কোথায়? ভীত্ চাউনী মেলে চারপাশে তাকিয়ে মহিলা পয়রোর দিকে তাকালেন, 'আপনি কে, এখানে এলেন কি করে, কে ঢুকতে দিয়েছে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে পয়ারো এগিয়ে এসে দাঁড়াল মহিলার সামনে, ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন করে নম্র, বিনীত গলায় বলল, 'মাদাম, আপনার স্বামী বিশেষ কাজে একটু বাইরে গেছেন, আশা করছি ওঁর ঠাণ্ডা লাগবে না। ওঁর পরণের ড্রেসিং গাউনখানা বেশ গরম তা আমার চোখে পড়েছে, আর খোলা পায়ে চটি পরা থাকলেও ওঁর ঠাণ্ডা লাগবে না।'

'কে আপনি?' পয়ারোর উত্তর শুনে ভদ্রমহিলা মোটেই খুশি হলেন না

আগের মতই রেগেমেগে জানতে চাইলেন, 'বাজে কথা রাখুন! কে আপনি বলুন! এখানে আমার বাড়িতে কেন ঢুকেছেন? কোন মতলবে?'

'আপনি আমাদের কাউকে চেনেন না, ঠিকই মাদাম,' পয়ারো আগের মতই বিনীত গলায় বলল, 'একথা ঠিক যে আপনার পরিচয় আমাদের দুজনের কারও জানবার সৌভাগ্য হয় নি, তবে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই আমাদের জনৈক সদস্য ছুটে এসেছেন নিউইয়র্ক থেকে।'

পয়ারোর কথা শেষ হতেই কোণের দিকের জানালায় পর্দা সরে গেল দুপাশে, থেকে অচেনা ইটালিয়ান যুবক এগিয়ে এসে দাঁড়াল মহিলার সামনে। অবাক হয়ে দেখলাম তার হাতে ধরা আমারই রিভলভার। ট্যাক্সিতে চেপে আসার সময় সে যে আমারই অজান্তে আমার কোটের পকেট থেকে ওটা বের করে নিয়েছিল তা বুঝতে বাকি রইল না।

রিভলভার দেখেই মহিলা বুকফাটা আর্তনাদ করে পালাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর আগে পয়ারো দরজা আটকে দাঁড়াল।

'আমায় ছেড়ে দিন,' 'মহিলা কাতর অনুনয় করলেন, 'ও আমায় খুন করবে!'

'কে তোমার লুইগি ভ্যালভারনো? হাতে ধরা রিভলভারের নল মহিলার নাকের সামনে নিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় ইটালিয়ান যুবকটি হুমকি দিল, কই, কোথায় গেল সেই শুয়োরের বাচ্চা?' 'কি হবে এখন?' 'চাপা গলায় পয়ারোকে বললাম, 'এবার কি করব আমরা?'

'মেলা বক-বক না করে আপাততঃ আমায় উদ্ধার করতে পারো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' মৃদু ভৎর্সনা ফুটে বেরোল পয়রোর গলায়, 'জেনে রেখো আমি না বলা পর্যন্ত আমাদের দোস্ত গুলি ছুঁড়বে না।'

'তাই বুঝি?' পয়ারোর কথা কানে যেতে ইটালিয়ান যুবকটি কুৎসিত হাসল, সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন পয়রোর দিকে, জানতে চাইলেন, 'কি চান আপনি?'

—আমি কি চাই বললে মিস এলসা হার্ডটের বুদ্ধিকে অপমান করা

করা হবে,' পয়ারো বিনীত গলায় জানাল, 'তার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।'

পয়ারোর জবাব শোনামাত্র মহিলা তাঁর টেলিফোনের ঢাকনাটা এক হ্যাঁচকায় তুলে নিলেন, দেখলাম সেটা আসলে বেড়াল পুতুল, কালো ভেলভেটে তৈরী। পয়রোর হাতে পুতুলটা তুলে দিয়ে মহিলা বললেন।

'এর লাইনিংয়ের ভেতর ওগুলো রাখা আছে।'

'চমৎকার! তারিফ করার গলায় পয়ারো মহিলাকে বলল, 'সত্যিই আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।' দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পয়ারো মহিলাকে বলল, 'গুড ইভিনিং ম্যাডাম, এবার তাহলে স্বচ্ছন্দে কেটে পড়তে পারেন। কথা দিচ্ছি আপনি এই ঘর ছেড়ে যতক্ষণ না যাচ্ছেন ততক্ষণ নিউইয়ক থেকে আসা আপনার এই ইটালিয়ান বন্ধুকে আটকে রাখব!'

'হায় রে, আমি কি বোকা! কি ভয়ানক বোকা! আপেক্ষা করে উঠল সেই ইটালিয়ান যুবক পর মুহূর্তে পলায়মান সেই মহিলার দিকে রিসিভার তুলে পর পর কয়েকবার ট্রিগার টিপল সে। কিন্তু কেন কে জানে, গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ একবারও হল না, নাকে পেলাম না বারুদের গন্ধ, শুধু ট্রিগার টেপার শব্দ হল—খট্-খট্-খট্।

'তোমার পুরোনো এই বন্ধুকে ভবিষ্যতে আর কখনও বিশ্বাস কোর না হেস্টিংস,' পয়ারো আমার দিকে তাকাল, আমার বন্ধুরা কে কোথায় কখন গুলীভর্তি রিভালভার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না বেড়াচ্ছে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। এবং সাধারণ চেনাশোনা যারা তাদেরও ঐ কাজ আমি জেনে শুনে কখনও করতে দেব না।' শেষের মন্তব্যটা অচেনা ইটালিয়ান যুবকের উদ্দেশ্যে পয়ারো করল তা বুঝতে বাকি রইল না। হালকা শাসানের সুরে পয়ারো তাকে বলল, 'দেখলে', নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে তোমায় বাঁচিয়ে দিলাম, মহিলাকে খুন করলে তোমার যে ফাঁসী হত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে তোমার মনে? তাই বলে ভেবোনা ঐ সুন্দরী পালাতে পেরেছেন? বাইরে পুব, পশ্চিমে, উত্তর, দক্ষিণ সবদিক থেকে

পুলিশ এ বাড়ির ওপর নজর রেখেছে, এ বাড়িতে যে ক'জন বাসিন্দা আছে তারা সবাই এতক্ষণে পুলিশের জিম্মায়। কি হে বাপু, আমার কথা শুনে এখন ভাল লাগছে ত, এখন আর নিশ্চয়ই ভয়ানক বোকা বলে নিজের ওপর আক্ষেপ হচ্ছে না! আর এও জেনো বোকারাই অনেক সময় জেতে। যাক, তোমার মত একটা ফালতু লোকের সঙ্গে কথা বলে অনেক দামী সময় নষ্ট করেছি আমি। এবার তুমিও কেটে পড়তে পারো। যাও, ভাগো হিঁয়াসে! কিন্তু হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার! আমি—যাক, ব্যাটা তাহলে কেটে পড়ল দেখছি বন্ধু হেস্টিংস মুখে না বললেও যে তার চোখের চাউনি দিয়ে যে একখানা বকুনি ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে তা আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি। বুঝলে হেস্টিংস, গোটা ব্যাপারটাই সোজা, একেবারে জলের মত সোজা! ভেবে দ্যাখো, হাজার হাজার লোকের ভেতর থেকে বেছে বেছে শুধু মিসেস রবিনসন আর তাঁর স্বামীকেই মণ্টেগু ম্যানসানসের তেতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাটখানা ভাড়া নেয়া হল, বিশ্বাস হয় না এমন কম ভাড়ায়। কিন্তু কেন? এমন কি আছে তাদের মধ্যে যার ফলে তাদের বাকি সবার চাইতে আলাদা মনে হয়েছে, সে কি তাদের চেহারা? হয়ত তাই, কিন্তু সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় তাহলে বাকি রইল কি, তাদের পদবী?'

'কিন্তু রবিনসন পদবীর মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিক ত নেই,' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'ঐ পদবীর গাদা গাদা লোক পাওয়া যাবে খুঁজলে।'

'প্রথমে তাই মনে হয় বটে,' পয়ারো বলল, 'কিন্তু আসলে ঘটনা আমি যা বলছি সেদিকেই মোড় নিয়েছিল। এলসা হার্ট আর তাঁর স্বামী বা ভাই অথবা বন্ধু যেই হোক এখানে এসে মিঃ আর মিসেস রবিনসন নামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। এর কিছুদিন বাদে আচমকা তারা জানতে পারে মাফিয়া অথবা ক্যামেরা জাতীয় কোনও এক গুপ্ত সংগঠন কোনও কারণে বদলা নেবার জন্য হন্যে হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে যে সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিল লুইগি ভ্যালভার্দো। মাফিয়াদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে ওরা এক সহজ সরল পরিকল্পনা তৈরী করল যা এরকম: এলসা আর তার সঙ্গী খবর পেয়েছিল যারা বদলা নেবার জন্য ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা বাস্তবে

ব্যক্তিগতভাবে তাদের চেনে না। এই ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াল ওদের রক্ষা কবচ, যেখানে ওরা আস্তানা গড়েছিল মণ্টেগু ম্যান্‌সানসের তেতলার সেই চার নম্বর ফ্ল্যাটখানা ওরা ভাড়া দেবার মতলব অাঁটল অস্বাভাবিক কম ভাড়ায়। আসলে এলসা জানত কম ভাড়ার ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন অল্প বয়স্ক স্বামী স্ত্রী হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে লণ্ডনে যাদের কারও না কারও পদবী রবিনসন না হয়ে যায় না এবং তাদের মধ্যে এমন অন্তত একজন যুবতী খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে যার চুলের রং তারই মত লালচে। এরপর যা হল তাতে ছিপ জলে ফেলে মাছের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকা বলা চলে অনায়াসে। বসে থাকতে থাকতে একদিন মাছ বঁড়শি গিলল, এলসা যেমন খুঁজছিল তেমনি লালচে সোনালী চুলের এক অল্প বয়সী সুন্দরী যুবতী তাঁর স্বামীকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন যাঁর পদবী রবিনসন। এলসার ফ্ল্যাট সেই যুবতীর খুব পছন্দ হল, মাত্র আশী পাউণ্ড বার্ষিক ভাড়ায় সেই ফ্ল্যাট ভাড়া পেলেন তিনি। এর পরের ঘটনা মাফিয়া দল খুঁজে খুঁজে এই দুন'ম্বর মিসেস রবিনসনকে ঠিক খুঁজে বের করল। তারা ধরে নিল, এই সেই কুখ্যাত আন্তর্জাতিক গুপ্তচর এলসা হার্ভ'ট বদলা নেবার জন্য যাকে তারা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে কি হল? মাফিয়া এলসাকে খুন করতে ঘাতক পাঠাল, এবং যথা সময় এরকিউল পয়াবোর হাতে ধরা পড়ে তার কি হাল হল তা তো নিজের চোখেই দেখলে। সবকিছু ভালয় ভালয় মিটে গেল, বদলা যারা নিতে চাইছিল তাদের সাধ মিটল, এবং মিস এলসা হার্ভ'ট আরও একবার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেল। ভাল কথা, হেস্টিংস আসল মিসেস রবিনসন—তোমার সেই প্রাণোচ্ছল জীব যার দুচোখের মহাসাগরের গভীর নীলিমায় তুমি ডুব দিয়েছো সেই বেচারার কাছে আমায় নিয়ে যেতে ভুলো না যেন। ছিঃ! ছিঃ! তোমার সেই তিনি যখন জানবেন আমরা কয়লার ঝুড়িতে চেপে সিঁধেল চোরের মত হানা দিয়েছি তাঁরই ফ্ল্যাটে তখন তিনি আমাদের কি ভাববেন বলো ত? ঢের হয়েছে, এবার চলো ঘরে ফেরা যাক। দাঁড়াও, বাইরে থেকে কারা দরজার কড়া নাড়ছে মনে হচ্ছে যেন, এ আমাদের পুরোণো বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ না হয়েই

যায় না, নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন।

পয়রোর কথা শেষ হতে সত্যিই বাইরে থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। পয়ারো ঘর থেকে বেরোতে আমি জানতে চাইলাম, 'তুমি এই বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করলে কোথা থেকে? ও হো, মনে পড়েছে, প্রথম মিসেস রবিনসন অন্য ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর পরে তুমি নিশ্চয়ই ওর পিছু নিয়েছিলে তাই না?'

'বাঃ, এইত বুদ্ধি আবার ঘটে ফিরে এসেছে দেখছি, 'বলতে বলতে পয়ারো দরজার দিকে এগোল, এবার জ্যাপ ভায়াকে একটু চমকে দেব।' এলসা হার্ভে ঘাবড়ে গিয়ে ভেলভেটে তৈরী যে বেড়ালটা পয়ারোর হাতে তুলে দিয়েছিলো সেটা হাতে ঝুলিয়ে সদর দরজার ছিটকিনি খুলে দিল পয়ারো। পাল্লার ভেতর দিয়ে বেড়ালের মাথাটা অল্প বের করে বেড়ালের গলা নকল করে ম্যাও বলে ডেকে উঠল পয়ারো।

পয়ারোর অনুমান নির্ভুল, দরজার ওপারে লোকজন সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা অফিসার ইন্সপেক্টর জ্যাপ আমাদের বহুদিনের পুরোনো বন্ধু। আচমকা বেড়ালের ডাক কানে যেতে চমকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, পরক্ষণে পয়ারোকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন।

'তাই বলুন, আপনি!' কথাটা বলেই হঠাৎ গম্ভীরমুখে পয়ারোর দিকে তাকালেন জ্যাপ, গলা সামান্য চড়িয়ে পুলিশী মেজাজে বললেন, 'দেখছি যেখানেই ঝামেলা সেখানেই মঁসিয়ে পয়ারো গিয়ে হাজির। বলি ব্যাপার খানা কি যে পেয়েছেন আপনি?' এ রগড় থামিয়ে আবার স্বাভাবিক গলায় জ্যাপ বললেন 'এবার তাহলে আমাদের অনুগ্রহ করে ভেতরে ঢুকতে দিন।'

'আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক,' পয়ারো অভিবাদন করার ঢংয়ে ঘাড় নুইয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতে ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর চ্যালা চামুণ্ডাদের নিয়ে বীরের মত বুক ফুলিয়ে ঘরে ঢুকলেন; তাঁদের সঙ্গে ভারিক্কি মেজাজের এক অচেনা ভদ্রলোক ছিলেন যাকে আগে কখনও দেখিনি।

'আমাদের বন্ধুদের সবাইকে গাড়িতে তুলেছেন ত?' পয়ারো জানতে

চাইলো।

'তা তুলেছি,' জ্যাপ জবাব দিলেন, 'কিন্তু খোয়ানো মাল ওদের কাছে নেই।'

'তাই মালের খোঁজে এখানে চলে এসেছেন তল্লাসী করতে, তাই না?' পয়ারো হাসল, 'রাত অনেক হল, হেস্টিংসের কাঁধে ভর দিয়ে আমি বাড়ি চললাম, তারপর আপনার যত খুশি খানাতল্লাসী করুণ আমি দেখতেও যাব না। তবে হ্যাঁ, যাবার আগে খেপা বেড়ালের ইতিহাস আর স্বভাব চরিত্রের ওপর আপনাকে একটু জ্ঞান দেব, দাদা, এটা আমার কর্তব্য।'

'পয়ারো, 'আপনার মাথা কি সত্যিই খারাপ হল?' পয়ারোর রহস্যময় মন্তব্য শুনে জ্যাপ পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আমার কথা আগে মন দিয়ে শুনুন,' পয়ারো বলতে লাগল, 'তাহলেই বুঝবেন আমার মাথা সুস্থ আছে কিনা। শুনুন তাহলে, প্রাচীনকালে ইজিপ্টের বাসিন্দারা বেড়ালকে পুজো করত। এখন এই সভ্য যুগে আমরা যেসব কুসংস্কার মানি তাদের মধ্যে একটি হল কালো বেড়াল। হ্যাঁ, ধরুন আপনি কোথাও হেঁটে বা গাড়ি চেপে যাচ্ছেন, সেইসময় যদি কোনও কালো বেড়াল আপনার সামনে রাস্তায় এধার থেকে ওধারে চলে যায় তাহলে তাকে সুলক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আমার হাতে এই যে ভেলভেটের বেড়াল, এটা আজ রাতে আপনার সামনে পথের একধার থেকে আরেকধারে গেছে অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনার সৌভাগ্য আর সুনাম কোনওভাবে ডেকে এনেছে। এবার আসল কথায় আসছি—আপনাদের এই ইংল্যাণ্ডে আসার পর থেকে দেখছি কার ভেতরের ভাব কেমন সে বিষয়ে কথা বলা সামাজিক রীতি অনুযায়ী অভদ্রতা তা সে মানুষ হোক আর জানোয়ার হোক, কিন্তু এই বেড়ালের ভেতরটা বড় নরম। এর পেটের সেলাইটার কথা বলছি।'

পয়ারোর কথা শেষ হতেই ঘটল এক কাণ্ড—জ্যাপের সঙ্গে ভারিক্কি দেখতে যে অচেনা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছিলেন তিনি কোনও ভূমিকা না করে বেড়ালটা খপ করে ছিনিয়ে নিলেন পয়ারোর হাত থেকে।

'ও হো, বলতে ভুলে গেছি,' লাজুক হেসে জাঁদরেল পুলিশ ইন্সপেক্টর

এবার পয়ারোর ভারিক্কি চেহারার সঙ্গী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'ম'সিয়ে পয়ারো ইনি মিঃ বার্ট, আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছেন, আপনার নাম আগে বহুবার শুনেছেন আমার মুখে, আলাপ করতে চান তাই নিয়ে এলাম।'

মিঃ বার্ট পকেট থেকে একটি ছোট ছুরি বের করে ভেলভেটের তৈরী বেড়ালের পেটের কাছটা চিরে ফেললেন দ্রুতহাতে। চমকে উঠে দেখলাম বেড়ালের পেটের ভেতর থেকে কতগুলো দলাপাকানো কাগজ টেনে বের করলেন তিনি। কাগজগুলোয় একবার চোখ বোলালেন মিঃ বার্ট, তারপর সেগুলো কোটের ভেতরের পকেটে চালান করে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন পয়ারোর দিকে, বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণ ঝাঁকুনি দিয়ে মন্তব্য করলেন,

'এতদিন শুধু শুনেছিলাম আজ দেখলাম কাণ্ড,

'আলাপ হয়ে আনন্দ পেলাম', পয়ারো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে মিঃ বার্ট নিজেই বললেন, 'আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তরের খোয়ানো কাগজগুলো ফেরৎ পাওয়ায় আমার দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'চলো হেস্টিংস', দরজার দিকে এগোতে এগোতে পয়ারো বলল, 'এবার তাহলে ঘরে ফেরা যাক। রাত শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই।'

——